বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

অর্থ-বছর ২০২২-২০২৩

উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ীতে নাওডাঙ্গার জমিদারবাড়ীর শিব মন্দিরটি ধ্বংসের পথে

সহযোগিতায়: উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউজিডিপি)
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম ।

উপদেষ্টা ঃ

পনির উদ্দিন আহম্মেদ

মাননীয় সংসদ সদস্য, সংসদ সদস্য, ২৬, কুড়িগ্রাম-০২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও
উপদেষ্টা, উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

।

পৃষ্ঠপোষকতায়

জনাব মোঃ গোলাম রব্বানী সরকার, চেয়ারম্যান, ফুলবাড়ী উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ, ভাইস চেয়ারম্যান, ফুলবাড়ী উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

জনাব জান্নাতী বেগম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, ফুলবাড়ী উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

সম্পাদনায়ঃ

জনাব সুমন দাস

উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

প্রকাশনা কমিটিঃ

জনাব সুমন দাস, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

জনাব আসিব আহসান রাজিব, উপজেলা প্রকৌশলী, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

জনাব মোঃ আজমল আবছার, সহকারী প্রোগ্রামার (আইসিটি), ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

জনাব মোঃ নুরুন্নবী সরকার, প্রশাসনিক কর্মকর্তা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

জনাব মোঃ নাজমুল হুদা, সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

কারিগরি সহোযোগীতায়ঃ

জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম

উপজেলা ডেভলপমেন্ট ফ্যাসিলিটেটর
উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউজিডিপি)
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

গ্রন্থস্বত্বঃ

উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

প্রকাশকালঃ নভেম্বর-২০২২

বাণী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রচলন বহু বছর পূর্ব থেকে প্রচলিত থাকলেও উপজেলা পরিষদের ইতিহাস বেশি পুরাতন নয়। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের অংশ হিসেবে ১৯৮২ সালে প্রণীত অধ্যাদেশের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। ১৯৮৫ সালে প্রথম এবং ১৯৯০ সালে ২য় মেয়াদে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন হলেও ১৯৯১ সালে তৎকালীণ সরকার এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ পদ্ধতি বাতিল করে দিয়ে গ্রাম বাংলার উন্নয়নকে জনগণের অংশিদারিত্ব থেকে অনেক পিছিয়ে দিয়েছে ।

১৯৯৮ সালে উপজেলা পরিষদ আইন প্রণীত হলেও উক্ত সময়ে উপজেলা পরিষদের নির্বাচন হয়নি। দীর্ঘ সময় পর বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ রহিত করে স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ ২০০৮ জারির মাধ্যমে উপজেলা পদ্ধতি পূনঃপ্রচলন করে। ২০০৯ সালে বর্তমান সরকারের অধীনে সুষ্ঠুভাবে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন সম্পন্ন হয় এবং প্রায় একই সময়ে উপজেলা পরিষদ (রহিত পূনঃপ্রচলন ও সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ পাশ ও জারি করা হয় এবং পরিষদকে অধিকতর কার্যকর করতে ২০১১ সালে উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন পাশ হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকারকে অনেক ধন্যবাদ।

সু-শাসন, স্বচ্চতা, জবাবদিহিতা প্রতিটি কাজে প্রতিটি মানুষের দাবী। সকল কাজ ও প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা, কর্মপদ্ধতি সুচিন্তিত হলে এবং তা যদি সৎ, সুশিক্ষিত, জ্ঞানী, অভিজ্ঞ ও জনপ্রতিনিধি দ্বারা তৈরি করা ও বাস্তবায়িত হয়, তাহলে অবশ্যই সু-শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। কাজের দক্ষতা থাকবে, থাকবে জবাবদিহিতা ।

আমাদের এই দেশ এশটি উন্নয়নশীল দেশ। আমাদের সম্পদ সীমিত কিন্তু মানব সম্পদ অধিক তাই কোন পরিকল্পনা ছাড়া যত্রতত্র অর্থ ব্যয় করে কোন কাজ করলে আমরা কোন দিনই উন্নতির শিখরে আরোহন করতে পারবোনা। তাই বর্তমান সরকার বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামকে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগাতে প্রতিটি উপজেলায় জনসাধারণের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপজেলা বার্ষিকী কর্মকান্ড পরিচালনা ও বাস্তবায়নের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রনয়ণের নির্দেশনা দিয়েছেন। তাই উপজেলা পরিষদের জনপ্রতিনিধি ও সর্বস্তরের জগনের সমন্বয়ে ২০২২-২০২৩ খ্রিঃ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়।

আমি একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে এই প্রত্যাশা করি যেন ফুলবাড়ী উপজেলার প্রতিটি মানুষ উন্নয়নের ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত না হয়। আমরা হয়তো জনগণের সব আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারবনা। কিন্তু চেষ্টা করতে হবে একটু দায়মুক্ত হতে পারি কিনা। জনপ্রতিনিধি এবং উপজেলা প্রশাসন যদি একত্রিত হয়ে কাজ করে তাহলে আমার মনে হয় আমরা আমাদের লক্ষ্য পৌছতে পারব।

তাই ফুলবাড়ী উপজেলার প্রতিটি মানুষ যেন এই কর্ম পরিকল্পনার সুফল ভোগ করতে পারে সে জন্য আমি বর্তমান সরকারের আন্তরিকতার হাতকে আর ও সম্প্রসারিত করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। ফুলবাড়ী উপজেলার প্রতিটি মানুষ সুখে ও শান্তিতে থাকুক এই আমার একমাত্র প্রত্যাশা।

(মোঃ গোলাম রব্বানী সরকার)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী, কড়িগ্রাম।

সম্পাদকীয়

টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তীব গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে কাঙ্খিত উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য এতদসংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নের বিকল্প নেই। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অবকাঠামোসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফুলবাড়ী উপজেলার অবস্থান অনেক পিছনে। আগামী এক বছরে এ সকল ক্ষেত্রে কাম্যমান অর্জনের মাধ্যমে ফুলবাড়ী উপজেলাকে সুখী, সমৃদ্ধশালী, দারিদ্রমুক্ত, শিক্ষিত, আনুষ্ঠানিক উপজেলা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষে উপজেলা পরিষদ সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।

উন্নয়ন পরিকল্পনায় জনঅংশগ্রহণ বর্তমান সময়ের একটি আলোকিত বিষয়। বাংলাদেশের সংবিধানে তৃণমূল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য স্থানীয় সরকারকে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান এবং সাথে জনগণের অংশগ্রহনে গুরত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। উন্নয়ন কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বা মতামত প্রদানের বিষয়টি অবশ্যই খুবই ইতিবাচক ও যুগপযোগী। এর মাধ্যমে স্থানীয় উপকারভোগীরা কার্যক্রমটিকে একান্ত নিজের মনে করতে পারে এবং সুষ্ঠভাবে প্রকল্প বা কাজটি বাস্তবায়নের জন্য স্বেচ্ছায় অবদান রাখে।

ফুলবাড়ী উপজেলায় বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনঅংশগ্রহণে তথা জনগণের মতামতের বিষয়টিকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এ পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিগত বছর সমুহে রাজস্ব উন্নয়ন খাতে প্রাপ্তির ধারবাহিকতায় ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য প্রাপ্তির বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে টেকশসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)'র লক্ষ্য সমুহ অর্জনের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে।

আশা করা যায় ফুলবাড়ী উপজেলা পরিষদ আগামী এক বছরে দলমত নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্নয়নে অশেষ অবদান রাখবে।

(সুমন দাস)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

সূচিপত্র

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম

ক্রমিক	অধ্যায়/বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়ঃ আর্থ-সামাজিক তথ্য- উপজেলা পরিষদ এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (মানচিত্রসহ ভৌগলিক, প্রাকৃতিক, ঐতিহ্যগত বিবরণী)		
১.১	ভূমিকা	১
১.২	ফুলবাড়ী উপজেলার নামকরন	১
১.৩	ফুলবাড়ী উপজেলার ভৌগলিক পরিচিতি	১
১.৪	প্রাচীন কীতি:	২
১.৫	ভাষা ও সংস্কৃতি	২
১.৬	মুক্তিযুদ্ধে ফুলবাড়ী	২-৮
১.৭	উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত	৮
১.৮	ফুলবাড়ী উপজেলা পরিষদের প্রশাসনিক কাঠামো ও জনবল সংখ্যা:	৯
১.৯	উপজেলা পরিষদ এর মৌলিক তথ্য	৯-১৩
১.১০	বিভাগ ভিত্তিক তথ্য	১৪-২৪
১.১১	উপজেলা পরিষদের প্রশাসনিক কাঠামো ও জনবল সংখ্যা।	২৪
১.১২	উপজেলার মানচিত্র	২৫
দ্বিতীয় অধ্যায়: সম্পদের চিত্রায়ন		
২.১	বিভিন্ন উৎস থেকে উপজেলার চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম	২৬-৩৫
তৃতীয় অধ্যায়: পরিস্থিতি বিশ্লেষন স্বারণী ও ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ		
৩.১	বিভাগ ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষন	৩৬-৪২
চতুর্থ অধ্যায়: রূপকল্প ও বাজেট বিবরণী		
৪.১	২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের রূপকল্প	৪৩
৪.২	উপজেলা পরিষদের বাজেট সার-সংক্ষেপ (২০২২-২০২৩ অর্থ বছর)	৪৩-৪৬
পঞ্চম অধ্যায়: বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য		
৫.১	পরিকল্পনা কি	৪৭
৫.২	উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ	৪৭
৫.২.১	জাতীয় পরিকল্পনাসমূহ	৪৭
৫.২.২	খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা	৪৭
৫.২.৩	উপজেলা পর্যায়ের পরিকল্পনাসমূহ	৪৭
৫.২.৪	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্ম-প্রবাহ ও সময়সূচি	৪৮
৫.২.৫	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ	৪৮
৫.৩	পরিকল্পনার ফরম্যাট	৪৯
ষষ্ঠ অধ্যায়: প্রকল্প সারসংক্ষেপ		
৬.১	উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন প্রস্তাব ও পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর	৫০-৫১
৬.২	প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ	৫২-৫৯
সপ্তম অধ্যায়: মূল্যায়ন ও তথ্যচিত্র		
৭.১	প্রকল্প/স্কিম মূল্যায়ন পদ্ধতি	৫৯
৭.২	সুশাসন নিশ্চিত করার পদ্ধতি	৫৯
৭.৩	পরিষদের কর্মকর্তাবৃন্দের নাম, পদবিসহ মোবাইল নং ইমেল আইডিসহ ছবি	৬০
৭.৪	উপজেলার জনপ্রতিনিধিগণের নাম ও পদবিসহ মোবাইল নম্বর	৬১
৭.৫	১৭টি কমিটি সদস্যদের তালিকা	৬১-৬৩
অষ্ঠম অধ্যায়: সংযুক্তি (বিভিন্ন সভার কার্যবিবরণী (২০২১-২০২২)		
৮.১	উপজেলা পরিষদের মাসিক সভার কার্যবিবরণী	৬৪-৬৯

প্রথম অধ্যায়

(আর্থ-সামাজিক তথ্য- উপজেলা পরিষদ এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (মানচিত্রসহ ভৌগলিক, প্রাকৃতিক, ঐতিহ্যগত বিবরণী)

১.১ ভূমিকা

উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার দ্বিতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ স্তরের স্থানীয় সরকার। উপজেলা পরিষদ আইনে ১৯৯৮ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১১) পঞ্চবার্ষিক ও মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নকে অন্যতম কাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদ আইনের ২৩ ধারা অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের কার্যাবলীর তালিকায় পঞ্চবার্ষিক ও বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা প্রথম স্থানে রয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে স্থানীয় সরকার তথা উপজেলা পরিষদের ভূমিকা ইতোমধ্যে বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছে। পরিকল্পনা ছাড়া কোন জাতি, দেশ বা সমাজ উন্নতির শিখরে অগ্রসর হতে পারেনা। পরিকল্পনা প্রণয়নে জাতীয় বা দেশ ভিত্তিক ফলাফল অর্জনের দিকে গুরুত্বারোপ করা হয় এবং নিম্ন থেকে উর্ধ্বমূখী পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের বিকেন্দ্রীকরণ নীতি ও কর্মসূচীর অংশ হিসেবে স্থানীয় জনগণের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় চাহিদা এবং অগ্রাধীকার ভিত্তিতে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

বর্তমান সরকারের ভিশন-২০৪১, এসডিজি এবং উপজেলা পরিষদের সীমিত সম্পদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উপজেলার জনগণের চাহিদা ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ফুলবাড়ী উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণ তাদের আগামী এক বছরের জন্য যেসমস্ত কর্মসূচী গ্রহন করবে তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে এই পরিকল্পনায়। পরিকল্পনাটি আগামী ২০২২-২০২৩ মেয়াদে উপজেলা পরিষদের উন্নয়নের সিড়ি হিসাবে কাজ করবে; যা সময়পোযোগী কর্মসূচী গ্রহনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

১.২ ফুলবাড়ী উপজেলার নামকরন

বাংলাদেশের উত্তর জনপদের কুড়িগ্রাম জেলার আওতাধীন ফুলবাড়ী উপজেলা। এ- উপজেলার ইতিহাস আছে,ঐতিহ্য আছে,আছে নিজস্ব স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট। ধরলা নদী পরিবেষ্ঠিত সীমান্ড় উপজেলা ফুলবাড়ী। ফুলবাড়ী উপজেলা এক সময় কোচবিহার মহারাজা শ্রী জগদ্বীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের পূর্বভাগ চাকলার অন্তর্গত ছিল। মহারাজা ১৩২০ বঙ্গাব্দে(১৯১৩খৃঃ) পূর্বভাগ চাকলা পরিদর্শনে আসার পথে ধরলা নদীর উভয়তীরে কাঁশবন ও কাঁশফুল দেখে মুগ্ধ হয়ে এর নামকরন করেন ফুলবাড়ী।

অন্য একটি সূত্র থেকে জানা যায় যে, ধরলা নদীর পূর্বপাড়ে গোটা পূর্বভাগ পরগনা বা চাকলা ছিল ফুলে ফুলে ঘেরা। পথের দু'ধারে জঙ্গলে, ঝোপ ঝাড়ে, বাড়ীর আঙ্গিনায় ছিল অসংখ্য ফুল। অসংখ্য বুনো ফুলের মৌ মৌ গন্ধে মনপ্রান ভরে যেত। ফুরবাড়ী থানার মধ্য দিয়ে এককালে প্রবাহিত হত নীলকুমার নদী, নদীর দু'কুলেও ছিল অসংখ্য ফুলের সমারহ। ফুলবাড়ী জমিদারের কাছারী বাড়ীর সামনেও ছিল এক বিশাল ফুলের বাগান, সেখানে ছিল বিভিন্ন ফুলের সমাহার। এই ফুলপ্রীতি ও ফুলের সমারোহ থেকে এ থানার নামকরণ হয় ফুলবাড়ী।

কোচ রাজ্যের অধীন ৬টি পরগনা বা চাকলার অন্যতম ছিল পূর্বভাগ পরগনা। প্রাচীন কালের পূর্বভাগ পরগনা বর্তমানে কুড়িগ্রাম জেলার অন্যতম থানা ফুলবাড়ী। এই পরগনার অবস্থান ধরলা নদীর অপর পাড়ে হওয়ায় মোঘল সেনাপতিরা অনেকবার এই পূর্বভাগ পরগনা দখল করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। অবশেষে ১৭১১ সালে পূর্বভাগ মোঘলদের দ্বারা বিজিত হয়। কিন্তু করদানের চুক্তিতে কোচ রাজা পূর্বভাগ পরগনাকে নিজ অধিকারে রাখেন।কার্যত পূর্বভাগ পরগনা থেকে যায় অর্ধস্বাধীন করদ-মিত্র পরগনা রূপে।

পূর্বভাগ পরগনার সর্বশেষ জমিদার কে ছিলেন তা আজ আর সঠিক ভাবে জানা যায় না তবে ফুলবাড়ী কাছারী বাড়ী আজও তাঁর স্মৃতি বহন করছে। তাঁর কাছারী বাড়ীর সামনেও একটি মনোরম ফুলের বাগান ছিল। এই বিলুপ্ত প্রায় বাগানের কিছু ফুলগাছের নমুনা এখনও বিদ্যমান রয়েছে। কামিনি ও গৌরী চাঁপার প্রাচীন গাছ গুলি কালের স্বাক্ষী হিসাবে এখনও বাতাসে গন্ধ ছড়িয়ে জানিয়ে দিচেছ যে আমার নাম "ফুলবাড়ী"। পরবর্তীতে বৃটিশ শাসনামলে ০৬ মে ১৯১৪ সালের সরকারী গেজেট নোটিফিকেশনে ফুলবাড়ী থানা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এখনও ফুলবাড়ী ডাকঘরটি পূর্বভাগ নামেই পরিচিত।

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কার্যক্রমের আওতায় বিদ্যমান পুলিশি থানা ব্যবস্থাকে মান উন্নীত থানা হিসেবে প্রশাসনেরকার্যক্রম শুরু হয় ০৭ নভেম্বর ১৯৮২-তে। ঐদিন ৪৫টি থানা উন্নীত থানা হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। Lord Warren Hastings ১৭৭৪ এর ০৯ এপ্রিল থানা নামক যে প্রতিষ্ঠান চালু করেন ২০৮ বছর পর ১৯৮৩ সালে ২রা জুলাই উপজেলা নামে কার্যক্রম শুরু করে।

১.৩ ফুলবাড়ী উপজেলার ভৌগলিক পরিচিতি

ভৌগলিক অবস্থান ঃ ফুলবাড়ী উপজেলা কুড়িগ্রাম জেলা সদর থেকে ৪১ কিঃ মিঃ উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এ উপজেলা ২৫.৩২° হতে ২৬.০৪° উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৯.২৮° হতে ৮৯.৪০° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

উপজেলার আয়তন ঃ ১৫৬.৪০ বর্গ কিঃ মিঃ।

সীমানা ঃ ফুলবাড়ীর উত্তরে- ভারতের কোচ-বিহার, দক্ষিনে- কুড়িগ্রাম সদর ও রাজারহাট, পূর্বে- নাগেশ্বরী এবং পশ্চিমে- লালমনিরহাট সদর উপজেলা।

আবহাওয়া ঃ ফুলবাড়ী নাতিশীতোষ্ণ এলাকা হিসাবে পরিগণিত, তা সত্ত্বেও এখানে ঋতুভেদে প্রচন্ড গরম এবং প্রচন্ড শীত অনুভূত হয়।

ভূ-প্রকৃতি ও নদ-নদীঃ ফুলবাড়ী উপজেলা দুই ধরনের ভূ-প্রকৃতিক অঞ্চল নিয়ে গঠিত- পুরাতন ধরলা পলল ভূমি ও নব্য ধরলা পলল ভূমি। উপজেলার দক্ষিন দিয়ে প্রবাহিত ধরলা ও নীলকমল নদি উপজেলাকে করেছে সবুজ সুফলা।

প্রশাসন ঃ ১৯৮৩ সালে ফুলবাড়ী থানাকে উপজেলায় রূপান্তরিত করা হয়।

সংসদীয় এলাকা ঃ নির্বাচনী এলাকা-২৬-কুড়িগ্রাম-২ (ফুলবাড়ী, রাজারহাট ও কুড়িগ্রাম সদর)।

লোকসংখ্যা ও পেশা ঃ ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ১,৬০,২৫০ জন মানুষের বসবাস। এর মধ্যে-৮১,৬৮২ জন নারী ও ৭৮৫৬৮ জন পুরুষ। উপজেলার মানুষ স্বভাব প্রকৃতিগত দিক থেকেই বেশ সহজ সরল প্রকৃতির। জনসংখ্যার অধিকাংশই কৃষিজীবী, মজুর ও শ্রমিক হলেও কিছু ক্ষুদ্র, মাঝারী ও বড় ব্যবসায়ী সহ শিল্পপতিও রয়েছে। বর্তমানে অনেকেই বিভিন্ন রখম ব্যবসা বানিজ্য, চাকুরী ও শিল্প কারখানায় জড়িত।

১.৪ প্রাচীন কীর্তি:

নাওডাঙ্গা জমিদার বাড়ীঃ কালের সাক্ষী নাওডাঙ্গা জমিদার বাড়ী। অবিভক্ত ভারতবর্ষে নাওডাঙ্গার পরগনার জমিদার বাহাদুর শ্রীযুক্ত বাবু প্রমাদা রঞ্জন বকসী এটি নির্মান করেন। ফুলবাড়ী উপজেলায় গিয়ে যে কোন অটোগাড়ী, বা রিক্সায় চড়ে নাওডাঙ্গা ইউনিয়ন আসতে হবে।

ফুলসাগর লেকঃ ফুলসাগর লেকটি ফুলবাড়ি উপজেলার প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থিত। ৩৭ একর জমির উপর লেকটি অবস্থিত।ফুলবাড়ী উপজেলা হতে যে কোন অটোগাড়ী, বা রিক্সায় চড়ে যাওয়া যায়। এটি উপজেলা হতে মাত্র সাতশত গজ দূরে অবস্থিত।

দাশিয়ার ছড়া ঃ এশিয়ার বৃহত্তর ছিটমহাল দাশিয়ার ছড়া, এই ছিটমহালটিকে কেন্দ্র করেই ছিটমহাল বিনিময়ের আন্দোলন সৃষ্টি হয়। উপজেলা সদও থেকে ৫ কিলোমিটার পূর্বে এটি অবস্থিত।

শেখ হাসিনা ধরলা সেতুঃ কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু। সেতুটি উপজেলার সহিত দেশের সকল স্থানের সড়ক যোগাযোগ সৃষ্টি করেছে।

১.৫ ভাষা ও সংস্কৃতি

ফুলবাড়ী উপজেলার ভূ-প্রকৃতি ও ভৌগলিক অবস্থান এই উপজেলার মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতি গঠনে ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত এই উপজেলাকে ঘিরে রয়েছে উত্তরে- ভারতের কোচ-বিহার, দক্ষিনে- কুড়িগ্রাম সদর ও রাজার হাট, পূর্বে- নাগেশ্বরী এবং পশ্চিমে- লালমনিরহাট সদর উপজেলা। এখানে ভাষার মূল বৈশিষ্ট্য রংপুরের অন্যান্য উপজেলার মতই, তবুও কিছুটা বৈচিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন কথ্য ভাষায় মহাপ্রাণধ্বনি অনেকাংশে অনুপস্থিত, অর্থাৎ ভাষা সহজীকরণের প্রবণতা রয়েছে। ফুলবাড়ী উপজেলার আঞ্চলিক ভাষার সাথে কুড়িগ্রাম জেলার অন্যান্য উপজেলা, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম জেলার ভাষার মিল রয়েছে। ভাওয়াইয় ও পালা গান উপজেলার সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে।

ফুলবাড়ী মাত্র ১৪৭.৬ কিলোমিটারের একটি জনপদ। এই এলাকার হিন্দু ও মুসলিম সমপ্রদায়ের মধ্যকার সম্প্রিতি ইতিহাস বিদিত জমিদারী শাসন আমল হতেই এই এলাকায় প্রথা অনুসারে প্রতি বছর নানা ধরনের উৎসব পালিত হতো। এই উৎসবে যাত্রা, পালাগান ও বিভিন্ন প্রকার সঙ্গীতের আয়োজন করা হতো। এতে প্রভাবশালী মুসলমানরাও অংশ গ্রহণ করতো ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত থাকতেন এবং মঞ্চে অভিনয় করতেন।

এই অঞ্চলে বিয়ে শাদী, জন্ম, খতনা নিয়ে অনেক উৎসব পালন করা হয়। বিয়ে বাড়িতে বর আগমনের জন্য কলাগাছ দিয়ে তোরন নির্মাণ করে বরকে অভ্যর্থনা জানানো হতো। বর পক্ষ এবং কনে পক্ষের মধ্যে বিয়ের গান (গীত) আকারে প্রশ্ন উত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করতে হয়। তোরনের দুই পাশে দাড়িয়ে প্রশ্ন উত্তর শেষে জয় পরাজয় নির্ধারন করে তোরনের মধ্য দিয়ে শরবত যাওয়ায় প্রবেশ করতে হত।

১.৬ মুক্তিযুদ্ধে ফুলবাড়ী

১৯৭১ সালে বদরুজ্জামান মিয়া ছিলেন ২৬ বছরের তরুণ। পড়তেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসা প্রশাসন ইনস্টিটিউটে। এমবিএ'র ছাত্র হিসেবে থাকতেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ হলে। পয়লা মার্চের দিকে হলের ছাত্ররা জিন্নাহর ছবি ভেঙ্গে পা দিয়ে মাড়িয়ে ডাইনিং এ খেতে যান। একই সাথে হলটির নতুন নামকরণ করেন মাষ্টারদা সূর্যসেন হল। সেই উত্তেজনার ঢেউ খেলে যায় তরুণ বদরুজ্জামান মিয়ার রক্তে। ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ শুনে অন্যদের মত তিনিও টগবগ করতে থাকেন দেশমাতৃকার মুক্তির স্বপ্নে। ৯ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পাক হানাদারের গুলি তাঁর পায়ে বিদ্ধ হয়। আহত অবস্থায় ১১ মার্চ তিনি গ্রামের বাড়ি ফুলবাড়ীর মিয়াপাড়ায় ফিরে আসেন।

১২ মার্চ ১৯৭১ বিকেলে ফুলবাড়ী জছিমিঞা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে থানা আওয়ামীলীগ আয়োজিত জনসভায় তিনি ভাষণ দেন। প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে ঢাকার তৎকালীন অবস্থা বর্ণনা করেন। মার্চের শেষ সপ্তাহে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দেবেন বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। সে জন্য যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণের আহবান জানান তিনি। জনসভায় ঢাকা থেকে তাঁর সংগৃহীত মডেল অনুসরণে তৈরিকৃত গাঢ় সবুজের ভেতর রক্ত লাল বৃত্তের মাঝখানে হলুদ রঙের বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এটিই কুড়িগ্রাম মহকুমায় প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের ঘটনা। পতাকাটি সেলাই করেন তৎকালীন থানা আওয়ামীলীগের সভাপতি, পেশায় দর্জি, আব্দুল মান্নান খন্দকার। লাল বৃত্তের মাঝখানে হলুদ রঙের বাংলাদেশের মানচিত্র আঁকেন স্বয়ং বদরুজ্জামান মিয়া।

১৫ মার্চ তৎকালীন ফুলবাড়ী থানা আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুল মান্নান খন্দকারকে সভাপতি ও থানা আওয়ামীলীগের সম্পাদক ইউনুছ আলী (বাঘা ইউনুছ) কে সম্পাদক, শামসুল হক সরকারকে যুগ্ম সম্পাদক, আমীর আলী মিয়াকে দপ্তর সম্পাদক এবং ফুলবাড়ী জছিমিঞা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আবু বকর সিদ্দিক, আবুল হোসেন

প্রামানিক, ডিলার ও ফুলবাড়ী ইউপি চেয়ারম্যান কে. এম. ইসাহক আলী কে সদস্য করে ফুলবাড়ী থানা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। এর উপদেষ্টা হিসেবে বদরুজ্জামান মিয়া মনোনীত হন। উল্লেখিত সাতজন ছাড়াও থানা সংগ্রাম পরিষদের সহযোগী

হিসেবে যাঁরা মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে ভূমিকা রেখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ধীরেন্দ্র সরকার (পচা বাবু), মজিবর রহমান খোকা, আছির উদ্দিন মিয়া, মোসলেম উদ্দিন তহশিলদার, মহির উদ্দিন, বছির উদ্দিন আহম্মেদ, আব্দুল লতিফ মেম্বার, তবারক আলী, গোলাম মান্নান (লাল মিয়া), আব্দুল্লাহ মিয়া শাহাজাদা, বাবু ক্ষীরোদ চন্দ্র, আব্দুল মজিদ সরকার অন্যতম। মুজিব বাহিনীর সদস্য হিসেবে জনাব মো. আফজাল হোসেন (ডিআর), রুহুল আমিন খোন্দকার (পরবর্তীতে উপসচিব, প্রথম ব্যাচের প্রশাসন ক্যাডার কর্মকর্তা) ও বর্তমান ফুলবাড়ী উপজেলার আওয়ামীলীগের সভাপতি আতাউর রহমান শেখ দায়িত্ব পালন করেন। এঁদের দু'একজন ব্যতিরেকে অন্য সবাই সংগঠকের ভূমিকায় থাকায় অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিতে পারেন নি। ফলে তাঁরা পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধা সনদ প্রাপ্ত হননি।

২৫ মার্চের কাল রাতে ঢাকা সহ সারাদেশে পাক হানাদার বাহিনী অপারেশন সার্চ লাইট নামক নৃশংস হামলা চালানোর প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। এর প্রেক্ষিতে ২৬ মার্চ বিকেলে বদরুজ্জামান মিয়া ফুলবাড়ীর ইদ্রিস মেকারকে সাথে নিয়ে সমস্ত থানায় পাকিস্তানী বাহিনীর গণহত্যার খবর প্রচার করেন। বাঙালি পুলিশ ও ইপিআর এর প্রাথমিক প্রতিরোধের কথা জানিয়ে পাকবাহিনীর সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে সে সময়ে ফুলবাড়ীতে যাদের কাছে ব্যক্তিগত অস্ত্র ছিল, তা সংগ্রহ করে তৈরি করা হয় গণবাহিনী। কোন ট্রেইনিং নেই, সুযোগ সুবিধা নেই-শুধু দেশ মাতার প্রতি একবুক ভালবাসা থেকে অজস্র মানুষ গণবাহিনীতে যোগ দেয়।

২৭ মার্চ জছিমিঞা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে বিষণ্ন বদনে বসে থাকা অবস্থায় বদরুজ্জামান মিয়া'র কাছে যান ফুলবাড়ী থানার ওয়্যারলেস অপারেটর। তিনি জানান,"পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে নির্দেশ এসেছে, বদরুজ্জামান স্যার যা বলেন সেভাবেই কাজ করতে।" প্রেক্ষিতে বদরুজ্জামান এর নির্দেশে ফুলবাড়ী থানায় কর্মরত অবাঙালি পুলিশ সদস্যদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে বন্দি করে রাখা হয়। জছিমিঞা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠের জনসভায় স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কিত বদরুজ্জামান মিয়ার ভবিষ্যদ্বাণী মিলে যাওয়ায় ফুলবাড়ীর আপামর জনগণ তাঁকেই মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বের আসনে বসান এবং তাঁর নেতৃত্বেই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

২৮ মার্চ ভূরুঙ্গামারী থানার বাগভান্ডার বিওপি'র অবাঙালি হাবিলদার সফি খানের নেতৃত্বে মইদাম, শিলকুড়ি, শালঝোড় বিওপির ৪ জন সশস্ত্র অবাঙালি ইপিআর ১১ জন নিরস্ত্র বাঙালি ইপিআরকে বন্দি ও জিম্মি করে ফুলবাড়ী হয়ে রংপুরের উদ্দেশ্যে পালিয়ে যাচ্ছিল। বিহারী অধ্যুষিত লালমনিরহাট রুটকে নিরাপদ মনে করে সে পথেই অগ্রসর হচ্ছিল তারা। খবর পেয়ে বদরুজ্জামান মিয়া আশংকা করেন, এরা রংপুর সেনানিবাসের গিয়ে নানা অতিরঞ্জিত ঘটনা শুনিয়ে হানাদার বাহিনীকে নিরীহ মানুষের উপর লেলিয়ে দিতে পারে। তাই যে কোন মূল্যে সেই ইপিআর দলকে আটকানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বদরুজ্জামান মিয়া বাই সাইকেল যোগে গংগারহাট ইপিআর ক্যাম্পে যান। ক্যাম্পের বাঙালি ইপিআরদের অস্ত্রসহ আক্রমণের আহবান জানান। তাঁর আহবানে হাবিলদার লুৎফর রহমান সহ বাঙালি জওয়ানরা ম্যাগজিন লোড করে ও অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে প্রস্তুতি নেয়। এসময় ক্যাম্প কমান্ডার বদরুজ্জামান মিয়া'র নমুনা স্বাক্ষর গ্রহণ করেন, যাতে পরবর্তীতে তাঁর স্বাক্ষরিত পত্র মোতাবেক গোলাবারুদ যা আছে তা যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো যায়। বদরুজ্জামান মিয়া সশস্ত্র বাঙালি ইপিআর জওয়ানদের নিয়ে কুলাঘাটে গিয়ে জানতে পারেন, পাকিস্তানি ইপিআরের দলটি নৌকা যোগে ধরলা নদী পার হয়েছে। তিনিও সবাইকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই ধরলা পার হয়ে আরো

২ কিলোমিটার অগ্রসর হয়ে পলায়নপর দলটির দেখা পান। ওদিকে ইপিআরের দলটিও টের পায় যে, তাদের ফলো করা হচ্ছে। ফলে তারা দ্রুতবেগে চলতে থাকে। চারপাশে মানুষ থাকায় ও সুবিধাজনক পজিশন না পাওয়ায় হামলাও চালানো যাচ্ছে না। অবশেষে তারা পৌঁছায় বিহারী অধ্যুষিত লালমনিরহাট শহরের নেছারিয়া মাদরাসার কাছে। সেখানে দেখা যায় খান সেনাদের সাথে হাত মেলাচ্ছেন চীনপন্থি কমিউনিস্ট নেতা চিত্তরঞ্জন দেব। বদরুজ্জামান মিয়া তাঁর নেতৃত্বে ইপিআরের দলকে সেট করে দ্রুত দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন, "খানরা খুনি, তারা নিরীহ বাঙালিদের হত্যা করে রংপুর সেনানিবাসে পালিয়ে যাচ্ছে। জনতা সরে যান, আমরা গুলি চালাবো।" সাথে সাথে খান সেনারাও পজিশন নেয়। শুরু হয় বৃষ্টির মত গুলি বিনিময়। এরই মাঝে ম্যাগজিন ফুরিয়ে গেলে বদরুজ্জামান ক্রল করে পেছনে গিয়ে একজন জওয়ানের কাছ থেকে দু'টি ম্যাগজিন নিয়ে এলএমজি চালককে দিয়ে ব্রাশ ফায়ার না করে সিঙ্গেল শট নিতে বলেন। কারণ দ্রুত গুলি ফুরিয়ে যাচ্ছে, মৃত্যু আসন্ন। পেছনে সরে এসে লাইন অব ফায়ার পার হয়ে লালমনিরহাটের তরুণ ছাত্র নেতা লুৎফর রহমানকে সাথে নিয়ে তিনি ছুটলেন লালমনিরহাট থানার দিকে। থানায় গিয়ে দেখেন, এত গোলাগুলির মাঝেও পুলিশেরা সবাই থানায় বসে আছে। তিনি তাদের জানান, " বাঙালি ইপিআরদের সাথে খান সেনাদের যুদ্ধ চলছে। আমাদের গুলি প্রায় শেষ। আপনারা আসুন।" কিন্তু তাদের কোন ভাবান্তর না হওয়ায় লুৎফর রহমানকে নিয়ে ধমক দিয়ে ১০-১৫ জনকে টেনে হিঁচড়ে বের করে নিয়ে আসেন। এরই মধ্যে সাথী মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে গুলি চাওয়ার জন্য মাথা উঁচু করলে পাকসেনাদের ছোঁড়া একটি গুলি ইপিআর হাবিলদার লুৎফর রহমানের মাথা ভেদ করে। সেখানেই শহিদ হন তিনি। সেই সাথে খান সেনারা পশ্চাদপসারণ করে। বদরুজ্জামান মিয়া জিআরপি পুলিশকে অনুরোধ করেন

তাদের প্রতিরোধ করতে। তাঁর কথায় জিআরপি পুলিশ গুলি শুরু করে। এদিকে খবর পেয়ে ফুলবাড়ী থানা আওয়ামীলীগ ও সংগ্রাম পরিষদের সম্পাদক ইউনুছ আলী ফুলবাড়ীর তিনটি ইপিআর ক্যাম্পে চৌকিদার বসিয়ে রেখে ক্যাম্প তিনটির সকল বাঙালি জওয়ান ও অস্ত্রশস্ত্র সহ লালমনিরহাটে চলে আসেন। তাদের দেখে দ্বিগুণ উৎসাহে চলতে থাকে যুদ্ধ। জিআরপি পুলিশের সাহসী ভূমিকায় খানসেনারা লালমনিরহাট শহরের খুটামারা দোলার মাঝখানে অবস্থান নিতে বাধ্য হয়। খবর পেয়ে সাপটিবাড়ীর জনতা তাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। খানরা আত্মসমর্পণ করে। বিক্ষুব্ধ জনতা তাদের পিটিয়ে হত্যা করে বন্দি ১১ জন বাঙালি ইপিআরকে উদ্ধার করে। যুদ্ধ শেষে ৬ নং সেক্টরের সম্মুখ যুদ্ধের প্রথম শহিদ ইপিআরের হাবিলদার লুৎফর রহমানের লাশ এনে ফুলবাড়ী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পাশে দাফন করা হয়। ফুলবাড়ীর জনগণ পরম যত্নে বাঁধিয়ে দেয় দেশের প্রয়োজনের মুহূর্তে বুক পেতে দেয়া এ সৈনিকের কবর। তবে আজবধি জানা যায়নি এই বীর মুক্তিযোদ্ধার পারিবারিক ঠিকানা। এতটুকু জানা যায় যে, তাঁর পিতার নাম মৃত সহিদ আলী। তাঁর কথায় নোয়াখালি অঞ্চলের ভাষার টান থাকায় অনেকেই ধারণা করেন তাঁর বাড়ি নোয়াখালী বা ফেনী জেলায় হতে পারে।

লালমনিরহাটের যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে পাক হানাদার বাহিনী ফুলবাড়ীতে আক্রমণ চালাবে বলে প্রতীয়মান হওয়ায় ধরলা নদীকে প্রধান প্রতিরক্ষা ব্যূহ হিসেবে প্রস্তুত করা হয়। কুলাঘাট, ফারীঘাট, কলাখাওয়া ও কাউয়াহাগা ঘাটের সব নৌকা এপারে এনে বেঁধে রাখা হয়। কিছু নৌকা ডুবিয়ে দেয়া হয়, যাতে পাকবাহিনী নৌকা যোগে ধরলা পার হয়ে ফুলবাড়ী আক্রমণ চালাতে না পারে। নদীর সমান্তরালে গরু/মোষের গাড়ী চলতে পারে এমন প্রশস্ত ও গভীর ট্রেঞ্চ খনন করে সার্বক্ষণিক পাহারা বসানো হয়। পাক হানাদার বাহিনী কুলাঘাট, মোগলহাট ও বড়বাড়ি, দিয়ে বারবার আক্রমণ চালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের রাতদিন পাহারা ও নদীর তীরে শক্ত অবস্থানের কারণে তারা বারবার ব্যর্থ হয়।

৮ এপ্রিল রংপুর সেক্টর ঘোষণা করে একে দু'টি সাব.সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। যার একটি পাটগ্রামে, অপরটি ভুরুঙ্গামারী। ভুরুঙ্গামারী সাব সেক্টরের অন্তর্ভূক্ত হয় ফুলবাড়ী থানা। পরবর্তীতে মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠা ও কেন্দ্রীয় ভাবে যুদ্ধ সংহত হলে সারা দেশকে যে ১১ টি সেক্টরে ভাগ করা হয়, তার ৬ নং সেক্টরের সাহেবগঞ্জ সাব সেক্টরের অন্তর্ভূক্ত হয় ফুলবাড়ী। এ সময় বিএসএফের সহযোগিতায় ভারতের বামনহাট, চৌধুরীহাট ও গিদালদহ সহ ভারতের অভ্যন্তরস্থ তৎকালীন পাকিস্তানি ছিটমহল করলায় মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। ফুলবাড়ী থানার নাওডাঙ্গা ইউনিয়নের বালারহাট বাজারের দক্ষিণে বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদ ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র সংলগ্ন স্থানে 'প্রমিলা দেবী মাতৃসদন' নামে একটি ফিল্ড হাসপাতাল খোলা হয়। এই হাসপাতালে ডাঃ আবু বকর সিদ্দিক ও ডাঃ কালিপদ বর্মণ আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করতেন। আকলিমা খন্দকার, কনক প্রভা, মাহমুদা ইয়াসমিন বিউটি, জাহানারা বেগম, শামীমা আক্তার গিনি, পিয়ারী বেগম, মমতাজ পারভিন প্রমুখ নারী মুক্তিযোদ্ধারা এই হাসপাতালে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। পরবর্তীতে শিমুলবাড়ীর মিয়াপাড়ায় ওয়াজেদ আলী মিয়ার বাড়িতেও একটি ফিল্ড হাসপাতাল ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য একটি লঙ্গরখানা স্থাপন করা হয়। বীরপ্রতীক বদরুজ্জামান মিয়া এর ছোট ভাই, অষ্টম শ্রেণির ছাত্র মালেকুজ্জামান মিয়া এতে কোয়ার্টার মাস্টারের দায়িত্ব পালন করেন।

১৪ এপ্রিল পাকবাহিনীর একটি কোম্পানী কুলাঘাট আক্রমণ করে। শত্রুর প্রবল আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধারা পিছিয়ে এসে ফুলবাড়ী থানায় ডিফেন্স নেয় সাব সেক্টরের ডি কোম্পানী। ২৬ এপ্রিল কুলাঘাটে পাক বাহিনীর টহল দলের সাথে মুক্তিবাহিনীর ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। এতে দু'জন পাকসেনা নিহত হয়। ২৮ এপ্রিল সুবেদার আরব আলী ১০ জনের একটি সেকশন নিয়ে রেকি করতে গেলে পাক সেনাদের সাথে সংঘর্ষ হয়। এতেও পাক বাহিনীর ব্যাপক ক্ষতি হয়।

২৬ মে ধরলা নদীর পূর্ব ও উত্তর তীরে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের উপর পাকিস্তানি বাহিনী ভারী অস্ত্রের ব্যাপক আক্রমণ করে। পাটেশ্বরী সিঅ্যান্ডবি ঘাট পার হয়ে পাক বাহিনী নাগেশ্বরী ও পরে ভুরুঙ্গামারীতে প্রবেশ করে। এসময় অনন্তপুর, কাশিপুর সহ ফুলবাড়ী থানার নানা স্থানে গড়ে ওঠে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প। কোচবিহারের দিনহাটায় অ্যাডভোকেট আমানউল্লা, আহম্মদ হোসেন সরকার (মোক্তার), ইউনুছ আলী, হযরত আলী, জয়নাল আবেদীন, তমিজ উদ্দিন, আব্দুস সোবহান ও শুভ্রাংশু চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ফুলবাড়ী যুব শিবির গঠিত হয়। এই যুব শিবিরে ছাত্র যুবকদের অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে পাক বাহিনীর প্রতিরোধের চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়।

২৭ মে নাগেশ্বরী ও ২৮ মে ভূরুঙ্গামারীর পতন ঘটলেও পাকবাহিনী ফুলবাড়ী দখল করতে ব্যর্থ হয়। এসময় নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাটে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে ফুলবাড়ীকে মধ্যবর্তী ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। জুনের মাঝামাঝি সময়ে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে কলাখাওয়া ঘাটের মাঝিকে জিম্মি করে ৫ জন খানসেনা ধরলা নদী পার হয়ে ফুলবাড়ী আক্রমণ করতে আসে।

১ জন খানসেনা ঘাটের মাঝি সহ নৌকায় অবস্থান করে। বাকি ৪ জন ফুলবাড়ীর দিকে অগ্রসর হয়। খবর পেয়ে হামিদুল হক খন্দকার, আব্দুল লতিফ মেম্বার ও আব্দুস সামাদ সহ বেশ কয়েকজন বীর মুক্তিযোদ্ধা তাদের প্রতিহত করতে এগিয়ে যান।

খামারেরবাজার পার হয়ে যেখানে এখন কাসেম সর্দারের ইটভাটা অবস্থিত, সেখানে গুলি বিনিময়ের পর খানসেনারা পশ্চাদপসারণ করে ও ধরলা নদী অতিক্রম করে পালিয়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধারা ভারতীয় বিএসএফের সরবরাহকৃত ৩´´ কামানের গোলা নিক্ষেপ করে বড়বাড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল কাসেম এর বাড়িতে অবস্থিত খানসেনাদের ক্যাম্পে হামলা চালায়। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মুখে তারা ক্যাম্প গুটিয়ে লালমনিরহাট চলে যায়।

২২ জুলাই মোগলহাটে অবস্থানরত পাকিস্তানি ঘাঁটিতে আক্রমণ করে ফেরার পথে পরদিন ভোরে ফুলবাড়ী থানার গোরকমন্ডপের নিকটবর্তী জঙ্গল অতিক্রমের সময় পাকিস্তানীদের পুঁতে রাখা এন্টি পারসোনাল মাইন বিস্ফোরিত হয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা জাকির হাসান চন্দনের একটি পা উড়ে যায়। সাথী মুক্তিযোদ্ধারা তাঁকে উদ্ধার করে ভারতের কোচবিহারে চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করেন। এ সময় শত্রু পাকসেনারা কয়েক দিন পর পর লালমনিরহাট থেকে কুলাঘাট এসে নদী পার হওয়ার চেষ্টা করে। গ্রামে ঢুকে টাকা-পয়সা-গহনা ইত্যাদি লুট করে, মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে। অনেক সময় তাদের ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়। ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে নিরীহ মানুষদের হত্যা করে। আগস্টের ৭/৮ তারিখে ভোর বেলায় কোম্পানী কমান্ডার সিরাজুল ইসলামের নেতৃত্বে ফুলবাড়ীর মুক্তিযোদ্ধার একটি দল ধরলা নদী পার হয়ে তীরবর্তী দুটি গ্রামে গোপনে অবস্থান নেয়। সকাল ১০ টার দিকে ২৫/৩০ জনের খানসেনার একটি দল নদীর তীরের দিকে আসতে থাকে। এ পরিস্থিতিতে মুক্তিযোদ্ধারা চারদিক থেকে পাকবাহিনীকে ঘিরে ফেলে ও অতর্কিতে হামলা চালায়। প্রায় আধা ঘন্টা গুলি বিনিময়ের পর ১০/১২ জন পাক সেনা নিহত হয়, বাকিরা পালিয়ে যায়। মকবুল খান নামে একজন খানসেনাকে জীবিত ধরে ফুলবাড়ীতে আনা হয়। পরে তাকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে সোপর্দ করা হয়।

১২ আগস্ট প্রতিশোধের নেশায় পাকবাহিনীর ৫০/৬০ জনের একটি বড় বাহিনী কুলাঘাট থেকে ভারী অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ফুলবাড়ী দখলের জন্য অগ্রসর হয়। ধরলা নদীর মাঝামাঝি চরে লুকিয়ে থাকা মুক্তিবাহিনীর রাইফেল, এসএলআর, এলএমজি ও ২´´ মর্টার দিয়ে মাঝ নদীতে আক্রমণ করে পাকসেনাদের ২ টি নৌকা ডুবিয়ে দেয়। এতে পাকবাহিনীর সবার সলিল সমাধি ঘটে। ২ দিন পর ১৪ আগস্ট কুড়িগ্রাম সিঅ্যান্ডবি ঘাটে পাকসেনাদের বত্রিশটি লাশ পাওয়া যায়, যাদের সবার পরনে ছিল খাকি পোশাক ও বুট। কোম্পানী কমান্ডার আকরাম হোসেন এ যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের নেতৃত্ব দেন।

১৪ নভেম্বর ভূরুঙ্গামারী ও ২৯ নভেম্বর নাগেশ্বরী থেকে পাক হানাদার বাহিনী পিছু হটার ফলে মুক্তাঞ্চল ফুলবাড়ী সহ গোটা উত্তর ধরলা শত্রু মুক্ত হয়।

১ ডিসেম্বর ফুলবাড়ীর বালাতাড়ী ক্যাম্পেরছড়া গ্রামে আসেন ভারতীয় প্রধান মন্ত্রীর বিশেষ দূত ড.ত্রিগুনা সেন। কুড়িগ্রাম মহকুমা আওয়ামীলীগের সভাপতি আহমদ হোসেন সরকার তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। সেখানে উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধা ও জনতার উদ্দেশ্যে ড. ত্রিগুনা সেন বলেন, "ভারত সরকার শীঘ্রই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করবে।" তাঁর কথামত ঠিকই ৬ ডিসেম্বর ভারত সরকার স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করেন।

৬ ডিসেম্বর মোগলহাট সাব সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন দেলোয়ার হোসেন এর নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী ফুলবাড়ী হয়ে ধরলা নদী পারি দিয়ে লালমনিরহাটের দিকে ধাবিত হলে পাকবাহিনী লালমনিরহাট শহর ছেড়ে চলে যায়। একই দিনে বীর প্রতীক আব্দুল হাই সরকারের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা কুড়িগ্রাম মুক্ত করে। ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল হালিম এর নেতৃত্বে কুড়িগ্রামে বেসামরিক প্রশাসন চালু করা হয়।

ধরলা নদী বেষ্টিত গোটা ফুলবাড়ী থানাটিই মুক্তাঞ্চল হওয়ায় এবং বিপুল সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধার তৎপরতা থাকায় এখানে শান্তি কমিটি বা রাজাকার বাহিনী গঠিত হয়নি এবং তাদের কোনরূপ তৎপরতাও প্রকাশ্যে পরিলক্ষিত হয় নি। তবে ২৪ মে ১৯৭১ তারিখে কুড়িগ্রামে মহকুমা শান্তি কমিটি গঠিত হলে, তাতে ফুলবাড়ীর ভাঙ্গামোড়ের দেওয়ান আবুল হোসেনকে এর সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল। সারাদেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে শান্তি কমিটি গঠন ও শান্তি কমিটির মাধ্যমে রাজাকার, আলবদর, আল শামস ও ইপিক্যাফ বাহিনী গঠিত হলেও মুক্তাঞ্চল ফুলবাড়ীর ৬ টি ইউনিয়ন তা থেকে মুক্ত ছিল। এদিকে গোরকমন্ডপ থেকে অনন্তপুর পর্যন্ত ভারতীয় সীমান্ত, অন্য দিকে গোরকমন্ডপ থেকে রাঙ্গামাটি পর্যন্ত ধরলা নদী বেষ্টিত থাকায় এই বিস্তীর্ণ এলাকাটি হানাদার বাহিনী কখনই দখল করতে পারেনি। পূর্ব দিকে নাগেশ্বরীর রামখানা, গাগলা, নেওয়াশী, হাসনাবাদ পর্যন্ত পাকবাহিনীর দখলে থাকলেও তারা বারবার চেষ্টা করেও ফুলবাড়ী দখল করতে পারে নি।

মুক্তাঞ্চল ফুলবাড়ীর মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সংগঠক মোঃ বদরুজ্জামান মিয়া যুদ্ধ চলাকালে ৬নং সেক্টরের একজন কোম্পানী কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দেশ স্বাধীনের প্রাক্কালে তাঁকে উইং কমান্ডার হিসেবে পদোন্নতি দেয়া হয়। কুলাঘাট সম্মুখ যুদ্ধে তাঁর বলিষ্ঠ পদক্ষেপের কারণে পাকবাহিনী চরমভাবে পরাজিত হয়। তাঁর নেতৃত্বে পাক বাহিনীর প্রতিরোধে ফুলবাড়ীর পূর্ব দিকের গাগলা ও গংগারহাট ব্রিজ ধ্বংস করা হয়। এছাড়া মোগলহাট, পাটেশ্বরী, আন্ধারীঝাড় ও বাগভান্ডারে সংঘটিত সম্মুখ যুদ্ধে

তাঁর কোম্পানী বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। পুরো নয় মাস গোটা ফুলবাড়ী থানাকে পাক হানাদার মুক্ত রাখার সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে 'বীর প্রতীক' খেতাবে ভূষিত করা হয়। যুদ্ধের পর তিনি ৩০ জুলাই ১৯৭৩ তারিখে বাংলাদেশের প্রথম ব্যাচের প্রশাসন ক্যাডার কর্মকর্তা হিসেবে সরকারি চাকুরিতে যোগ দেন এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের সচিব হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। ০৫ জুন ২০১২ তারিখে চিকিৎসাধীন অবস্থায় জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে তিনি পরলোকগমন করেন। মিয়াপাড়া মসজিদের পাশে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

ফুলবাড়ী থানার শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধার তালিকা ঃ

ক্রমিক	নাম ও পিতার নাম	ঠিকানা
০১	শহিদ মোজাম্মেল হক খন্দকার পিতা ঃ মৃত আবুবকর খন্দকার	ফকিরপাড়া, শিমুলবাড়ী ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।
০২	শহিদ সজর উদ্দিন পিতা ঃ মৃত সাজউদ্দিন	চন্দ্রখানা, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।
০৩	শহিদ লুৎফর রহমান (ইপিআর) পিতা ঃ মৃত সহিদ আলী	জেলা ঃ নোয়াখালী
০৪	শহিদ আলী হোসেন পিতা ঃ অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
০৫	শহিদ শাহ আলম পিতা ঃ অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

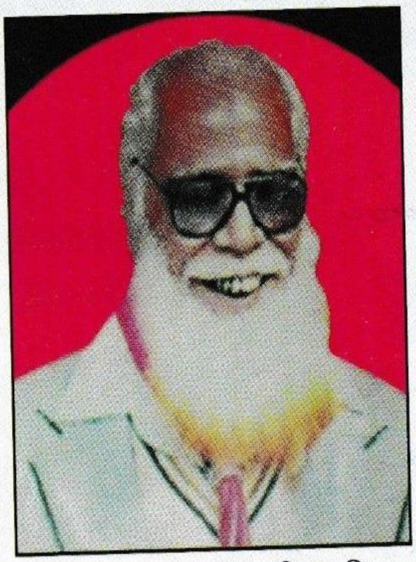

মো.বদরুজ্জামান মিয়া, বীর প্রতীক

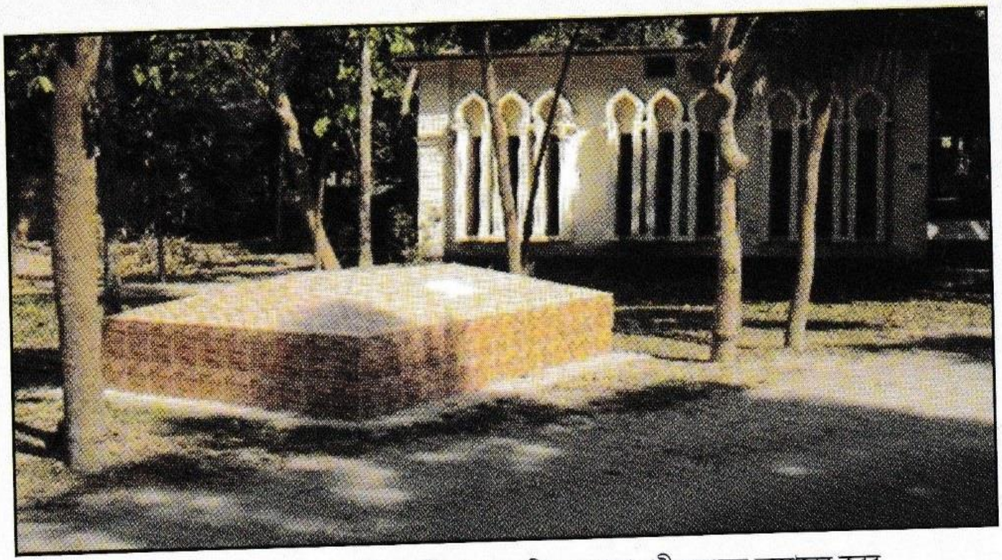

ফুলবাড়ী (কুড়িগ্রাম): ফুলবাড়ী কেন্দ্রী জামে মসজিদের পাশে শহীদ লুৎফর রহমানের কবর

তথ্যসূত্র ঃ

১। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি - মোঃ বদরুজ্জামান মিয়া, বীর প্রতীক।
২। উত্তর রণাঙ্গনে বিজয় - আখতারুজ্জামান মন্ডল।
৩। মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস ঃ রংপুর - এস.এম. আব্রাহাম লিংকন।
৪। কুড়িগ্রাম জেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি - মোস্তফা তোফায়েল হোসেন।
৫। কুড়িগ্রাম জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য - রশিদুল হাসান।
৬। মুক্তিযুদ্ধে রঙ্গপুর - রঙ্গপুর গবেষণা পরিষদ।
৭। মোঃ আমীর আলী, দপ্তর সম্পাদক, ফুলবাড়ী থানা সংগ্রাম পরিষদ।

॥ ফুলবাড়ী থানা সংগ্রাম পরিষদ ॥

No. 37 dt 25.6.71 তাং 25.6.71

To
Mr. Abul Hossain M.P.A
Now at Okrabari - India.

Sub:- Statement showing necessary Particulars of schools and College Teachers of Fulbari - Lalmonirhat Zone.

As desired, I am sending here with the above statement showing therein, various particulars of Teachers of Primary and Secondary schools and Colleges of aforesaid Ilaka who have taken refuge in India for further action at your end.

Enclos:-
1) Statement of Primary Teachers .... 7 (Seven) sheets
2) Statement of secondary school Teachers. 2 (two) sheets
3. Statement of College Teachers. 1 one sheet.

[illegible] 25/6/71

সম্পাদক
ফুলবাড়ী থানা সংগ্রাম পরিষদ

২৫.০৬.১৯৭১ খ্রিঃ তারিখে তৎকালীন এমপিএ জনাব আবুল হোসেন কে লেখা ফুলবাড়ী থানা সংগ্রাম পরিষদের দায়িত্ব প্রাপ্ত সম্পাদক জনাব শামসুল হক সরকার স্বাক্ষরিত চিঠি।

॥ ফুলবাড়ী থানা সংগ্রাম পরিষদ ॥

তাং 25.6.71

জনাব আবুল হোসেন
এম, পি, এ মহোদয়,

আপনার নির্দেশিত মত শিক্ষকদের তালিকা — ১। পাঠান হইল। যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাঠাইবেন। ইতি

আপনার — [illegible]

সঃ
ফুলবাড়ী থানা সংগ্রাম পরিষদ

২৫.০৬.১৯৭১ খ্রিঃ তারিখে তৎকালীন এমপিএ জনাব আবুল হোসেন কে লেখা ফুলবাড়ী থানা সংগ্রাম পরিষদের দায়িত্ব প্রাপ্ত যুগ্ম-সম্পাদক জনাব আবুল হোসেন প্রামানিক স্বাক্ষরিত চিঠি।

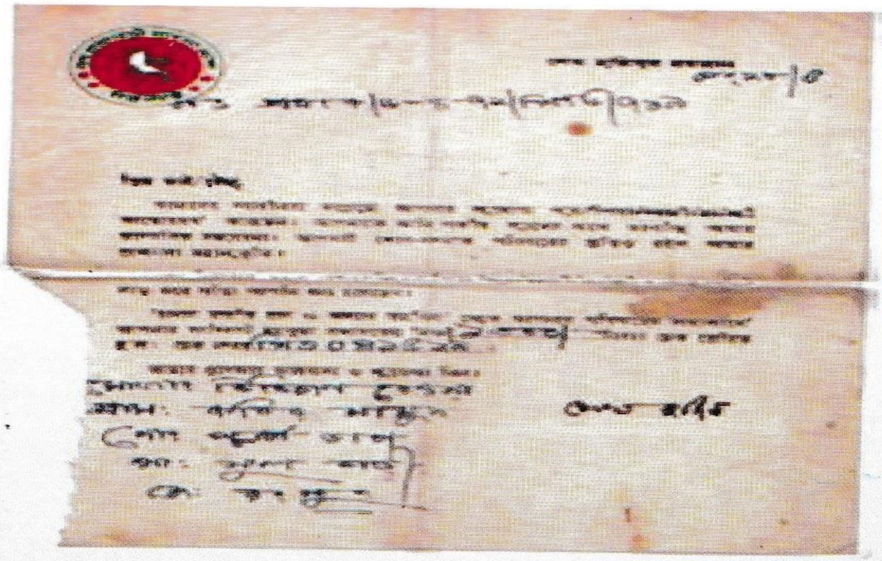

মহান মুক্তিযুদ্ধে ফুলবাড়ীর শহীদ শমসের আলীর মাতা মোছাঃ বিবিজন বেওয়া কে লেখা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমবেদনা পত্র।

C-A 041529

সোনালী ব্যাংক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাক্ষরিত শহীদ শমসের আলীর পরিবারের জন্য একটি চেক।

১.৭ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব

মোঃ বদরুজ্জামান মিয়া(বীর প্রতীক)ঃ ১৯৪৪ সালের ১ নভেম্বর মিয়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহল করেন। তাঁর পিতা নজিরম্নজ্জামান মিয়া(বিএবিটি) ফুলবাড়ী জছিমিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক ছিলেন। বদরম্নজ্জামান মিয়া প্রথম জীবনে ফুলবাড়ী জছি মিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে কিছু দিন শিক্ষকতা করেন। ১৯৭১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। ০৯ মার্চ বিশ্ব বিদ্যালয় এলাকায় পাকবাহিনী গোলাবর্ষন করলে তিনি পায়ে গুলি বিদ্ধ হয়ে গ্রামে বাড়ীতে চলে আসেন। ১২ মার্চ তিনি বালারহাট বাজারে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও ছাত্র-জনতাকে নিয়ে একটি সভা করেন। সভায় উপস্থিত সকলের কাছে তিনি মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। এরপর তাঁর নেতৃত্বে নাওডাঙ্গা ইউনিয়নে সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। এ সময় তিনি স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নিয়ে একটি ইউনিট গঠন করেন। একই সময়ে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে একটি ইয়ুথ ক্যাম্প গঠিত হয়। এই ইয়ুথ ক্যাম্প ও যুদ্ধ পরিচালনার সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন বদরম্নজ্জামান মিয়া। তিনি ৬নং সেক্টরের অধীনে একজন কোম্পানী কমান্ডার ছিলেন। ফুলবাড়ী থানাকে সত্রম্নমুক্ত রাখার ক্ষক্ষত্রে তিনি অগ্রণী ভূমিকাপালন করেন। এছাড়া তিনি নাগেশ্বরী ও ভূরম্নঙ্গামারী এলাকায় অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ফুলবাড়ী থানার কুলাঘাট নামক স্থানে পাকবাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সংঘঠিত সম্মুখ যুদ্ধে বদরম্নজ্জামান কোম্পানীর বলিষ্ঠ পদক্ষক্ষপের কারণে পাকবাহিনী চরমভাবে পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে পাকবাহিনী ও রাজাকারদের ২৬-৩০ জন সদস্য নিহত হয়। বদরম্নজ্জামান মিয়া এই যুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদান করেন। পাকসেনারা যাতে ফুলবাড়ী থানায় প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য বদরম্নজ্জামানের নেতৃত্বে সেকশন কমান্ডার শাহজাহান আলী গংগারহাট ব্রিজ ও গাগলা ব্রিজ ধ্বংস করেন। এ ছাড়া আন্ধারীর ঝাড় ও বাগভান্ডারে সংঘঠিত সম্মুখ যুদ্ধে বদরম্নজ্জামান কোম্পানীর গুরম্নত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার জন্য তিনি বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত হন।

যুদ্ধের পর তিনি লেড়া শেষ করে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলের অধীনে চাকুরীতে যোগদান করেন। চাকুরীরত অবস্থায় তিনি পেশাগত কাজে দক্ষতা বাড়ানোর জন্য উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে রাশিয়ায় যান। ১৯৭৫ সালে তিনি পাবলিক সার্ভিস কমিশনে যোগদান করেন। ২০০২ সারের ১ নভেম্বর তিনি বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন(বিসিক) এর সচিবের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ২০০১ সালে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি শিরোনামে তাঁর রচিত একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

১.৮। ফুলবাড়ী উপজেলা পরিষদের প্রশাসনিক কাঠামো ও জনবল সংখ্যা:

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	বর্তমানে কর্মরত	শূন্য পদ
০১.	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	১	১	নাই
০২.	ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	১	১	নাই
০৩.	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	১	১	নাই
০৪.	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	১	১	নাই
০৫	জীপগাড়ি চালক	১	১	নাই
০৬.	অফিস সহায়ক	২	২	নাই

১.৯ ফুলবাড়ী উপজেলার মৌলিক তথ্যাবলি (উপজেলার জনসংখ্যাতাত্ত্বিক, আর্থ-সামাজিক মৌলিত তথ্য ও উপাত্ত)

- থানার সৃষ্টি ঃ ০৬-০৫-১৯১৪ খ্রি.। জমির পরিমাণ ঃ ২.৫৬২ একর
- সীমানা ঃ উত্তরে ভারতের কোচাবিহার, দক্ষিণে কুড়িগ্রাম সদর, পূর্বে নাগেশ্বরী উপজেলা ও পশ্চিমে লালমনিরহাট জেলা
- আয়তন ঃ ৩৮৭০১.০০ একর, ১৬৩.৫ বর্গ কিঃ মিঃ।
- ইউনিয়নের সংখ্যা ঃ ০৬টি (নাওডাঙ্গা, শিমুলবাড়ী, ফুলবাড়ী, বড়ভিটা, ভাঙ্গামোড় ও কাশিপুর)।
- দূর্গম ইউনিয়নের সংখ্যা ঃ ০৪টি ((নাওডাঙ্গা, শিমুলবাড়ী, বড়ভিটা ও ভাঙ্গামোড়)।
- ডাকবাংলোর অবস্থা ঃ ০১ টি সরকারি ও ০১টি বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক কর্তৃক পরিচালিত।
- জেলা সদর হতে উপজেলা সদরের দুরত্ব এবং সচরাচর ব্যবহৃত যানে যাতায়াতের সময় ঃ ৪৫ কিঃ মিঃ, সময় ঃ ২ ঘন্টা (প্রায়)
- উপজেলা অফিসসমূহে ব্যবহৃত কম্পিউটারের সংখ্যা ঃ ৫০ টি।
- উপজেলা এলাকার সংসদ সদস্যের নাম ঃ আলহাজ্ব পনির উদ্দিন আহমেদ।
- মৌজার সংখ্যা ঃ ৫০ টি।
- গ্রামের সংখ্যা ঃ ১৬৭ টি।
- জনসংখ্যা ঃ
  - পুরুষ ঃ ৮১৯৬৪ জন।
  - মহিলা ঃ ৮৪৮১৫ জন।
- ভোটারের সংখ্যা ঃ ১১৯৭১৪ জন।
  - পুরুষ ঃ ৫৮২৪২ জন।
  - মহিলা ঃ ৬১৪৭২ জন।
- প্রধান পেশা ঃ কৃষি নির্ভর (পাশাপাশি শিল্প ও বানিজ্য রয়েছে)।
- নদ-নদীরসংখ্যা ঃ ০৩ টি (ধরলা, নীলকুমর ও বারোমাসিয়া)

উপজেলার জনসংখ্যাতাত্ত্বিক, আর্থ-সামাজিক মৌলিত তথ্য ও উপাত্ত	
জনসংখ্যার ঘনত	
বাসিন্দা	১৬৬৭৭৯ জন (২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী)
উল্লেখযোগ্য নদী	ধরলা, নিলকুমর
ফায়ার সার্ভিস	০১ টি
ডাকঘর	০১টি
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ	০১টি
ব্যাংক শাখা	৬টি
খাদ্য গুদাম	০৩টি
সার্ভার ষ্টেশন	০১টি
বিওপি'রসংখ্যা	০৬টি (সীমানা পিলার নং- ৯২৯ হতে ৯৩৯ পর্যন্ত)
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক তথ্য	
মুক্তিযোদ্ধা সংসদ	০১টি
গেজেটভূক্ত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা	৪৭০ জন
ভূমি বিষয়ক তথ্য	
উপজেলা ভূমি অফিস	**১ টি**
ইউনিয়ন ভূমি অফিস	**৬ টি**
মৌজার সংখ্যা	৫০ টি

খাস জমির পরিমাণ	২৭৯২.২২ একর
বন্দোবস্তকৃত খাস জমি	১০৬৪.৫৩ একর
অর্পিত সম্পত্তির পরিমাণ	২০৪.৩৬ একর
হাট-বাজারের সংখ্যা	১২ টি
উল্লেখ্যযোগ্য হাট-বাজার	০৫ টি
জলমহালের সংখ্যা	৬৫টি
আবাসন প্রকল্প	০৫টি
গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প	০৬ টি
ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প	
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	২টি
অটো রাইস মিল	২ টি
ইটভাটা	৫ টি
ধর্মিও প্রতিষ্ঠান	
মসজিদ	৩৯৪ টি
মন্দির	৯০ টি
কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক তথ্যাবলী	
আবাদযোগ্য জমি	১২,৯৫৬.০০ হেক্টর
নিট আবাদি জমি	১২০৩৩.০০ হেক্টর
মোট কৃষক পরিবার	১,২৫,৫৭৫জন
কৃষকের শ্রেণি বিন্যাস	
ভূমিহীন	১৬,৩০৯ জন
প্রান্তিক	৪০,৩৮০ জন
ক্ষুদ্র	৫৫,৮৮৯ জন
মাঝারি	১২,২০৬জন
উঁচু	৭৯১ জন
মোট	১,২৫,৫৭৫ জন
কৃষি জমির শ্রেণি বিন্যাস	০০
এক ফসলি জমি	৫৩৬৫.৭০ হেক্টর
দু'ফসলি জমি	২১,০৪৮.৫০ হেক্টর
তিন ফসলি জমি	১৬,১১৪.৩৫ হেক্টর
তিনের অধিক ফসলি জমি	১৩৮৪.৭০ হেক্টর
মোট ফসলি জমি	৪৩,৯১৩.২৫ হেক্টর
শস্যের নিবিড়তা (%)	২৪.৬%
কৃষি ব্লক	৫১ টি
বিসিআইসি সার ডিলার	১৭ টি
বিএডিসি বীজ ডিলার	২০টি
পেস্টিসাইড ডিলার	পাইকারী - ২২ , খুচরা- ৪৫০
প্রধান প্রধান উচ্চমূল্যের ফসল (Major High value Crops)	ধান, গম, সবজি, আলু ও ভুট্টা
সম্ভাবনাময় ফসল (Prospective Crops)	ধান
সরকারি পুকুর	১৬ টি
বেসরকারি পুকুর	৯৬৫১ টি
বানিজ্যিক মৎস্য খামার	২৪১ টি
সরকারি বিল	৪৮ টি
বেসরকারি বিল	০৩ টি
বেসরকারি প্লাবনভূমি	৩৫
খাল	০১ টি
নদী	০৩ টি

ধানক্ষেতে মাছ চাষ	৬৬০
বেসরকারি হ্যাচারীর সংখ্যা	০৮ টি
মৎস্য অভয়াশ্রম	০৪ টি
মৎস্য চাষির সংখ্যা	৯০৭৫ জন
মৎস্য চাষির সমিতি	২৬ টি
মৎস্যজীবীর সংখ্যা	২৯৫৩ জন
মৎস্যজীবী সমিতি	২১ টি
পশু চিকিৎসা কেন্দ্র	০১ টি
কৃত্রিম প্রজনন উপ-কেন্দ্র	০৪ টি
কৃত্রিম প্রজনন পয়েন্টে	২৮ টি
বায়ো গ্যাস প-্যান্ট	১১২ টি
দুগ্ধ উৎপাদন সমিতি	০১ টি
গাভীর খামার	১৪৩৮ টি
ছাগল খামারের সংখ্যা	২৫২ টি
ভেড়ার খামারের সংখ্যা	৪১ টি
লেয়ার খামার	০২টি
ব্রয়লার খামার	১০টি
হাঁস খামার	১৩ টি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য	
বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৮ টি
নিম্মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৮ টি
মাদ্রাসা	১৮ টি
এবতেদায়ী মাদ্রাসা	৯ টি
বেসরকারী স্কুল এন্ড কলেজ	০৩ টি
সরকারী কলেজ	১ টি
বেসরকারী কলেজ	৫ টি
টেকনিকেল ও বিজনেজ ম্যানেজমেন্ট কলেজ	০২ টি
জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার কেন্দ্র	০৬ টি
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৬ টি
উপজেলা রিসোর্স সেন্টার	০১টি
শিক্ষার হার	৪৭.৮%
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক তথ্যাবলী	
উপজেলা হাসপাতাল	০১ টি
শয্যা সংখ্যা	৫০ টি
ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র	৫টি
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কেন্দ্রঃ	৬টি
এ্যাম্বুলেন্স	০২টি
কমিউনিটি ক্লিনিক	২৬টি
সমাজসেবা, মহিলা বিষয়ক, সমবায় ও যুব উন্নয়ন বিষয়ক তথ্যাবলী	
মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা প্রাপ্ত সংখ্যা	৪৭০ জন
বয়স্ক ভাতা প্রাপ্ত সংখ্যা	৬২৯৭ জন
প্রতিবন্ধি ভাতা প্রাপ্ত সংখ্যা	৩০৩৩ জন
প্রতিবন্ধি শিক্ষা উপবৃত্তি ভাতা প্রাপ্ত সংখ্যা	১৮৫ জন
বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা মহিলা ভাতা প্রাপ্ত সংখ্যা	৩০৪৩ জন
নিবন্ধনকৃত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা	২৮ টি
এতিমখানা	৪ টি
এনজিও সংখ্যা	১২ টি

মাতৃত্বকালীন ভাতাভোগীর সংখ্যা	৫৪০ জন
ভিজিডি উপকারভোগীর সংখ্যা	৫৭৯৯ জন
যোগাযোগ বিষয়ক তথ্যাবলী	
জেলা সদর হতে উপজেলা সদরের দূরত্ব	৪৫ কিঃ মিঃ
মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য	৩৯৪ কিঃ মিঃ
উপজেলার রাস্তা	৮৭.৩৬ কিঃ মিঃ
পাকা রাস্তা	১৬৩ কিঃ মিঃ
কাচা রাস্তা	২২৯ কিঃমিঃ
হেরিং বোন/ডব্লিউবিএম রাস্তা	৫ কিঃ মিঃ
ব্রীজ/পুল/কালভার্ট	৩৭৩ টি

- আনসার ও ভিডিপি সংক্রান্ত তথ্য ঃ ভিডিপি সদস্য-১৫০০ জন, আনসার সদস্য-৭০০ জন।
- প্রধান প্রধান ফসল ঃ ধান, পাট, আখ, সরিষা, ডাল, চিনাবাদাম, শাক-সবজি, পিয়াজ, রসুন, আদা, আলু, হলুদ,মরিচ, তামাক, গম ইত্যাদি।
- প্রধান প্রধান ফল ঃ আম, কাঁঠাল, কলা, লিচু, পেঁপে, জাম, পেয়ারা, লেবু, ইত্যাদি।
- ডাকঘর ঃ ০৯ টি।
- টেলিফোন অফিস ঃ ০১ টি।
- পল্লী বিদ্যুৎ অভিযোগ কেন্দ্র ঃ ০১ টি।
- উপজেলা ভূমি অফিস ঃ ০১ টি।
- ইউনিয়ন ভূমি অফিস ঃ ০৬ টি।
- মোট কৃষি জমির পরিমাণ ঃ ১২৯৫৬.০০ হেক্টর।
- আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ঃ ১২০৩৩.০০ হেক্টর।
- সেচযোগ্য জমির পরিমাণ ঃ ১১৫০০.০০ হেক্টর।
- সেচযোগ্য জমির পরিমাণ ঃ ১০০৫.০০ হেক্টর।

একনজরে নির্মিত শেখ হাসিনা ধরলা সেতুর তথ্য ঃ

০১	প্রকল্পের নাম	ঃ	কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প।
০২	বাস্তবায়ন কাল	ঃ	জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত।
০৩	চুক্তি মূল্যা	ঃ	১৯১,৭৬,৬৩,২২৩.৫৮ (একশত একানব্বই কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ তেষট্রি হাজার দুইশত তেইশ টাকা আটান্ন পয়সা মাত্র)
	মূল ব্রীজ নির্মাণ	ঃ	টাকা ১৩৩,৭২,৫৬,৯০৬.০৬
	ফুলবাড়ী অংশে সংযোগ সড়ক নির্মাণ	ঃ	টাকা ৪,৭৬,০১,৮১৫.০৬
	লালমনিরহাট অংশে সংযোগ সড়ক নির্মাণ	ঃ	টাকা ৮,৮৩,৮৭,৩৫২.৪৭
	সেতু বিদ্যুতায়ন ও আলোকিতকরণ	ঃ	টাকা ৮৫,৭২,১৫০.০০
	নদী শাসন	ঃ	টাকা ৪৩,২৮,৪৫,০০০.০০
০৪	কাজ শুরুর তারিখ	ঃ	২৪/০৪/২০১৪ ইং
০৫	কাজ সমাপ্তির তারিখ	ঃ	৩০/০৬/২০১৭ ইং
০৬	ব্রীজের বিবরণ	ঃ	
	দৈর্ঘ্য	ঃ	৯৫০ মিটার (৩১১৬ ফুট), লেনঃ ডাবল
	প্রস্থ	ঃ	৯.৮ মিটার (৩২ ফুট)
	বহন পথ	ঃ	৭.৩২ মিটার (২৪ ফুট)
	যাত্রী পারাপার পথ	ঃ	১.০০ মিটার (উভয় পার্শ্বে)
	স্প্যান	ঃ	১৯ টি
	Pier এর সংখ্যা	ঃ	১৮ টি
	প্রতিটি স্প্যান এর দৈর্ঘ্য	ঃ	৫০ মিটার।
	পাইলের সংখ্যা	ঃ	২৪০ টি।
	পাইলের দৈর্ঘ্য	ঃ	৩৮ হতে ৪২ মিটার।

	পাইলের Dia	ঃ	১০০০ হতে ১২০০ মিঃ মিঃ।
	MinM Vertical Clearance	ঃ	৭.৬২ মিটার।
০৭	নদী শাসন	ঃ	ফুলবাড়ী অংশে ১২৮৮ মিটার, লালমনিরহাট অংশে ২১৮৮ মিটার
০৮	জমি অধিগ্রহণের পরিমাণ	ঃ	১৩.৬৫৬ একর (ফুলবাড়ী অংশে ২.৯৬ একর, লালমনিরহাট অংশে ১০.৬৯৬ একর)
০৯	সংযোগ সড়ক	ঃ	২৮৭২ মিটার (ফুলবাড়ী অংশে ৮৪২ মিটার, লালমনিরহাট অংশে ২০৩০ মিটার)
১০	বৃক্ষরোপণ	ঃ	৩ কিঃ মিঃ।
১১	উপকারভোগী উপজেলা	ঃ	কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী, নাগেশ্বরী ও ভুরুঙ্গামারী এবং লালমনিরহাট জেলার সদর উপজেলা।

১.১০: বিভাগ ভিত্তিক তথ্য

এক নজরে ফুলবাড়ী উপজেলার কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের তথ্য:

১। **অফিসের নাম:** উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

২। **অফিস পরিচিতি:** প্রতিটি উপজেলায় একটি করে উপজেলা কৃষি অফিস রয়েছে। এই অফিসটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অধীন পরিচালিত ও জেলার উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

৩। **অফিসের কার্যক্রম:** উপজেলা কৃষি অফিসের ভূমিকা হচ্ছে একটি যথাযথ কৃষি সম্প্রসারণ কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধি ও কৃষক পর্যায়ে চাহিদা ভিত্তিক সেবার মান নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে উপজেলা কৃষি অফিসের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে:

- উচ্চমূল্য শস্য উৎপাদন ও শস্য বহুমুখীকরণসহ বাণিজ্যিক কৃষি উন্নয়নে পরামর্শ প্রদান;
- উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ, লাগসই কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার এবং মডেল কৃষি খামার স্থাপনে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান;
- সার, বীজ ও সেচসহ আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির প্রাপ্তিস্থান ও ব্যবহার বিষয়ক পরামর্শ প্রদান;
- দানাদার ফসল, পাট, ফল ও শাকসবজিসহ অন্যান্য ফসল উৎপাদনে পরামর্শ প্রদান;
- ভূ-উপরিস্থিত পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সেচ ও পানি নিষ্কাশনের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;
- কৃষি বিষয়ক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান;
- বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে কৃষিতে বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান;
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে এবং মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার ও গ্রহণে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান;
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান
- এবং কৃষি পরামর্শ কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে ব্লক পর্যায়ে কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে কৃষকদের প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান।

অফিস প্রধানের পদবি: উপজেলা কৃষি অফিসার।

৪। **সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার):** উপজেলা কৃষি **কর্মকর্তার কার্যালয়, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম এর সিটিজেন চার্টার**

সেবা গ্রহিতা	ক্রমিক নং	সেবার বিবরণ	সেবা প্রদানের জন্য সময়	আপিলের জন্য
১	২	৩	৪	৫
কৃষক/কৃষকদল, আইপিএম/আইসিএম ক্লাবের সদস্য, কৃষি উদ্যোক্তা, কৃষি পণ্য উৎপাদনকারী অর্গানাইজেশন, সিআইজি,বিভিন্ন সরকারী/ বেসরকারী সংস্থা।	১	কৃষি বিষয়ক পরামর্শ প্রদান	৩ কর্মদিবস	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা, অত্র দপ্তর
	২	আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি		অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা, অত্র দপ্তর
	৩	চাহিদা মাফিক প্রশিক্ষণ, প্রদর্শণী, মাঠদিবস ও দলীয় সভা আয়োজন	৭-১৫ কর্মদিবস	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা, অত্র দপ্তর
	৪	ফসলের নতুন জাতের সম্প্রসারন	৭-১৫ কর্মদিবস	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা, অত্র দপ্তর
	৫	কৃষি যান্ত্রিকীকরণে সরকার নির্ধারিত ভর্তুকীমূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি প্রদান	৪৫ কর্মদিবস	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা, অত্র দপ্তর
	৬	যোগ্য সিআইজি গ্রুপে এগ্রিকালচারাল ইনোভেসন ফান্ড প্রদান	৪৫ কর্মদিবস	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা, অত্র দপ্তর
	৭	কৃষি উদ্যোক্তা গ্রুপ গঠন ও ব্যবসাভিত্তিক কৃষি খামার স্থাপনে পরামর্শ প্রদান	৭ কর্মদিবস	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা, অত্র দপ্তর
	৮	আইপিএম স্কুল পরিচালনা	১৪ কর্মদিবস	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা, অত্র দপ্তর
	৯	বিনামূল্যে ফুট পাম্প স্প্রেয়ার, বীজের আদ্রতা ও অঙ্কুরোদগম পরীক্ষার সেবা প্রদান	৩ কর্মদিবস	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা, অত্র দপ্তর
	১১	কৃষি বিষয়ক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান।	৩ কর্মদিবস	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা, অত্র দপ্তর

	১৪	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান।	৩ কর্মদিবস	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা, অত্র দপ্তর
	১৫	কৃষক তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে ব্লক পর্যায়ে কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে কৃষকদের প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান।	৩ কর্মদিবস	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা, অত্র দপ্তর
	১৬	কৃষি ব্যবসা ও বিপণনের প্রসার ঘটানো ও ফসল কর্তনোত্তর ক্ষতি কমানো এবং যেসব শ্রমজীবি মানুষ কৃষি ব্যবস্থাকে পেশা হিসেবে নিতে চান তাদেরকে কারিগরি শিক্ষা প্রদান।	৩ কর্মদিবস	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা, অত্র দপ্তর
	১৭	দুর্যোগকালীন করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ।	তাৎক্ষণিক	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা, অত্র দপ্তর

- **সেবা প্রদানের ন্যূনতম সময়সীমা: সকাল ০৯:০০ টা থেকে বিকাল ০৫:০০ টা। (জরুরী অবস্থায় সার্বক্ষণিক)**
- **সেবা প্রদানের আইনগত ফি/ব্যয়: নাই।**

৫। গত ৫ বছরে কি কি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছিল?

ক্রমিক নং	গ্রহনকৃত প্রকল্পের নাম	কর্ম এলাকা	উপকারভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দের পরিমান	মন্তব্য
১	সমন্বিত কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরন প্রজেক্ট (আইএপিপি)	সকল ইউনিয়ন/ পৌরসভা	২১০০	৩০০	
২	এনএটিপি	সকল ইউনিয়ন/ পৌরসভা	২৪০০	২৫০	
৩	আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে ধান, গম পাট বীজ উৎপাদন,সংরক্ষণ ও বিতরন প্রকল্প	সকল ইউনিয়ন/ পৌরসভা	১০০০	১৫	
৪	খামার যান্ত্রিকীকরণ	সকল ইউনিয়ন/ পৌরসভা	১০,০০০	১২৫	
৫	চরাঞ্চলে নিরাপদ মাঁষিট কুমড়া উৎপাদন	টেপামধুপুর, বালাপাড়া	২০০	২	
৬	আইএএনএফপি	সকল ইউনিয়ন/ পৌরসভা	৫০০০	৭০	
৭	আইপিএম	সকল ইউনিয়ন/ পৌরসভা	১০,০০০	৪০	
৮	আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে ডাল,তেল ও পেয়াজ বীজ উৎপাদন,সংরক্ষণ ও বিতরন প্রকল্প	সকল ইউনিয়ন/ পৌরসভা	১০০০	১৫	

এক নজরে ফুলবাড়ী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের তথ্য

১। অফিসের নাম ঃ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস,মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।

২। অফিস পরিচিতি ঃ প্রতিটি উপজেলায় একটি করে মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস রয়েছে । এই অফিসটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত আঞ্চলিক উপ-পরিচালক ও জেলা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

৩। অফিস কার্যক্রম ঃ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হল - মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার্থীর উপবৃত্তি বিতরণ, প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্ব করা, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিংবডি/ম্যানেজিং কমিটি গঠনে দায়িত্ব পালন করা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও মনিটর করা, পাবলিক পরীক্ষা সমন্বয় করা, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সংরক্ষণ ও বিতরণ করা, নির্ধারিত ফরমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উপবৃত্তির জন্য শিক্ষার্থী তথ্য সরবরাহ করলে যাচাই- বাছাইয়ের পর কোটা অনুসারে বরাদ্দ দেওয়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কাজ তদারকি করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাময়িক, বার্ষিক ও নির্বাচনী পরীক্ষা অনুষ্ঠান সমন্বয় করা, জঙ্গী বিরোধী সভা, মাদক বিরোধী সভা, বাল্য বিবাহ বিরোধী সভা, ইভটিজিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত সভা, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি নবায়নের জন্য পরিদর্শন করা ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আয়-ব্যয় নিরীক্ষা করা ।

৪। **অফিসের জনবল কাঠামো ঃ** অফিসের প্রধানের পদবী- উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, তাঁকে সহায়তার জন্য ০১জন সহকারি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, ২জন ৩য় শ্রেণীর ও ২জন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী।

৫। **সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার)ঃ**

- ❑ বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সংরক্ষণ ও বিতরণ করা।
- ❑ প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্ব করা।
- ❑ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিংবডি /ম্যানেজিং কমিটি গঠনে দায়িত্ব পালন করা।
- ❑ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করা।
- ❑ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও মনিটর করা।
- ❑ স্টুডেন্ট কেবিনেট নির্বাচন বাস্তবায়ন করা।
- ❑ পাবলিক পরীক্ষা সমন্বয় করা।
- ❑ শিক্ষক /কর্মচারীদের এমপিও অনলাইনে যাচাই পূর্বক প্রেরণ।
- ❑ মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার্থীর উপবৃত্তি বিতরণ।
- ❑ দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক বিভন্ন কর্মসূচী, সততা ষ্টোর ও সততা সংঘ বাস্তবায়ন।
- ❑ বিভিন্ন এনজিও এর কর্মসূচী বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান।
- ❑ যে কোন অভিযোগ পাওয়ার সর্বোচ্চ ৭ দিনের মধ্যে তদন্ত সাপেক্ষে নিষ্পত্তি করা।
- ❑ শিক্ষক /কর্মচারী নিয়োগের পূর্বে জনবল কাঠামো অনুসারে প্রাপ্যতার সনদ প্রদান।
- ❑ শিক্ষামন্ত্রণালয় /সরকারের নির্দেশনা অনুসারে যে কোন দায়িত্ব পালন করা।
- ❑ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের কাজে তদারকি করা।
- ❑ শিক্ষা মন্ত্রণালয় /অধিদপ্তর /শিক্ষবোর্ডের নির্দেশনা মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা।
- ❑ স্নাতক মাদরাসা গুলোতে আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির প্রতিনিধি হিসাবে গভর্ণিংবডিতে দায়িত্ব পালন করা।
- ❑ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালনে দায়িত্ব পালন করা।
- ❑ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্ধবাষিক, বার্ষিক ও নির্বাচনী পরীক্ষা অনুষ্ঠান সমন্বয় করা।
- ❑ জঙ্গী, মাদক, বাল্য বিবাহ বিরোধী ও ইভটিজিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত সভা।
- ❑ এনটিআরসিএ কর্তৃক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সহযোগীতা করা।

এক নজরে ফুলবাড়ী উপজেলার মৎস্য অফিসের তথ্য

১। **অফিসের নাম:** উপজেলা মৎস্য অফিসারের কার্যালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

২। **অফিস পরিচিতি:** প্রতিটি উপজেলায় একটি করে উপজেলা মৎস্য অফিস রয়েছে। এই অফিসটি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মৎস্য অধিদপ্তরের অধীন পরিচালিত ও বিভাগের উপ-পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

৩। **অফিসের কার্যক্রম:** উপজেলা মৎস্য অফিসের ভূমিকা হচ্ছে দেশের অর্থনীতিতে মৎস্যখাতের অবদান বিবেচনায় এনে মৎস্যসম্পদের স্থায়িত্বশীল সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, মৎস্যচাষ ও মৎস্যসম্পদ ব্যবস্তাপনায় পরিবেশ ও সমাজবান্ধব নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর, গ্রামীণ বেকার ও ভূমিহীনদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা। এ লক্ষ্যে উপজেলা মৎস্য অফিসের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে:

- ❑ উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পরিবেশ বান্ধব উচ্চমূল্যের প্রজাতির মাছ চাষে উদ্যেক্তা সৃষ্টি ও পরামর্শ প্রদান;
- ❑ উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে, লাগসই আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার এবং প্রদর্শনী খামার স্থাপনে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান;
- ❑ চুন, সার, উচ্চবৃদ্ধি ও ভাল মানের পোনা মজুদ পূর্বক আধুনিক পদ্ধতিতে মাছচাষ সংক্রান্ত উপকরণের প্রাপ্তিস্থান ও ব্যবহার বিষয়ক পরামর্শ প্রদান;
- ❑ কার্পজাতীয় মাছের পাশাপাশি উচ্চমূল্যের অধিক ঘণত্বে চাষোপযোগী দেশীয় প্রজাতীর শিং, মাগুর, পাবদা, গুলশা টেংরা মাছ উৎপাদনে পরামর্শ প্রদান;
- ❑ মৎস্য আহরণে সর্বোচ্চ পরিমিত মাত্রা বজায় রাখা ও জলজ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন;
- ❑ মৎস্যচাষ বিষয়ক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান;
- ❑ বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে মৎস্য সেক্টরে বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান;
- ❑ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে এবং মৎস্যকুল রক্ষায় বিভিন্ন বিল-জলাশয়ে মৎস্য অভয়ারন্য স্থাপন ও ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান;
- ❑ মৎস্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান

- এবং মৎস্য পরামর্শ কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে মৎস্যচাষিদের প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান।
- মৎস্যচাষে আধুনিক উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তর বিষয়ক অভিজ্ঞতা বিনিময় প্রশিক্ষন ও কর্মশালায় প্রান্তিক চাষিদের সম্পৃক্তকরণ।
- মৎস্যচাষের মৌলিক উপাদান গুণগতমানের মাছের পোনাপ্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে নিয়মিত বেসরকারি মৎস্য হ্যাচারী পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা প্রদান।

৪। অফিসের জনবল কাঠামো:

ক) উপজেলা মৎস্য অফিসার

খ) সম্প্রসারণ অফিসার-১ জন

গ) সহকারী মৎস্য অফিসার-১ জন

ঘ) ক্ষেত্র সহকারী -২ জন

ঙ) অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-১ জন

চ) অফিস সহায়ক-১ জন

ছ) ঝাড়ুদার-১ জন

অফিস প্রধানের পদবি: উপজেলা মৎস্য অফিসার।

৫। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার): উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম-এর সিটিজেন চার্টার

- মৎস্য ও চিংড়ি চাষী এবং উদ্দোক্তাদের উন্নত প্রযুক্তি ভিত্তিক মাছ ও চিংড়ি চাষের পরামর্শ প্রদান।
- মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজ ভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা এবং মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন।
- মৎস্য ও চিংড়ি চাষ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের কারিগরী উপযোগিতা যাচাই ও প্রকল্প প্রস্তাব প্রনয়নে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে উদ্দোক্তা ও মৎস্য চাষীকে ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান।
- উন্নত জাতের পোনা মাছ ও চিংড়ি চাষের বিভিন্ন উপাদান উপকরন সংগ্রহ ও সরবরাহে সহযোগীতা প্রদান।
- উপজেলাধীন মৎস্য সম্পদের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা।
- মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
- মৎস্য মান নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা কার্যকর করার লক্ষ্যে মাছ ও চিংড়ি চাষে অনুমোদন বিহীন দ্রব্যের ব্যবহার বন্ধে চাষীদের উদ্বুদ্ধ করন ও সংক্রমনের উৎস সনাক্তকরন এবং হ্যাসাপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
- আহরনোত্তর মাছ ও চিংড়ি অবতরন কেন্দ্র/ডিপো পরিদর্শন এবং সেগুলোর পরিষ্কার পরিছন্নতা রক্ষায় উদ্বুদ্ধ করন।
- জনগণকে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে মাছ চাষে উদ্বুদ্ধ করার নিমিত্তে নতুন প্রযুক্তি হাতে কলমে প্রদর্শনের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিলের সাহায্যে প্রদর্শনী মৎস্য খামার স্থাপন।
- মৎস্য ও চিংড়ি চাষ এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিভিন্ন সম্প্রসারণ সামগ্রী চাষী/মৎস্যজীবীদের মধ্যে বিতরন।

- **সেবা প্রদানের ন্যূনতম সময়সীমা: সকাল ০৯:০০ টা থেকে বিকাল ০৫:০০ টা। (জরুরী অবস্থায় সার্বক্ষণিক)**
- **সেবা প্রদানের আইনগত ফি/ব্যয়: নাই।**

এক নজরে ফুলবাড়ী উপজেলা সমাজসেবা অফিসের তথ্য

১। অফিসের নাম ঃ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

২। অফিস পরিচিতি ঃ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রানাধীন সমাজসেবা অধিদফতরের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের একটি দপ্তর হচ্ছে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, যা জেলা সমাজসেবা কার্যালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় উপজেলা পরিষদের অন্যতম একটি হস্তান্তরিত বিভাগ। এ কার্যালয়ের মাধ্যমে উপজেলাধীন সকল ইউনিয়ন ও পৌরসভায় সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক বাস্তবায়ধীন সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। প্রতি ইউনিয়ন/পৌরসভার দায়িত্বে একজন ইউনিয়ন সমাজকর্মী/পৌর সমাজকর্মী/কারিগরী প্রশিক্ষক কর্মরত রয়েছেন। ইউনিয়ন পর্যায়ে বর্তমানে কোন কার্যালয় সেট আপ না থাকলেও নবনির্মিত ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনে সমাজসেবা বিভাগের জন্য একটি কক্ষ বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে অফিস সেট আপের বিষয়টি ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাধীন রয়েছে।

৩। অফিসের কার্যক্রম ঃ সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক বর্তমানে দেশব্যাপী প্রায় ৪৮ (আটচল্লিশ) টি কর্মসূচী পরিচালিত হচ্ছে। তম্মর্ধে কুড়িগ্রাম জেলা সমাজসেবা কার্যালয়াধীন উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম কর্তৃক নিম্নোক্ত কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে ঃ

- বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম।
- বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রম।

- অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম।
- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম।
- মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রম।
- দলিত, হরিজন ও বেদে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি এবং ৫০ উর্দ্ধো দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর অসচ্ছল ও অক্ষম ব্যক্তিদের বিশেষ ভাতা কার্যক্রম।
- পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (আর.এস.এস) কার্যক্রম (সুদ মুক্ত ক্ষুদ্রঋণ)।
- পল্লী মাতৃকেন্দ্র (আর.এম.সি) কার্যক্রম (সুদ মুক্ত ক্ষুদ্রঋণ)।
- এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম (সুদ মুক্ত ক্ষুদ্রঋণ)।
- হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় উপজেলা রোগীকল্যাণ সমিতির মাধ্যমে গরীব, দুঃস্থ ও অসহায় রোগীদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান।
- স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা সমূহ নিবন্ধন, নিয়ন্ত্রণও বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের মাধ্যমে অনুদান প্রদান।
- উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের মাধ্যমে অসহায়, গরীব ও দুঃস্থদের সাহায্য প্রদান।
- শিশু আইন/২০১৩ এর আলোকে প্রবেশন ও আফটার কেয়ার সার্ভিস প্রদান।
- সরকারি শিশু পরিবারের মাধ্যমে এতিম শিশুদের লালন-পালন।
- সমাজসেবা অধিদফতরের নিবন্ধন প্রাপ্ত বে-সরকারি এতিমখানায় বসবাসরত নিবাসীদের ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রদান।
- ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোক প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়া রোগীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান কার্যক্রম।
- প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচির আওতায় প্রতিবন্ধীদের ডাক্তার কর্তৃক চুড়ান্ত শনাক্তকরণ, ডাটাবেইজ প্রনয়ণ ও পরিচয় পত্র প্রদান।

৪। অফিস প্রধানের নাম পদবী ঃ উপজেলা সমাজসেবা অফিসার।

৫। আওতাধীন অফিস ঃ বর্তমানে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের আওতাধীন কোন অফিস নেই। তবে অত্র বিভাগের ক্রমবর্ধমান কার্যক্রম বাস্তবায়নের সুবিধার্থে ইউনিয়ন পর্যায়ে অফিস স্থাপনের বিষয়টি কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন রয়েছে।

এক নজরে ফুলবাড়ী উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসের তথ্য

১। **অফিসের নাম** ঃ উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

২। **অফিস পরিচিতি** ঃ কর্মক্ষম যুব সমাজ একটা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি। মানব সভ্যতা বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এটি সহজেই প্রতীয়মান হয় যে,প্রস্তের যুগ হতে আধুনিক সমাজ বির্নিমানে অবদান রয়েছে যুবক ও যুব মহিলাদের অবিস্মরণীয় উদ্ভাবন,দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃত্বে আর নিরলস পরিশ্রম। এই গাঙ্গেয় উপত্যকায় আধুনিক বাংলাদেশের সমাজ বিনির্মাণের পথ-পরিক্রমায়" ৫২এর ভাষা আন্দোলন,'৬৬এর ৬ দফা আন্দোলন ,'৬৯এর গণ আন্দোলন, সর্বোপরি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে যুব সমাজের ভুমিকাই ছিল মুখ্য। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪,১৭ ও ২০ অনুচ্ছেদগুলোতে যুব শ্রেণীসহ সমগ্র জনগনের কল্যাণ ও উন্নয়নের উপর গুর"ত্বারোপ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে যুব উন্নয়নের কাজ শুর" হয় এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও যুব উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্ম-পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়। অতঃপর দেশের যুব সমাজকে যুব শক্তিতে পরিনত করার ব্রত নিয়ে ১৯৭৮ সালে যুব উন্নয়ন মন্ত্রনালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়,
পরবর্তীতে যার নামকরণ করা হয় যুবওক্রীড়ামন্ত্রণালয়। ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর-যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীণ। অত্র ফুলবাড়ী উপজেলা কার্যালয়টি ১৯৯৭-১৯৯৮ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠিত হয়।যা শুরু থেকে বিভিন্ন যুব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

৩। **অফিসের কার্যক্রম** ঃ বেকার যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধি মুলক প্রশিক্ষণ, আত্নকর্মী বৃদ্ধি, যুব ঋণ প্রদান, যুব সংগঠনকে তালিকা ভূক্তিকরণ,অনুদান প্রদান,বিভিন্ন দিবস পালন ও যুবদের সমাজিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমুলক বিভিন্ন কার্যক্রম।

৪। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম।

৫। ভিশন ঃ– যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভিশনঃ

- অনুৎপাদনশীল যুব সমাজকে সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল এবং উৎপাদনমুখী শক্তিতে রুপান্তর করা;
- দক্ষতা বৃদ্দিমুলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে যুবদের কর্মসংস্থান কিংবা স্ব-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত করা;
- জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে বেকার যুবদের সম্পৃক্ত করা।

৬। মিশন ঃ – যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মিশনঃ

- দেশের ৬৪টি জেলা ও ৪৯৫ টি উপজেলা কার্যালয় (১০টি ইউনিট কার্যালয় সহ) এবং ১১১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা ;
- দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে যুব কার্যক্রমকে জোরদার করা;

- যুবদের ক্ষমতায়নের নিমিত্ত উদ্বদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্রঋণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তার মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থান এবং আত্নকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করা সহ তাদেরকে দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি স্তরে সম্পৃক্ত করা;
- বেসরকারী সেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনের মাধ্যমে গোষ্ঠি উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য যুবদের বিভিন্ন গ্রুপে সংগঠিত করা ;
- স্থানীয় পর্যায়ে যুব সংগঠনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং অংশগ্রহন মূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা;
- যুবদের গণশিক্ষা কার্যক্রম ,দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিবেশ উন্নয়ন, সম্পদ সংরক্ষন ইত্যাদি আর্থ-সামাজিক কার্যকলাপে সম্পৃক্তকরন এবং সমাজবিরোধী কার্যকলাপ রহিতকরন, মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার রোধ, এইচআইবি (এইডস্) এবং এসটিডি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- যুবদের সিদ্ধান্ত গ্রহন মুলক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহনে সুযোগ দান।

এক নজরে ফুলবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসের তথ্য

১। অফিসের নামঃ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্য্যালয়, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

২। অফিসের পরিচিতিঃ ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ফুলবাড়ী হাসপাতাল।

৩। অফিসের কার্যক্রমঃ–

- মন্ত্রনালয় ও অধিদপ্তরের নীতিমালা অনুযায়ী জনস্বার্থে বিভাগীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা ।
- উপজেলায় স্বাস্থ্য সেবা মুলক কাজের মনিটারিং ও বাস্তবায়ন করা ।
- শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার কমানোর লক্ষে ইপিআই কাজ জোরদার করা ।
- উপজেলায় শিশু ও মাতৃ প্রজনন স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে পঃ পঃ বিভাগকে সহায়তা করা।
- পৌলিও, হাম ও যক্ষা সহ মোট ০৯টি রোগের টিকা দেওয়া হয়।
- উপজেলায় মাঠকর্মীদেরকে স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে ডায়রিয়া রোগের উচ্ছেদ করা হয়।
- স্বাস্থ্য বিভাগের সফলতার কারনে এ দেশের গড় আয়ু বৃদ্দি পায়।
- ম্যালেরিয়ার মত ঘাতক রোগ স্বাস্থ্য কর্মীদের দ্বারা নির্মুল করা হয়।
- স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাজের সফলতার কারনে এ দেশ থেকে গুটি বসন্ত রোগ নির্মুল করা হয়।
- স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বহিঃ বিভাগ,আন্তঃ বিভাগ,ও জরুরী বিভাগের রোগীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা ।
- আর্সেনিকের মত ঘাতক রোগের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা ।
- যক্ষা ও কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা।
- খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল রোধে।

৪। অফিস প্রধানের পদবীঃ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা।

এক নজরে ফুলবাড়ী উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসের তথ্য

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে ১৯৭৫ সালে মহান স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে বলেন, **“একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, প্রত্যেক বৎসর আমাদের ১৮ থেকে ২০ লক্ষ লোক বাড়ে। আমার জায়গা হল ৫০ হাজার বর্গ মাইল। যদি আমাদের প্রত্যেক বৎসর ৩০ লক্ষ লোক বাড়ে তাহলে ২৫/৩০ বৎসরে বাংলার কোন জমি থাকবে না হাল চাষ করার জন্য। বাংলার মানুষ বাংলার মানুষের মাংস খাবে। সে জন্য আমাদের পপুলেশন কন্ট্রোল, ফ্যামিলি প্ল্যানিং করতে হবে”**

০১। অফিসের নাম: উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

০২। অফিস পরিচিতি: উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

০৩। অফিসের কার্যক্রম:

- পরিবার পরিকল্পনাসহ প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করে সক্ষম দম্পতিদের কাছে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা;
- সকল সক্ষম দম্পতি বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বাড়ি বাড়ি সেবা ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা এবং মাঠ পর্যায় হতে রেফারেল ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- অবহিতকরণ ও স্বেচ্ছায় সম্মতির ভিত্তিতে সকল সক্ষম দম্পতিকে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহ প্রদান করা;
- স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য ও সেবার অপূর্ণ চাহিদা সম্বলিত দম্পতিদের চিহ্নিত করে সেবা প্রদান নিশ্চিত করা;
- নব-দম্পতি, কিশোর-কিশোরী ও এক বা দুই সন্তানের দম্পতিদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিবার পরিকল্পনা সেবার আওতায় নিয়ে আসা;

- বিদ্যমান উপজেলা, ইউনিয়ন ও কমিউনিটি পর্যায়ে অবস্থিত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবা কেন্দ্র সহ স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে সেবা নিশ্চিত করা;
- বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রহিতা সেবা নিশ্চিত করা;
- ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে দিবা-রাত্রি (২৪/৭) স্বাভাবিক প্রসব সেবা নিশ্চিত করা;
- সাধারণ রোগী সহ মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা ইত্যাদি।

অফিস প্রধানের পদবি: উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (UFPO)

আওতাধীন অফিস সমূহ: মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র (MCWC) ০১ টি, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UH&FWC) ০৪ টি।

০৫। এই বিভাগের সেবার চুম্বক তথ্য:

ক্রম নং	বিবরণ	পরিমাণ/সংখ্যা	মোট সক্ষম দম্পতি	মোট জনসংখ্যা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
০১	স্থায়ী পদ্ধতি (পুরুষ)	২,২৬০	৪৬,৮৭১	২,২৪,৫০৭
০২	স্থায়ী পদ্ধতি (মহিলা)	২,২৮৪		
০৩	৩/৫ বছর দীর্ঘ মেয়াদী পদ্ধতি (ইমপ্ল্যানন)	২,১৬১		
০৪	৫/১০ বছর দীর্ঘ মেয়াদী পদ্ধতি (কপার টি)	৪৪৫		
০৫	স্বল্প মেয়াদী পদ্ধতি (কনডম)	২,৫৬১		
০৬	০৩ মাস মেয়াদী পদ্ধতি (ইনজেকশন)	৯,৮০১		
০৭	স্বল্প মেয়াদী পদ্ধতি (খাবার বড়ি)	১৫,৮২৬		
০৮	স্যাটেলাইট ক্লিনিক (ওয়ার্ড ভিত্তিক)	২৭৬	-	
০৯	বিনামূল্যে স্বাভাবিক প্রসব সেবা	১,৬৭২	-	
১০	বিনামূল্যে গর্ভবতী মহিলাদের চেকআপ (ANC)	১২,২৮৩	-	
১১	প্রসূতি মা পরিচর্যা (PNC) ও নবজাতক	৬,০৫৯	-	
১২	পুষ্টি শিক্ষা	৪৬,৭৬৩	-	
১৩	স্কুল স্বাস্থ্য শিক্ষা	১০৩	-	
১৪	কিশোর-কিশোরী	৮,৩৯৯	-	
১৫	eMIS কার্যক্রম (ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা)	সমগ্র উপজেলা		
১৬	নিয়মিত মাসিক সভার আয়োজন	১২		

এক নজরে ফুলবাড়ী উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের তথ্য

১। অফিসের নাম: উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।
২। অফিসের পরিচিতি: সেবা প্রতিষ্ঠান
৩। অফিসের কার্যক্রম: দাতব্য চিকিৎসালয়
৪। অফিসের জনবল কাঠামো: ১১জন
৫। অফিস প্রধানের পদবী: উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ।
৬। প্রাণিসম্পদ বিষয়ক তথ্যাবলী ঃ

- পশু চিকিৎসা কেন্দ্র ঃ ০১ টি
- কৃত্রিম প্রজনন উপ-কেন্দ্র ঃ ০১ টি
- কৃত্রিম প্রজনন পয়েন্ট - ঃ ১৫টি
- পশু পাখি কল্যান কেন্দ্র ঃ ০০ টি
- বায়ো গ্যাস প- ্যান্ট ঃ ৫৭ টি
- দুগ্ধ উৎপাদন সমিতি ঃ ০৬ টি
- স্থায়ী ঘাসের প- ট ঃ ৫২ টি

- গাভীর খামার ঃ ৭৭৬ টি
- ছাগল খামারের সংখ্যা ঃ ১০৮ টি
- ভেড়ার খামারের সংখ্যা ঃ ৪৯ টি
- লেয়ার খামার ঃ ৩৭ টি
- ব্রয়লার খামার ঃ ১৩৮ টি
- হাঁস খামার ঃ ৩০৫ টি

৬। ভিশন:

- উপজেলা ভিত্তিক প্রাণিসম্পদ খাতে নিরাপদ (দুধ,মাংস ও ডিম উৎপাদন) স্বয়ংসম্পূর্নতা অর্জন এবং এর মাধ্যমে দরিদ্র গ্রামীন মানুষের অথনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন

৭। মিশন:

- ভেটেরিনারি সেবা ও সেবার মান নিশ্চিতকরন ।
- দক্ষ জনশক্তি গঠন।
- প্রানিসম্পদের উৎপাদন।
- উৎপাদনশিলতা বৃদ্ধি ।
- মূল্য সংয়োজনের মাধ্যমে প্রনিজ আমিষের চাহিদা পূরন ।
- মানসম্মত পশু খাদ্যের(ঘাস) সরবরাহ বৃদ্ধি ।

এক নজরে ফুলবাড়ী উপজেলার উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসের তথ্য

১। অফিসের নাম: বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

২। অফিস পরিচিতি: উপজেলা চত্বরের পশ্চিম পার্শ্বে উপজেলা পরিষদ কর্তৃক বরাদ্দকৃত জায়গায় নিজস্ব ভবনে অফিসের অবস্থান যাতে ০১টি প্রশিক্ষণ হলরুম ০৪টি রুম ও ০২টি শৌচাগার আছে।

৩। অফিসের কার্যক্রম: সমিতি/দল গঠনের মাধ্যমে পুঁজি গঠন, পেশাগত প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়।

৪। অফিসের জনবল কাঠামো: ইউআরডিও-০১, এআরডিও-০২, হিসাবরক্ষক-০২, হিসাব সহকারী-০১, অফিস সহকারী-০২, পরিদর্শক-০১, মাঠসংগঠক-১০, মাঠ সহকারী-০১, প্রডাকশন ম্যানেজার-০১, ক্রেডিট সুপারভাইজার-০১, অফিস সহায়ক-০২, নৈশ প্রহরী-০১ জন, অফিস প্রধানের পদবি: উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা

৫। আওতাধীন অফিস: ইউসিসিএ লি:, পদাবিক, সদাবিক, পল্লী প্রগতি, বীর মুক্তিযোদ্ধা, গুচ্ছগ্রাম, উদকনিক, অপ্রধান শস্য

এক নজরে ফুলবাড়ী উপজেলার মহিলা বিষয়ক অফিসের তথ্য

১। অফিসের নাম ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

২। অফিস পরিচিতি ঃ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।

৩। অফিসের কার্যক্রম ঃ ভিজিডি, দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকালভাতা প্রদান কর্মসূচি, কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা কর্মসূচী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম,ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, মহিলা সমিতি নিবন্ধন ও অনুদান প্রদান, বাল্যবিবাহ ও নারী শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ।

৪। অফিস প্রধানের পদবি ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

আওতাধীন অফিস ঃ নাই

৫। এই বিভাগের বিস্তারিত তথ্য ঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমান
০১	ভিজিডি	৩২০০ জন। জনপ্রতি মাসে ৩০ কেজি হারে খাদ্য শস্য পায়।
০২	মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি	৯১২ জন। জনপ্রতি মাসে ৮০০/- হারে ভাতা পায়।
০৩	ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা	৪০০ জন। জনপ্রতি মাসে ৮০০/- হারে ভাতা পায়
০৪	প্রশিক্ষণ	প্রতিব্যাচে ৫০ জন। জনপ্রতি ৬০দিনে ৬০০০/-হারে ভাতা পায়
০৫	ক্ষুদ্রঋণ	বরাদ্দ সাপেক্ষে
০৬	সমিতির অনুদান	বরাদ্দ সাপেক্ষে
০৭	বাল্য বিবাহ ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ	অভিযোগ এর প্রেক্ষিতে

এক নজরে ফুলবাড়ী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসের তথ্য

১। অফিসের নাম ঃ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

২। অফিস পরিচিতি ঃ প্রতি উপজেলায় একটি করে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় রয়েছে। এই অফিসটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রনালয়ের আওতাধীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের অধিনে ও জেলা ত্রান ও পুণর্বাসন কর্মকর্তা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ।

৩। অফিসের কার্যক্রম ঃ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্য়ালয়ের কার্যক্রমঃ

- গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসুচি।
- গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন (টি,আর) কর্মসুচি।
- গ্রামীন রাস্তায় কম-বেশী ১৫ মিটার দৈর্ঘ সেতু/কালভার্ট নির্মাণ।
- অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচি।
- গ্রামীন মাটির রাস্তা সমুহে টেকসইকরণের লক্ষে হেরিং বোনবন্ড করণ প্রকল্প
- বন্যা আশ্রয়ন কেন্দ্র নির্মান
- দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মান প্রকল্প
- জেলা ত্রানগুদাম নির্মান প্রকল্প
- মুজিব কিল্লা নির্মান প্রকল্প
- উপকুরীয় অঞ্চলে মাল্টি পারপাস ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মান
- মানবিক সহায়তা কর্মসূচি (জি আর চাল/জিআর নগদ টাকা/দুম্বা/খেজুর/ভিজিএফ/ঢেউটিন/শীতবস্ত্র বিতরন)
- দূর্যোগ ঝুকিহ্রাস কর্মসুচি।

৪। অফিসের জনবল কাঠামো ঃ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাকে সহায়তা করার জন্য রয়েছে একজন উপ-সহকারী প্রকৌশলী, যিনি মাঠ পর্যয়ে চলমান ও বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্প ও কাজেসহায়তা করেন। রয়েছেন একজন অফিস সহকারী কাম– কম্পিউটার অপারেটর। অফিস সহকারীকে সার্বিক ভাবে সহায়তা করার জন্য রয়েছে অফিস সহায়ক।

৫। অফিস প্রধানের পদবী ঃ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা।

৬। ভিশন ঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (ডি ডি এম) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ এর আলোকে হবে একটি সক্রিয় প্রতিষ্ঠান। যার কাজ হবে- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসুচিতে ঝুঁকি হ্রাস সম্পৃক্ত করা, দুর্যোগের নেতিবাচক প্রভাব থেকে দারিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের বিপদাপন্নতা হ্রাস করা, জ্ঞান, গবেষানা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্রের প্রতিটি অংশের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৭। মিশন ঃ বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগে দক্ষতার সাথে ব্যবস্থাপনা করার ক্ষেত্রে ডিডিএম হবে একটি সক্রিয় প্রতিষ্ঠান যার কাজ হবেঃ

- দুর্যোগ ক্ষমতা সাথে মোকাবেলা করা।
- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস করা।
- দুঃস্থ দারিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত লোকদের ত্রান সহায়তা করা।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সর্বদা সার্বক্ষনিক সহায়তা করা।
- এই কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ঠ সংস্থা সমুহের সাথে সমন্বয় সাধন।

এক নজরে ফুলবাড়ী উপজেলা জনস্বাষ্থ্য প্রকৌশল অফিসের তথ্য

১। অফিসের নাম: জনস্বাষ্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

২। অফিস পরিচিতি: জনস্বাষ্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরটি স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন উপজেলা পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান, যাহা বাংলাদেশের প্রতি উপজেলায় বিদ্যমান।

৩। অফিসের কার্যক্রম : উক্ত প্রতিষ্ঠান পল্লী পানি সরবারাহ, পৌর পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন কার্যক্রম বাস্থবায়নসহ পরিদর্শন, মনিটরিং ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে।

৪। অফিসের জনবল কাঠামে: উপ-সহকারী প্রকৌশলী-১জন, সি সি টি-১জন, নলকূপ মেকানিক-২জন, অফিস সহায়ক-১জন, নিরাপত্তা প্রহরী-১জন, স্যানিটেশন কাজের জন্য ম্যাশন-১জন।

অফিস প্রধানের পদবী: উপ-সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাষ্থ্য প্রকৌশল অধীদপ্তর।

৫। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার): নিরাপদ পানি সরবরাহ, এবং স্যানিটেশন কার্যক্রমের যাবতীয় কাজ পরিচালনা।

এক নজরে ফুলবাড়ী উপজেলা শিক্ষা অফিসের তথ্য ঃ

১। অফিসের নাম ঃ উপজেলা শিক্ষা অফিস, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

২। অফিসের কার্যক্রম ঃ বিদ্যালয় পরিদর্শন, ব্যবস্থাপনা ও একাডেমিক সুপারভিশন।

৩। অফিসের জনবল কাঠামো ঃ উপজেলা শিক্ষা অফিসার-০১ (এক) জন, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার-০৪ (চার) জন, উচ্চমান সহকারী কাম-হিসাব রক্ষক-০১(এক) জন, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর-০২ (দুই) জন। হিসাব সহকারী-০১ (এক) জন পদ শূণ্য আছে এবং অফিস সহায়ক-০১ (এক) জন পদ শূণ্য আছে।

৪। অফিস প্রধানের পদবি ঃ উপজেলা শিক্ষা অফিসার (ইউ.ই.ও)

৫। আওতাধীন অফিস ঃ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ।

৬। ভিশন ঃ ২০২৪ সালের মধ্যে ফুলবাড়ী উপজেলায় বিদ্যালয় গমন উপযোগী সকল শিশুদেরকে ভর্তিকরণ ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন।

৭। মিশন ঃ

- ❑ ২০২৫ সালের মধ্যে ১ম-৫ম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়নরত সকল ছত্র-ছাত্রীদের পড়ার দক্ষতা অর্জন।
- ❑ হাতের লেখার লক্ষতা অর্জন। শিখন ফল অর্জনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন
- ❑ শতভাগ ইউনিফর্ম নিশ্চিতকরণ।
- ❑ শিখন উপযোগী শ্রেণিকক্ষ সজ্জিতরণসহ বিদ্যালয় প্রাঙ্গন আকর্ষনীয় করা।

এক নজরে ফুলবাড়ী উপজেলা সমবায় অফিসের তথ্যঃ

১। **অফিসের নাম:** উপজেলা সমবায় কার্যালয়, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

২। **অফিস পরিচিতি:** বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে সমবায় অফিস রয়েছে। এটি স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের আওতাধীন সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক ও জেলা সমবায় অফিসার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত একটি সরকারী অফিস। ইহা উপজেলা পরিষদ ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম এর হস্তান্তরিত একটি বিভাগ।

৩। **অফিসের কার্যক্রম :** সমবায় বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গুলি হলঃ

- ❑ সমবায় সমিতির নিবন্ধন প্রদান,
- ❑ সমবায় সমিতির বার্ষিক অডিট কার্যক্রম সম্পাদন,
- ❑ সমবায় সমিতির ,ব্যবস্থাপনা কমিটি / অন্তবর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন,
- ❑ সমবায় সমিতির নির্বাচন কার্যক্রম পরিচালনা
- ❑ সমবায় সমিতির পরিদর্শন কার্যক্রম,
- ❑ অভিযোগের আলোকে সমবায় সমিতির তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা
- ❑ সমবায় সমিতির অবসায়ন কার্যক্রম সম্পাদন
- ❑ সমবায় সমিতির আর্থিক কার্যক্রম তদারকী
- ❑ সমবায় সমিতির সদস্যদের ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ প্রদান
- ❑ সমবায় সমিতির সদস্যদের ট্রেড ভিত্তিক বিভিন্ন আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদান
- ❑ সমবায় সমিতির মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকল্পের মাধ্যমে সমবায় সমিতির সদস্যদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা
- ❑ সমবায় সমিতির নিট লাভের ভিত্তিতে রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করা হয়
- ❑ সমবায় সমিতির বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডে ও রেকর্ড পত্র লিপিবদ্ধ করনে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান।

৪। **অফিসের জনবল কাঠামো :** উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের অফিস প্রধানের পদবী হল উপজেলা সমবায় অফিসার। তাছাড়া রয়েছে সহকারী পরিদর্শক ০২ (দুই) জন। অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর ০১ (এক) জন ও অফিস সহায়ক ০১ (এক) জন। আওতাধীন অফিস নেই।

৫। অফিস প্রধানের পদবী : উপজেলা সমবায় অফিসার।

৬। আওতাধীন অফিস : নাই ।

৬। **ভিশন :** সক্রিয় সমবায়ীদের সহযোগীতায় দক্ষ নেতৃত্বের মাধ্যমে সমবায় সমিতির আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন।

৭। **মিশন :**

- ❑ সকল সমবায় সমিতিকে “ক” শ্রেণীতে উন্নীত করণ।
- ❑ দক্ষ নেতৃত্ব গড়ে তোলা।
- ❑ নারী নেতৃত্বের বিকাশ
- ❑ পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি

এক নজরে ফুলবাড়ী উপজেলা প্রকৌশলী (এজিইডি) অফিসের তথ্য

১। অফিসের নাম ঃ উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

২। অফিস পরিচিতি ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, স্থানীয় সরকার পলী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

৩। অফিসের কার্যক্রমঃ

- পাঁকা সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- ক্ষুদ্র পানি সম্পদ উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- অন পেভমেন্ট ও অফ-পেভমেন্ট রক্ষণাবেক্ষণ (এলসিএস)।
- এমএমটি দ্বারা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ।
- উপজেলা পরিষদ ভবন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- উপজেলা পরিষদের আওতায় আবাসিক ভবনসমূহ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- ইউনিয়ন পরিষদ কমপেক্স ভবন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ।
- মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ।
- হাট বাজার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- Road ও nventory ও ম্যাপ প্রস্তুত করণ।
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহকে কারিগরী সহায়তা প্রদান।
- উপজেলা পরিষদের আওতায় প্রকল্পসমূহ বাস্ড়বায়ন ও কারিগরী সহায়তা প্রদান।

৬। ভিশন ঃ টেকশই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা।

৭। মিশন ঃ গ্রামীণ সড়ক, নেটওর্য়াক, হাট-বাজার, গ্রোথ সেন্টার উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করা এবং সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সদা তৎপরতা।

১.১১ উপজেলা পরিষদের প্রশাসনিক কাঠামো ও জনবল সংখ্যা।

ক্র.নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	পুরণকৃত পদ	শুন্য পদ
উপজেলা চেয়ারম্যান অফিস				
১	চেয়ারম্যান	১	১	০
২	ভাইস-চেয়ারম্যান (পুরুষ)	১	১	০
৩	ভাইস-চেয়ারম্যান (মহিলা)	১	১	০
৪	সাট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	১	১	০
৫	জিপ গাড়ী চালক	১	১	০
৬	অফিস সহায়ক	২	১	১
৭	মালি	১	১	০
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়				
১	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	১	১	০
২	অফিস সুপার	১	০	১
৩	সিএ কাম ইউডিএ	১	১	০
৪	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৩	৩	০
৫	জিপ চালক	১	১	০
৬	ফটোকপি অপারেটর	১	১	০
৭	অফিস সহায়ক	৩	৩	০
৮	নিরাপত্তা প্রহরী	২	২	০
৯	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	২	২	০

১.১২ উপজেলার মানচিত্র

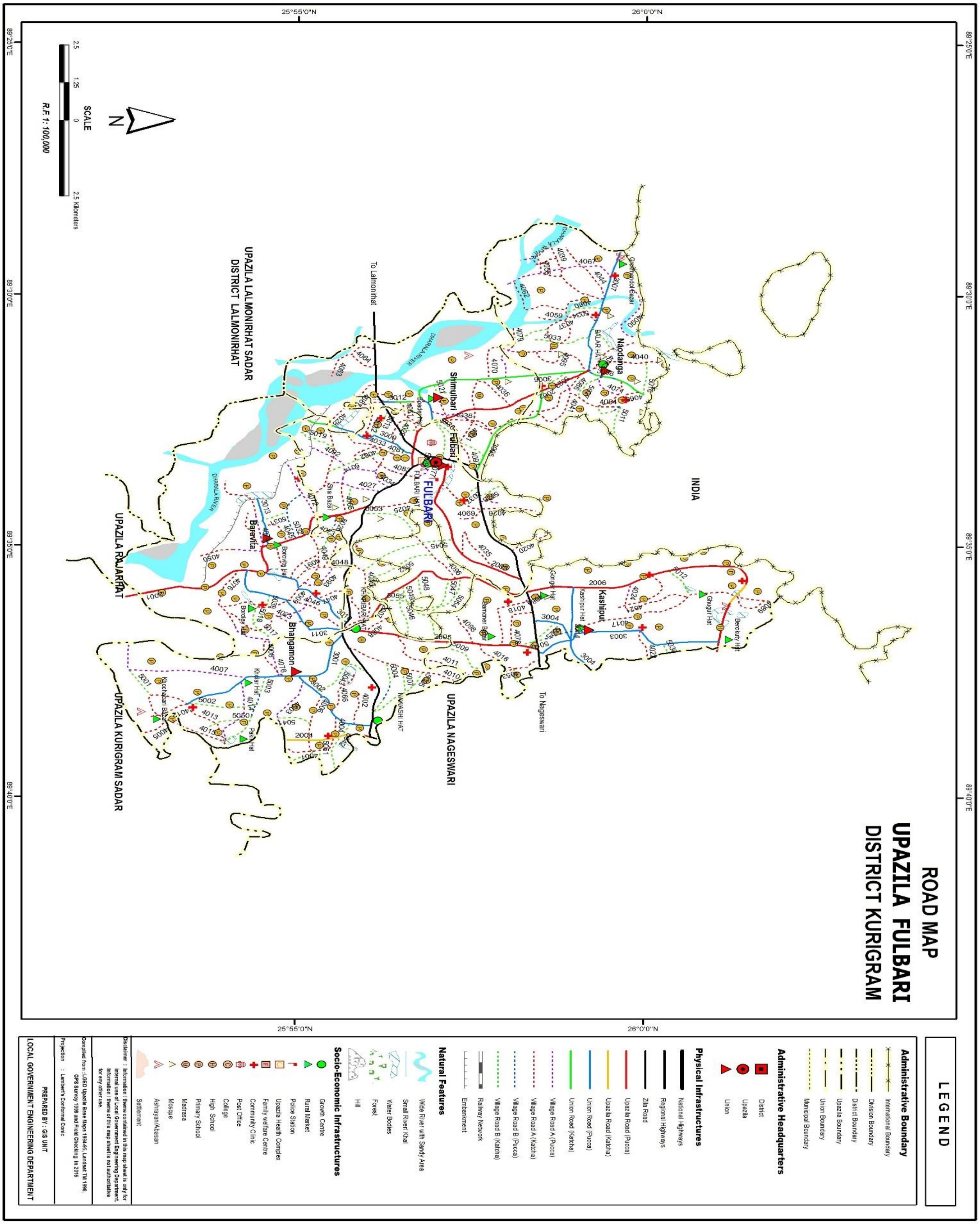

দ্বিতীয় অধ্যায়

(ফুলবাড়ী উপজেলার সম্পদের চিত্রায়ন)

২.১। বিভিন্ন উৎস থেকে উপজেলার চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমঃ

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়ন নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২১-২০২২	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২২-২০২৩
জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প						
শিক্ষা	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প পিইডিপি ৪ (PEDP4)	ফুলবাড়ী উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, পুন:নির্মাণ,বড় ধরনের সংস্কার, ও আসবাবপত্র সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সমস্যার সমাধান ও অত্র দ্যিালয়সমূহের শিক্ষার উপর্যুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ। পিইডিপি ৪ এর আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষ সম্প্রসালন অনুমোদিত হয়েছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০২০ হতে ২০২৫-২০২৬	০০	০০
		২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে পিইডিপি ৪ এর আওতায় বিদ্যালয় ভবন মেরামতের জন্য বিদ্যালয় প্রতি ২ লক্ষ টাকা করে বিদ্যালয় মেরামতের চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে পিইডিপি ৪ এর আওতায় ২ লক্ষ টাকা করে বিদ্যালয় মেরামত করা হয়।				
		২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে পিইডিপি ৪ এর আওতায় ৪০,০০০ টাকা করে বিদ্যালয় মেরামত করা হয়।			০০	
	চাহিদা ভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প-১ (NBIDGPS-1)	ফুলবাড়ী উপজেলার বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, পুন:নির্মাণ, বড় ধরনের সংস্কার ও আসবাবপত্র সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধান ও অত্র বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা উপর্যুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০২০ হতে ২০২৫-২০২৬	০০	০০
	চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প-১ (NBIDNN GPS-1)	ফুলবাড়ী উপজেলার সদস্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, পুন:নির্মাণ, বড় ধরনের সংস্কার ও আসবাবপত্র সরবরাহের মাধ্যমি শিক্ষার্থীদের সমস্যার সমাধান ও অত্র বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার উপর্যুক্ত	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০২০ হতে ২০২৫-২০২৬	০০	০০

		পরিবেশ নিশ্চিতকরণ এ প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বিদ্যালয়ের ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান আছে।				
	রাজস্ব খাতে বিদ্যালয় মেরামত	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে রাজস্ব খাতের মাধ্যমে ১.৫ লক্ষ টাকা করে বিদ্যালয় মেরামত ও সংস্কার করা হয়।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	০০	১০৫০০০০০
	প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত সকল শিক্ষার্থীকে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান	উপজেলার সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চলমান কর্মসূচি	০০	০০
	School Level Implementation Plan (SLIP)	উপজেলার টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান উন্নয়নে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে প্রতিটিতে ৫০-৭০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে	উপজেলার সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চলমান প্রকল্প	০০	০০
	প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণ ক্রয়	উপজেলার স: প্রা: বিদ্যালয়ে প্রাক প্রাথমিক শ্রেণীকক্ষের উন্নয়ন।	উপজেলার সকল স: প্রা: বিদ্যালয়	চলমান কর্মসূচি	০০	০০
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টয়লেট মেরামত ও সংস্কার	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ২০,০০০ টাকা করে বিদ্যালয়ের ওয়াশ ব্লকের রুটিন মেইনটেনেন্স করা হয়।	উপজেলার সকল স: প্রা: বিদ্যালয়	চলমান কর্মসূচি		
	সাব ক্লাস্টার ট্রেনিং	স: প্রা: বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকদের ক্লাস্টারে ভাগ করে ৩ মাস অন্তর ১ দিন মেয়াদী প্রশিক্ষণ	উপজেলার সকল স: প্রা: বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক	চলমান কর্মসূচি	০০	০০
মাধ্যমিক শিক্ষা	মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি প্রকল্প (SESIP)	গুনগত শিক্ষা কার্যক্রমে সরকার সহায়তা করছে। ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ঝড়ে পড়ার হার অনেকাংশে রোধ হয়েছে।	উপজেলার সকল স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা	চলমান কর্মসূচি	--	--
	সমন্বিত উপবৃত্তি প্রকল্প	৬ষ্ঠ থেকে স্নাতক পর্যন্ত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়তায় উপবৃত্তি প্রদান।	উপজেলার সকল স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা	চলমান কর্মসূচি		
অবকাঠামো উন্নয়ন	জনগুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (IRIDP-৩)	ফুলবাড়ী উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ের বিবিন্নি গ্রামীন সড়ক, ব্রীজ, কার্লভার্ট নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষন ও উন্নয়ন করা। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামীন সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য গ্রাম ও বাজার/গ্রোথ সেন্টারের	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান প্রকল্প	৪৯৪২২০৮৮	১৭১২৬৯০৫

		মাঝে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, গ্রামীন জনপদে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈলা করার মাধ্যমে গ্রামীন জনপদের উন্নয়ন করা এই প্রকল্পের আওতায় এপর্যন্ত উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।				
	রংপুর বিভাগ গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (RDRIIP-2)	উপজেলার হেড কোয়ার্টারের সাথে বিভিন্ন ইউনিয়ন সেন্টার, গ্রোথ সেন্টার ও গ্রামের যোগাযোগ সহজতর করার লক্ষ্যে সড়ক, ব্রীজ, কার্লভাট তৈরী করা। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল গ্রামীন সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন করে এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রামীণ জনপদে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে এলাকার জনগনের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। এপর্যন্ত উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান প্রকল্প	--	--
	পল্লী সড়ক ও ব্রীজ/কার্লভাট মেরামত কর্মসূচি (GOBM)	গ্রামীন সড়ক অবকাঠামো পুন:নির্মাণ করে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করা এবং এলাকার জনগনের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এই প্রকল্পের আওতায় এপর্যন্ত উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	--	--
	শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (CTULO)	এই প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে উপজেলর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করা হচ্ছে।	--	চলমান কর্মসূচি	--	--
	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (GSIDP)	এই প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও মেরামত করা হচ্ছে।	--	চলমান প্রকল্প	--	--
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	কাবিখা	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।	সমগ্র উপজেলা	চলমান কর্মসূচি	--	--
	টিআর	দুর্যোগ ব্যবস্থা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির টিআর আওতায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে	সমগ্র উপজেলা	চলমান কর্মসূচি	---	---
	ইজিপিপি	দুর্যোগ ব্যবস্থা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে	সমগ্র উপজেলা	চলমান কর্মসূচি	--	--

		কর্মহীন সময়ে দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে পিছিয়ে পরা গ্রামীণ জনগোষ্ঠির সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করে আসছে।				
	দুর্যোগ সহিষ্ণু ঘর নির্মাণ প্রকল্প	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে উপজেলায় ৪১ টি পরিবারের মাঝেদূর্যোগ সহিষ্ণু ঘর নির্মাণ করা হয়েছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	--	--
	সেতু/কার্লভাট নির্মাণ	দুর্যোগ ব্যবস্থা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের অধীন বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান প্রকল্প	--	--
	এইচবিবি করণ	দুর্যোগ ব্যবস্থা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের অধীন বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।	সমগ্র উপজেলা	চলমান প্রকল্প	--	--
জনস্বাস্থ্য	১.পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প ২.অগ্রাধিকারমূলক গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প ৩.পিইডিপি-৩/৪ প্রকল্প ৪. সমগ্র বাংলাদেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প	পানি সরবরাহ প্রকল্পগুলো অত্র এলাকার হতদরিদ্র জনগোষ্ঠি/বিদ্যালয়ের জন্য আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহ করায় সাধারণ জনগণ ও স্কুলের ছাত্র/ছাত্রিরা বিভিন্ন প্রকার পানিবাহিত রোগ হতে মুক্তি পাচ্ছে। বর্তমানে অত্র এলাকায় নিরাপদ পানির ভারেজ ৯৮% পৌছে গেছে। অপরদিকে জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প অত্র এলাকার হতদরিদ্র জনগোষ্ঠি/ বিদ্যালয়ের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করায় সাধারণ জনগন ও স্কুলের ছাত্র/ছাত্রিরা বিভিন্ন প্রকার রোধ-ব্যাধি হতে মুক্তি পাচ্ছে। বর্তমানে অত্র এলাকায় স্যানিটেশন কভারেজ ৮৭% এ পৌছে গেছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	১. ২০১০ সাল হতে চলমান ২.২০১৮ সাল হতে চলমান ৩. ২০২০ সাল হতে চলমান।	--	--
স্বাস্থ্য	কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প	উপজেলার কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন	সমগ্র উপজেলা	চালমান কর্মসূচি	--	--
	ই.পি.আই কার্যক্রম	উপজেলার ০ থেকে ১৮ মাস বয়সী শিশুদের পোলিও, হাম, রুবেলা, যক্ষা, হেপাটাইটিস, নিউমিনিয়া ইত্যাদি রোগের টিকা প্রদান	সমগ্র উপজেলা	চলমান কর্মসূচি	--	--

পরিবার পরিকল্পনা	দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠিকে মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ওয়ার্ড ভিত্তিক স্যাটেলাইট ক্লিনিক যথাযথভাবে সম্পাদন	গর্ভবতী মা ও শিশু, নবজাতক, কিশোর-কিশোরী, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠি এবং সাধারণ রোগীদের মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ১.গর্ভবতী মায়ের ANC I PNC সেবা নিশ্চিত করণ; ২.নবজাতকের সেবা নিশ্চিত করণ; ৩.শিশুদের পুষ্টি সেবা নিশ্চিত করণ; ৪.কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করণ; ৫.স্বল্পমূল্যে ডায়াবেটিকস রোগী সনাক্তকরণ; ৬.স্বল্পমূল্যে রক্তের গ্রুপিং সনাক্তকরণ; ৭.বিপি মেশিনের মাধ্যমে রক্তের চাপ তথ্য প্রেসার নির্ণয় ৮.অন্যান্য সাধারণ রোগীর সেবা নিশ্চিতকরণ; ৯.পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিতকরণ এবং ড্রোপ আউটের হার কমিয়ে আনা সম্ভব।	সমগ্র উপজেলা	২০১৭ সাল হতে ২০২২ সাল পর্যন্ত ৫ বছর	--	--
	UH এবং FWC গুলোতে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী চালুকরণ	ফুলবাড়ী উপজেলাধীন সকল ইউনিয়নের প্রতিটি গর্ভবর্তী মা মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ফলে গর্ভবর্তী মায়েদের ১. প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী করানো যাবে। ২.মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার কমানো সম্ভব হবে। ৩.প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে প্রয়োগ সাধন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭ সাল হতে ২০২২ সাল পর্যন্ত ৫ বছর	--	--
	গ্রাম/ওয়ার্ড/পাড়া ভিত্তিক উঠান বৈঠক ও মা সমাবেশের মত অবহিতকরণ কর্মশালা সম্পাদন	সকল মহিলা, কিশোর-কিশোরী এবং অবহেলিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠি এর ফলে ১.বাল্য বিবাহ হ্রাস পাবে; ২. পরিকল্পিত পরিবার গঠন সম্ভব হবে; ৩. মায়েদের স্বাস্থ্য জ্ঞান বৃদ্ধিপাবে; ৪.পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতি জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে; ৫. প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্ম হ্রাস পাবে;	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭ সাল হতে ২০২২ সাল পর্যন্ত ৫ বছর+	--	--
পল্লী উন্নয়ন	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় প্রকল্পটি উহদকনিক-২য় পর্যায় বৃহত্তর রংপুর বিভাগে ৩৫ টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি	পর্যায়ক্রমে উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	--	--

		দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে পিছিয়ে পরা গ্রামীণ জনগোষ্ঠি বিশেষ করে মহিলাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। প্রকল্পটির আওতায় ৬০ দিন ব্যাপী দক্ষ প্রশিক্ষকের মাধ্যমে বিভিন্ন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ যেমন- সেলাই, এমব্রয়টারী, শতরঞ্জি, মোবাইল সার্ভিসিং, বিউটিপার্লার ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পরবর্তী কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করা হয়। ফলে ফুলবাড়ী উপজেলায় উহদ-কনিক প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কার্যক্রম সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্রতা অনেক হ্রাস পেয়েছে।				
	অপ্রধান শষ্য-২য় পর্যায়	কৃষকদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান সহ স্বল্প সুদে ঋণ বিতরণ ও আদায় এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এই এলাকায় ১৯টি অপ্রধান শষ্য যেমন: তৈল, মসলা, ডাল, ভুট্রা,আদা হলুদ জাতীয় ফসলের উৎপাদন ও বাজারজাতকরনের জন্য প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সরবরাহ করা হয় এই প্রকল্পের মাধ্যমে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০২০ হতে ২০২৩-২৪	---	---
কৃষি	চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান,গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষন ও বিতরণ প্রকল্প	৪০টি দলে ১৫জন করে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৮-১৯ হতে ২০২৩-২৪	--	--
	চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা জীব উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প	প্রকল্প এলাকায় ০৭ টি দলে জন কষক আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ব্লক (Compact) আকারে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন করবে।	উপজেলা সকল ইউনিয়ন	২০১৩-১৪ হতে ২০২১-২০২২	--	---
	খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি (২য় পর্যায়) প্রকল্প	বরাদ্দমাফিক অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত কৃষকদের ৫০% উন্নয়ন সহায়তায় আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়। ফলে কৃষি কাজে কৃষকদের অর্থ, শ্রম ও সময় সাশ্রয় হবে।২০১৯-২০২০২০ অর্থ বছরে ৪ জন কম্বাইড হারভেষ্টিং মেশিন ক্রয়ে এই প্রণোদনা প্রদান করা হয়।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১১-১২ হতে চলমান	--	--

	কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প	কৃষি আবহাওয়া তথ্য বিষয়ক কেন্দ্র স্থাপন	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭-১৮ হতে ২০২১-২২	--	--
	রাজস্ব খাতের অর্থায়নে প্রযুক্তি প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ কর্মসূচি	অত্র এলাকার কৃষকদের আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত করে তোলা, শস্য বহুমূখীকরণ করা, উচ্চমূল্যের ফসল আবাদ বৃদ্ধি করা এবং টেকসই কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিত করা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৬-১৭ হতে ২০২২-২৩	--	--
প্রাণিসম্পদ	কৃষিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	এই প্রকল্পটি বাংলাদেশের গবাদি পশুর জাত উন্নয়নের মাধ্যমে দুধ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জনগণের আমিষের চাহিদা পুরণ করার লক্ষ্যে সৃষ্টি	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	জানুয়ারী ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০২৫	--	--
	ব্লাকবেঙ্গল ছাগল পালন উন্নয়ন ও সম্প্রসারন প্রকল্প	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে এই প্রকল্পের কার্যক্রম চালু হয়েছে এবং বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ছাগল পালন বিষয়ে খামারিদের উপকরন সরবরাহ করা হয়।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০২০ হতে ২০২৩-২৪	--	--
	জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ প্রকল্প NATP	পশু পাখি প্রতিপালনের উপর খামারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও উপকরণ সরবরাহ করা হয়।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৬-১৭ হতে ২০২৩-২৪	--	--
	গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রকল্প	গরু হৃষ্টপুষ্টকরনের জন্য খামারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও উপকরণ সরবরাহ করা হয়।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০২০ হতে ২০২৩-২৪	--	--
	পিপিআর রোগ নির্মূল ও ক্ষুরা রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এই প্রকল্পের কার্যক্রম চালু হয়েছে এবং বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে উপজেলায় গবাদিপশুর পিপিআর রোগ নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষুরা রোগ নির্মূল করণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০২০ হতে ২০২২-২৩	--	--
	Livestok and Dairy Development Project	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এই প্রকল্পের কার্যক্রম চালু হয়েছে এবং বারাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০২০ হতে ২০২২-২৩	--	--
মৎস্য	ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	উপজেলার স্থানীয় মৎস্য চাষী, মৎস্য জীবি, মৎস্য ব্যবসায়ী ও স্থানীয় মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ণ ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে মাছের	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	জুলাই ২০১৫ হতে সেপ্টেম্বর ২০২১	--	--

		উৎপাদন বিকল্প আয়-বর্ধক কর্মসঙস্থানের সৃষ্টি হবে।				
	জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ প্রকল্প NATP	প্রান্তিক পর্যায়ে মৎস্যচাষীওে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং সু-নির্দিষ্ট জেলা সমুহে বিপনন ব্যবসায় তাদেও প্রবেশাধিকার উন্নয়ন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৬-১৭ হতে ২০২৩-২৪		
	জলাশয় সঙস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	উপজেলার স্থানীয় মৎস্য চারী, মৎস্য জীবি, মৎস্য ব্যবসায়ী ও স্থানীয় মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ণ ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বিকল্প আয়- বর্ধক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। একইসাথে জলাশয়ের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	জুলাই ২০১৫ হতে চলমান	--	--
সমাজসেবা	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিসন্ধী ভাতা প্রদান কর্মসূচি	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সরকারের একটি জনবান্ধব প্রকল্প। এর আওতায় বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম অন্যতম। যে সমস্ত অসচ্ছল বয়স্ক ব্যক্তির বয়স ৬৫ বছর (পুরুস) এবং ৬২ বছর (মহিলা) তারা ভাতা প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত। একজন ভাতাভোগী মাসে ৫০০ টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	-- ()	--
		বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, বিধবা ও স্বাবী নিগৃহীতা মহিলা কার্যক্রম একটি সময় উপযোগী কার্যক্রম। অসচ্ছল বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাগণ এ ভাতা পেয়ে থাকেন একজন ভাতাভোগী মাসিক ৫০০ টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	--	--
		অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক অধিকার নিশ্চিতকল্পে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম বিশেষ ভুমি পালন করছে। সনাক্তকৃত প্রতিবন্ধীগণ ভাতা পেয়ে থাকেন। একজন ভাতাভোগী ৭৫০ টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি		
	দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ (বয়স্ক) ভাতা	দলিত ও অনগ্রহর জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নে এ ভাতা কার্যক্রম বিশেষ ভূমি পালন করে আসছে। একজন ভাতা ভোগী মাসে ৫০০ টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি		
	বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা প্রদান	বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রমের আওতায় এ উপজেলায় বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা ভোগী	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	--	--

		রয়েছে। হতে একজন মুক্তিযোদ্ধা মাসিক ২০০০০ টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।				
	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি	সনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীগণ শিক্ষা উপবৃত্তি পেয়ে থাকে। প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার্থী বিভিন্ন হারে উপবৃত্তি পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	--	--
	দলিত ও অনগ্রসর সম্পদায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচি	দলিত ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচির আওতায় এ উপজেলায় প্রাথমিক স্তর হতে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন হারে উপবৃত্তি পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	--	--
	সুদমুক্ত ঋণ প্রদান কর্মসূচি	গরীব ও দু:স্থ জনগনের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন নামে অভিহিত প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়। যথা- পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রম, পল্লী মাতৃকেন্দ্র ইত্যাদি।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	--	--
	দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ঋণ প্রদান কর্মসূচি	দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পূনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধীগণ সুদমুক্ত ঋণ পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	--	--
	ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রাপ্ত এতিমদের খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসা সহায়তা কর্মসূচি	এ উপজেলায় সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত এতিমাখানায় ক্যাপিটেশন বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রাপ্ত একজন এতিম শিশু মাসিক ২০০০/- টাকা হারে বরাদ্দ পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	--	--
যুব উন্নয়ন	উত্তরবঙ্গের ৭ টি জেলায় বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প (২য় পর্যায়)	উত্তরবঙ্গের ৭ টি জেলায় বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর মাধ্যমে এলাকার একই গ্রামের ১৮-৩৫ বছরের মধ্যে যাদের বয়স সেই সমস্ত স্বল্প আয়ের বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের গ্রুপ ভিত্তিক বিভিন্ন অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে প্রকল্প ভিত্তিক ঋণ প্রদান করে স্বাবলম্বী/আত্মকর্মী করে গড়ে তোলা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	--	--
মহিলা বিষয়ক	ভিজিটি চক্র	অত্র উপজেলায় দু:স্থ অসহায়, হত দরিদ্র, স্বামী পরিত্যাক্ত এবং বিধবা মহিলাদেরকে প্রতি মাসে মাথা পিছু ৩০ কেজি হারে খাদ্যশষ্য (চাল)	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	--	--

		বিতরণ করা হয় এবং IGA এ প্রশিক্ষন দেওয়া হয়।				
	দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি	অত্র উপজেলার দু:স্থ, অসহায়, হত দরিদ্র, গর্ভবতী মহিলাদেরকে প্রতি মাসে মাসিক ৮০০ টাকা হিসেবে ৩ বছর ভাতা প্রদান করা হয় এবং প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	--	--
	উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক (আইজিএ) প্রশিক্ষণ প্রকল্প	অত্র উপজেলায় দু:স্থ, সহায়, গরীব, স্বামী পরিত্যাক্তা এবং বিধবা মহিলা যাদের বয়স ১৮-৪৫ বছরের মধ্যে তাদেরকে ০৩ তিন মাস পর পর আয়বর্ধক মূলক প্রশিক্ষণ বিউটিফিকেশন ও ভার্মি ট্রেডে প্রশিক্ষনার্থী অত্র কার্যালয়ে ভতি করা হয় এবং প্রশিক্ষনার্থীদেরকে প্রতি মাসে ২০০০ টাকা হিসেবে ভাতা প্রদানসহ সফল প্রশিক্ষণার্থীর মাঝে অভিজ্ঞতা সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	--	--
	নিবন্ধনকৃত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি সমূহের বাৎসরিক অনুদান	সক্রিয় নিবন্ধনকৃত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি সমূহে বাৎসরিক ১৫০০০-২৫০০০অনুদান প্রদান করাহয়।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	--	--
	মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য প্রতি বছর মেয়াদী মাসিক কিস্তিতে ৫০০০-১৫০০০ টাকা আদায়যোগ্য ঋণ প্রদান করা হয়।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	--	--
বন	বৃহত্তর রঙপুর জেলা কেসই সামাজিক বনায়ন প্রকল্প	উপজেলা ১০ কি: মি: সড়কে Street plantation এর আওতায় বৃক্ষরোপন করা হয়।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	--	--

তৃতীয় অধ্যায়ঃ পরিস্থিতি বিশ্লেষন

পরিস্থিতি বিশ্লেষন হচ্ছে উপজেলার বাস্তব অবস্থার একটি চিত্রায়ন। পরিস্থিতি বিশ্লেষনের ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষন ও সন্নিবেশন এমন ভাবে করতে হবে যাতে সম্ভব্য সকল সম্পদ ব্যবহার করে কৌশলগত উদ্ধেশ্য অর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহনে তা সহায়তা করে। পরিস্থিতি বলতে উপজেলায় বসবাসরত মানুষের জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত কওে এমন অভ্যন্তরিন বাহ্যিক কারনগুলোর সম্বলিত বিশ্লেষনকে বোঝায়। তথ্য ও উপাত্ত বিশদভাবে বিশ্লেষনের ক্ষেত্রে উপজেলার মূখ্য উন্নয়ন সম্ভবনা, সুযোগ, সীমাবদ্ধতা, চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি প্রধান উন্নয়ন অগ্রাধিকার গুলির সনাক্তকরণ জরুরী। অতিতের অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলো গুরুত্বপূর্ণ (যেমন:- আগের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হতে প্রাপ্ত শিক্ষা)। কোন লক্ষ অর্জিত হয়েছে এবং কোন লক্ষ অর্জন করা যায়নি এবং কেন অর্জন করা যায়নি সেটা জানতে হবে। কোন উন্নয়ন উদ্দ্যোগ কাজ করেছে এবং কোন উন্নয়ন উদ্দ্যোগ কাজ করেনি? কোন পন্থায় কাজটি গতিশীল করা প্রয়োজন বা কোন পন্থায় বাতিল করা প্রয়োজন? মোদ্দাকথা হলো বর্তমান করা পরিকল্পনার জন্য অতীতের উন্নয়ন কার্যক্রম থেকে উপজেলা প্রয়োজনিয় শিক্ষা গ্রহন করবে।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিস্থিতি বিশ্লেষনে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলির পরিবর্তে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাতসমুহকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে; কেননা বাষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে উন্নয়নের জন্য একটি মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা। যেখানে উপজেলাকে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র বা উন্নয়নের জন্য খাত চিহ্নিত করতে হয়। অপরদিকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সুনিদিষ্ট প্রকল্প অথবা পদক্ষেপ চিহ্নিত করতে হবে।

উপজেলার খাতভিত্তিক বিশ্লেষনে প্রতিটি খাতের জনকেন্দ্রিক সমস্যা চিহ্নিত করে তার অবস্থান, পরিমান ও কারন সমস্যা সমাধানে চলমান কার্যাবলীকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং চলমান কার্যাবলী শেষে ৫ বছর পর আর কতটুক সমস্যা থাকবে তা চিহ্নিত করে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহনের সুপারিশ করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদ তার সক্ষমতা অনুযায়ী সুপারিশ থেকে কার্যক্রম গ্রহন করেছে। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরন বিষয়ক উপজেলা কমিটি ও টিজিপি পরিস্থিতি বিশ্লেষনে উপজেলাকে সহযোগীতা করেছে।

ফুলবাড়ী উপজেলা পরিস্থিতি বিশ্লেষনে আর্থসামাজিক সূচকে তাদের অবস্থানের কারন অনুসন্ধান করেছে। এক্ষেত্রে দেখা গেছে স্বাস্থ্য খাতে উপজেলা সরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমুহের অবকাঠামো ও উপকরনের অপ্রতুলতার কারনে আগত রোগীদের মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে না। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রসমুহে প্রতিষ্ঠানিক ডেলিভারীর সুবিধা অপ্রতুল। জনস্বাস্থ্য খাতে উপজেলার চর এলাকার প্রায় ৫৫০০ দরিদ্র পরিবার নিরাপদ স্যানিটেশন ও খাবার পানি ব্যবহারের আওত্বায় নেই। শিক্ষাখাতে বিশেষ করে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কম। অপ্রতুল অবকাঠামো, শিক্ষা গ্রহনে উন্নত পরিবেশ ও উপকরন সংকট এর অন্যতম কারন। একই সাথে দরিদ্র ছাত্রীদের যাতায়াত সমস্যা, প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরনের অভাব, বাল্যবিবাহ, ছাত্রীবান্ধব স্যানিটেশনের অনুপস্থিতির কারনে বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের উপস্থিতি কম। সরকার স্থানীয় পর্যয়ে যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য রাস্তা,ঘাটের উন্নয়নে ব্যাপক বরাদ্দ প্রদান করেন। উপজেলা পরিষদের সীমিত অর্থে বৃহত্তর পাকা সড়ক নির্মান কষ্টকর বিধায় উ্পজেলা পরিষদ ছোট ছোট সংযোগ সড়ক, গার্ডওয়াল, কালভার্ট, ড্রেন, সড়কবাতি নির্মানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে রয়েছে উপজেলাটি অপার সম্ভবনা। তিস্তার পাদদেশে পলল বাহিত উর্বব ভূমি এখানকার কৃষি স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য ও কৃষিজাত পন্যের যোগানে ভূমিকা পালন করবে। তাই কৃষকের পন্য উৎপাদনে খরচ কমিয়ে আনার জন্য কৃষির আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে পাকা নালা স্থাপন, সোলার চালিত পাম্প স্থাপন সহ কৃষকদের দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একটি জাতীর উন্নয়ন নির্ভর করে তার যুব শক্তির উপর। উপজেলার যুবসমাজহে আধুনিক ও মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে জনসম্পদে রুপান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এছাড়াও অন্যান্য খাতের তথ্য পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহনের সুপারিশ করেছে।

৩.১ বিভাগ ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষনঃ

খাত	সমস্যাসমুহের বিবরণ				সম্প্রতিক চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলি	৫ বছর পর অবশিষ্ঠ সমস্যা	সমস্যা সমাধানে যেসকল কার্যক্রম গ্রহন করা যেতে পারে
	সমস্যার ধরন	অবস্থান	পরিমান/বিস্তৃত	কারণ			
কৃষি বিভাগ	মাত্রাতিরিক্ত বালাইনাশকের ব্যবহার	ফুলবাড়ী উপজেলার ৬ টি ইউনিয়ন	৩০০০০ টি কৃষি পরিবার	১. বালাইনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাব ২. নিরাপদ/জৈব বালাইনাশকের পরিচিতির অভাব	১।নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রদর্শণী স্থাপন ২। কৃষকদের প্রশিক্ষিত করা ৩। নিরাপদ/জৈব	১০০০০ টি ,কৃষক পরিবার প্রশিক্ষণ/প্রদর্শণী পাবে না	১। নিরাপদ ফসলের পৃথক বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা ২।নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রদর্শণী স্থাপন ৩। কৃষকদের প্রশিক্ষিত করা ৪। নিরাপদ/জৈব বালাইনাশক সহজলভ্য করা

					বালাইনাশক সহজলভ্য করা		
	বানিজ্যিক কৃষি খামার স্থাপন	ফুলবাড়ী উপজেলার ৬ টি ইউনিয়ন	৩০০০০ টি কৃষি পরিবার	১।শিক্ষিত কৃষি উদ্যোক্তার অভাব ২। অস্থিতিশীল বাজার ব্যবস্থা	১। শিক্ষিত কৃষি উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা ২। বানিজ্যিক কৃষি খামার স্থাপন ৩। বাজার ব্যবস্থার আধুনিকায়ন	অবশিষ্ট ১০% কৃষকদের দল গঠনের মাধ্যমে বনিজ্যিক কৃষি খামার স্থাপনের চ্যালেঞ্জ	অবশিষ্ট ১০% কৃষকদের দল গঠনের মাধ্যমে বনিজ্যিক কৃষি খামার স্থাপন করা
	কৃষকেরা কৃষি উৎপাদন হতে আর্থিক ভাবে কম লাভবান হচ্ছে।	ফুলবাড়ী উপজেলার ৬ টি ইউনিয়ন	২০০০০টি কৃষি পরিবার	১। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, মাটির স্বাস্থ্য সুষম সারের ব্যবহার বিষয়ে কৃষকদের জ্ঞান ও ধারনা কম থাকা। ২। পাকা সেচ নালা না থাকার দরুন সেচের ২৫% পানি অপচয় হচ্ছে। ৩। বিদ্যুৎ ও ডিজেল খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে।	১। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, মাটির স্বাস্থ্য সুষম সারের ব্যবহার বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষিত করে তোলা ২। পাকা সেচ নালা তৈরি করা	১০০০০ টি ‚কৃষক পরিবার প্রশিক্ষণ/প্রদর্শণী পাবে না	১। ১০০০০ টি কৃষক পরিবার কে জৈব সার উৎপাদনের কৌশল সর্ম্পকিত প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ২। সোলার চালিত পাম্প/গভীর নলকুপ স্থাপন করা যেতে পারে। ৩।২০০০ মিটার পাকা সেচ নালা তৌরী করা যেতে পারে।
মাধ্যমিক শিক্ষা	উপজেলায় মাদ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার আশানুরুপ নয়।	ফুলবাড়ী উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা।	২৩,০০০ ছাত্র-ছাত্রী	১। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশের অভাব রয়েছে। ২। বিদ্যালয়ের শ্রেনীকক্ষ জরাজীর্ন দূর্বল অবকাঠামো, শ্রেনীকক্ষ সংকট। ৩।ছাত্র/ছাত্রীদেও জন্য স্বাস্থ্য সম্মত পৃথক স্যানিটেশন ব্যবস্থা নেই। ৪।বিদ্যালয় সমুহে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টও সেটের অভাব। ৫। সকল শিক্ষার্থীদের মাঝে উপকরনের অভাব	মাধ্যমিক শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগ হতে ৬ টি প্রতিষ্ঠানে/ বিদ্যালয়ে ৪ তলা বিশিষ্ঠ ভবনের নির্মান কাজ চলছে।	৩৯ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১৭টি মাদ্রাসায় দূর্বল অবকাঠামো, শ্রেনীকক্ষ সংকট, স্যানিটেশন সমস্যা, আসবাবপত্র ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টও সংকট থাকবে।	১। ৩৯ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৭টি মাদ্রাসা ও ৫টি কলেজে অবকাঠামো উন্নয়ন ও শ্রেনীকক্ষ নির্মান করা যেতে পারে। ২। প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও পানির ফিল্টার প্রদান করা যেতে পারে। ৩। কমপক্ষে ২০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১০ টি মাদ্রাসায় ওয়াশব্লক নির্মান করা যেতে পারে। ৪। ৩০০০ শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষ

				৬। মাধ্যমিক পর্যায়ে বিশেষ করে মেয়ে শিক্ষার্থীরা ইভটিজিং এর স্বীকার।			উপকরন দেয়া যেতে পারে। ৫। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমুহে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও নারি নির্যাতন বিরোধী ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা যেতে পারে।
	নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পর্যয়ে অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীদের আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি (বিজ্ঞান, ইংরেজী, ও গনিত) বিষয়ে ধারনা কম।	ফুলবাড়ী উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা।	২৬০ শিক্ষক ও ৫০ জন কর্মচারী	১। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের অভাব সহ মাল্টিমিডিয়া কনটেইন্ট। তৈরীতে শিক্ষকদের দক্ষতার অভাব। ২। কর্মচারীরা নথি ব্যবস্থাপনায় কোন প্রশিক্ষণ পান না।	কার্যক্রম নেই।	২৬০ শিক্ষকের মাল্টিমিডিয়া কনটেইন্ট তৈরীর ও ৫০ জন কর্মচারীর আইসিটি বিষয়ের উপর ধারনা কমে যাবে।	১। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের ব্যবস্থা করা সহ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ২। ৫০ জন কর্মচারীর নথি ব্যবস্থাপনা ও আইসিটি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।
মৎস্য বিভাগ	মাত্রাতিরিক্ত মৎস্য খাদ্যের দাম	ফুলবাড়ী উপজেলার ৬ টি ইউনিয়ন	২৮৬০ টি মৎস্য পরিবার	১. মৎস্য চাষে প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব ২. মাছ চাষের উপকরণ ব্যয় অনেক বেশি	১।নিরাপদ মৎস্য উৎপাদনের জন্য প্রদর্শণী খামার স্থাপন ২। মৎস্য চাষিদের প্রশিক্ষিত করা ৩। নিরাপদ মৎস্য খাদ্য ও উপকরণ সহজলভ্য করা	৮০০ টি মৎস্য চাষির পরিবার প্রশিক্ষণ/প্রদর্শণী পাবে না	১। নিরাপদ মৎস্য খাদ্য সহায়তা প্রদান করা ২।নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন প্রদর্শণী স্থাপন ৩। মৎস্য চাষিদের প্রশিক্ষিত করা ৪। নিরাপদ মৎস্য চাষের উপকরণ সহজলভ্য করা
	মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন	ফুলবাড়ী উপজেলার ৬ টি ইউনিয়ন	৩০০ টি জেলে পরিবার	১।মৎস্য সংরক্ষণ আইন ও এর সুফল জ্ঞানের অভাব ২। মৎস্য আবাসস্থল ও জলজ পরিবেশ দূষণ ৩। ডিম ওয়ালা, দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ বিলুপ্তি	১। মৎস্যজীবি ও জেলেদেও সচেতনতা বৃদ্ধি করা ২। মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন ৩। নিয়মিত মৎস্য সুরক্ষা	৫ বছর পরে পুরাতন অভয়াশ্রম মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা চ্যালেঞ্জ	১ বছর পর পর পুরাতন অভয়াশ্রম মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা।

					আইন বাস্তবায়ন		
যুব উন্নয়ন	উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যলয়ে আগত সেবা গ্রহনকারীগণের যুগপোযোগী সেবা পাচ্ছেনা।	উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যলয়	সেবাগ্রহীতাগণ	১। আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নেই। ২। গতানুগতিক বরাদ্দ। ৩। দক্ষ প্রশিক্ষকের অভাব।	সীমিত পর্যায়ে	-	১। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে। ২। সময়োপযোগী খাতে বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে। ৩। দক্ষ প্রশিক্ষক তৌরী করার উদ্দোগ নিতে হবে।
স্বাস্থ্য বিভাগ	হাসপাতাল, উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকে আগত রোগীগণ মানসম্মত সেবা হতে বঞ্চিত হচ্ছে	হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিক	উপজেলার সকল জনসাধারন	১। স্বাস্থ্য কেন্দ্র সমুহে বিদ্যুৎ সংযোগের ঘাটতি। ২। পর্যাপ্ত আসবাবপত্রের অভাব। ৩। ভবন সমুহ ভঙ্গুর জীর্ণ। ৪। রোগীদের বসার ব্যবস্থা নেই। ৫।কমিউনিটি ক্লিনিক সমুহে বাউন্ডারী না থাকায় নিরাপত্তার অভাব রয়েছে।	কোন কার্যক্রম নেই	হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিক হতে মানুষ সেবা বঞ্চিত হচ্ছে।	১। প্রতিষ্ঠান সমুহে সোলার সিস্টেম স্থাপন করা যেতে পারে। ২। স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিক সমুহে আসবাবপত্র দেয়া যেতে পারে। ৩। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা যন্ত্রপাতি দেয়া যেতে পারে। ৪। কমিউনিটি ক্লিনিক সমুহ মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী করা যেতে পারে।
	স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স -এ আগত সেবা গ্রহনকারীগণ মানসম্মত সেবা গ্রহনে সমস্যা গ্রস্ত হচ্ছে।	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	২৫০০০ জন রোগী	১। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যাৎ সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। ২। হাসপাতালে পর্যাপ্ত সংক্ষক চিকিৎসা সামগ্রী/যন্ত্রপাতি নেই। ৩। পৃথক নিরাপদ প্রসব কেন্দ্র নেই। ৪। হাসপাতালের বাইরে কোন টয়লেট নেই। ৫। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এর কোন ড্রেনেজ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নেই।	কার্যক্রম নেই	স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স -এ আগত ২৫০০০ সেবা গ্রহনকারী সেবা হতে বঞ্চিত হবে।	১। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স - এ শক্তিশারী জেনারেটর প্রদান। ২। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স - এ আসবাবপত্র ও চিকিৎসা যন্ত্রপাতি প্রদান করা যেতে পারে। ৩। ওটি রুমের যন্ত্রপাতি দেয়া যেতে পারে। ৪। নিরাপদ প্রসবকেন্দ্র নির্মান করা যেতে পারে। ৪। হাসপাতালের বাইরে কোন টয়লেট স্থাপন করা যেতে পারে। ৪। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে -এ আধুসিক ড্রেনেজ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইউনিট তৈরী করা যেতে পারে।

পরিবার পরিকল্পনা	পরিবার পরিকল্পনার স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি গ্রহনের হার বৃদ্ধি	সমগ্র ফুলবাড়ী উপজেলা	দুই বা তদুর্ধ সন্তান বিশিষ্ট পরিবার/ এক বা তদুর্ধ সন্তান বিশিষ্ট পরিবার/ নব বিবাহিত ও এক সন্তান বিশিষ্ট পরিবার	১). অপরিকল্পিত গর্ভধারণ রোধ ২). পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কম ৩). বারবার পদ্ধতি নেয়ার ঝামেলা নেই ৪). বিশেষঙ্গ চিকিৎসক কর্তৃক সম্পাদন ৫). সরকার নির্ধারিত অল্প প্রণোদনা প্রদান	১). মাঠ কর্মীদের মাধ্যমে মোটিভেশন ২). ক্যাম্পেইন পরিচালনার মাধ্যমে সম্পাদন	১). অনাহূত ভীতি ২). কুসংস্কার ৩). ধর্মীয় গোঁড়ামি ৪). গুজবে কান দেয়া ৫). জনবল ঘাটতি	১). ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে স্বাভাবিক প্রসব সেবা গ্রহণকারীকে মাতৃত্বকালীন ভাতা দিয়ে সহযোগিতা করা ২). সকল পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ৩). বিলবোর্ড স্থাপন ও লিফলেট বিতরণ করা ৪). বিদ্যমান বিভিন্ন কমিটির কার্যপরিধি বৃদ্ধি সহ নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান ও ফলোআপ নেয়া ৫). দুর্গম এলাকা/চরাঞ্চলে বিশেষ ক্যাম্পেইন করে অবগত করা ৬). সেবা কেন্দ্রের আধুনিকীকরণ ৭). নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ ৮). উপজেলা পরিষদের সহযোগিতায় ওয়ার্ড ভিত্তিক সভা/কর্মশালার আয়োজন করা ৯). ধর্মীয় ব্যক্তিদের নিয়ে আলাদা ফোরাম তৈরি ১০). সরকারি বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে জোরদার সমন্বয় বাড়াতে হবে
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে স্বাভাবিক প্রসব সেবা বৃদ্ধি/ সিএসবিএ দ্বারা বাড়িতে স্বাভাবিক প্রসব সেবা/ মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা	সমগ্র ফুলবাড়ী উপজেলা	সকল গর্ভবতী মা ও ০-৫ বছর বয়সী শিশু	১). পরিকল্পিত গর্ভধারণ ২). ঝামেলা মুক্ত নিরাপদ প্রসব ৩). প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি প্রদান ৪). প্রশিক্ষিত ব্যাক্তি কর্তৃক সম্পাদন ৫). সকল সেবা বিনামূল্যে প্রদান ৬). অপ্রয়োজনীয় সিজার রোধ	১). মাঠ কর্মীদের মাধ্যমে মোটিভেশন ২). প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব বৃদ্ধি ৩). প্রয়োজনে উচ্চতর কেন্দ্রে রেফার ৪). ২৪/৭ স্বাভাবিক প্রসব সেবা চলমান	১). অনাহূত ভীতি ২). কুসংস্কার ৩). ধর্মীয় গোঁড়ামি ৪). গুজবে কান দেয়া ৫). জনবল ঘাটতি ৬). অযথা সিজার রোধ	
	পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভা/কর্মশালা	সমগ্র ফুলবাড়ী উপজেলা	সকল সক্ষম দম্পতি	১). দাম্পত্যের শুরু থেকেই ধারণা থাকা প্রয়োজন ২). শ্রেণি বিন্যাস করে আলোচনা ৩). সুন্দর আগামির জন্য পরিকল্পিত পরিবার ৪). সুবিধা অসুবিধা আলোচনা করে স্বামী-স্ত্রী মিলে সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা ৫). সেবা প্রাপ্তির জন্য মাঠকর্মী ও সেবা কেন্দ্রের পরিচিতি তুলে ধরা ৬). ড্রপ আউট ও অপূর্ণ চাহিদার হার হ্রাস করা	১). মাঠ কর্মীগণ বাড়ি বাড়ি পরিদর্শনের মাধ্যমে কার্যাদি সম্পন্ন করা ২). বাল্য বিয়ে রোধে পরামর্শ প্রদান	২০ %	
প্রাণিসম্পদ	উপজেলার গবাদি পশু পালন কারি পরিবার গন আর্থিক ভাবে	সমগ্র ফুলবাড়ী উপজেলা	৪৭৮৪৬টি পরিবারের মধ্যে গরু-৭৯৭৮৩	১।গবাদি পশু -পাখিকে পর্যপ্ত পরিমানে সঠিক সময়ে টিকা,কৃমিনাষক প্রদান না করায় প্রতি বছর প্রচুর সংখ্যক	উপজেলা প্রানিসম্পদ হতে টিকাপ্রদান করা হচ্ছে ।	টিকার মুল্য হ্রস ,পর্যাপ্ত কৃমিনাষক ও ঔষধ সরবরাহ।	১।উপজেলা পরিষদ হতে কৃমিনাষক ও ঔষধ প্রদান,সরকারি ভাবে ভরতুকি দেয়া ।

	ক্ষতির সম্মুখিন হচ্ছেন		ছাগল-৭৬৭৫৮ ভেরা-১০৩০০ মুরগি-৪৫৬৫৩০ হাঁস-২৬৬৯৭৪ কবুতর -১৪০১৫৩ মহিষ-১৫৭	গবাদি পশু-পাখি বিভিন্ন রোগ জনিত কারনে বিষেশত ক্ষুরা ,ছাগল ভেরা পিপিআর ও দেশি মুরগি রানিক্ষেত রোগে মারা যায় । ২। গবাদি পশুর কৃমিনাষক প্রয়োগ ভ্যাক্সিনেষন ও পালন পদ্ধতি বিষয়ে পালন কারিদের দক্ষতার অভাব । ৩। প্রান্তিক সেবাকেন্দ্র/প্রজনন সমুহে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব।			২। প্রান্তিক সেবাকেন্দ্র/প্রজনন কেন্দ্র সমুহে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা যেতে পারে।
পল্লী উন্নয়ন	ঋন গ্রহীতারা ঋণ পরিশোধে অনিহা দেখাচ্ছে ফলে খেলাপি ঋণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।	উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন	২৫০০ ঋনগ্রহীতা	১। সঠিকখাতে বিনিয়োগ করতে না পারা। ২। ঋণ পরিশোধে অনিহা ও অপারগতা প্রকাশ।	কার্যক্রম নেই।	২৫০০ জন ঋণগ্রহীতা	১। উপজেলার ২৫০০ জন ঋ গ্রহীতার দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।
মহিলা বিষয়ক	বাল্য বিবাহের হার	উপজেলার সকল ইউপি	×	দারিদ্র,কুসংস্কার,অশিক্ষা অসচেনতনতা	১। উঠান বৈঠক ২। সভা, কর্মশালা	বাল্য বিবাহের হার হ্রাস পাবে।	১। উঠান বৈঠক সভা বৃদ্ধি করা। ২। প্রশিক্ষনের পরিমান বৃদ্ধি।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	দুর্যোগপূর্ন, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে জনগন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে	সমগ্র ফুলবাড়ী উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন	উপজেলার সকল জনগন	১। দুর্যোগ সময় জনগনের করনীয় সর্ম্পকে ধারনার অভাব। ২। দুর্যোগকারীন ও পরবর্তী সময়ে উদ্ধার কাজ পরিচালনার জন্য স্বেচ্ছাসেবক নাই। ৩। উদ্ধার কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় রেস্কিউ বোর্ড নাই।	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় হতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগনের মাঝেত্রান সহায়তা প্রদান।	৫০%	১। প্রতিটি ইউনিয়নে ও পৌরসভায় ১টি করে দুর্যেগ ব্যাবস্থাপনা স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ও প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ২ ।সকল জনপ্রতিনিধিদের দুর্যেগ ব্যাবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
জনস্বাস্থ্য	ক) উপজেলার দরিদ্র পরিবার সমূহ ও শিক্ষা প্রতিষ্টনে অধ্যায়ন রত	ফুলবাড়ী উপজেলার ৬ টি ইউনিয়ন	-	১। আয়রন ও আর্সেনিক মুক্ত নলকুপ। ২। স্বাস্থ্য সম্মত্য স্যানিটেশনের সচেতনের অভাবে।	১। সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও অগ্রাধিকার	-	নলকুপ স্থাপন,ওয়াশ ব্লক নির্মান, আর্সেনিক স্কিমিং ।

	ছাত্র-ছাত্রীরা পানী বাহিত রোগের যুকির মধ্যে আছে। খ) স্বাষ্থ্য সম্মত্য স্যানিটেশন ব্যবস্থা না থাকার কারনে বিভিন্ন ধরনের রোগের যুকি আছে।			৩। হাইজিন বিষয় সচেতনের অভাবে। ৪। শিক্ষা প্রতিষ্টনে অধ্যায়ন রত ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাষ্থ্য সম্মত ওয়াশ ব্লক এর অভাব।	মুলক গ্রামীন পানী সরবরাহের ১৮৪ অগভীর নলকুপের কাজ প্রক্রিয়াধীন ।		
প্রাথমিক শিক্ষা	শতভাগ ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী যথাসময়ে অথবা একেবারেই প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারছে না।	ফুলবাড়ী উপজেলার ৬ টি ইউনিয়ন	ঝরে পড়ার হার কমাতে হবে		১। উপবৃত্তি ২। স্কুল ফিডিং ৩। হোম ভিজিট ৪। উঠান বৈঠক	সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনা সম্ভব হবে।	চলমান কার্যক্রমগুলোকে চলমান করা।
যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	জনগন উপজেলার বিভিন্ন পরিসেবা সমুহে গমনের ক্ষেত্রে সমস্যার সমুক্ষিণ হচ্ছেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	১৫ টি কাচা সড়ক পাকা করতে হবে। ১৫০ টি সোলার শক্তির সড়ক বাতি স্থাপন করতে হবে। ঈানি নিস্কাসনের জন্য নালা নির্মান।	১। রাস্তা সমুহে সড়ক বাতি নেই। ২। রাতের বেলা জরুরী প্রয়োজনে মানুষ সেবা নিতে আসতে পারে না। ৩। বর্ষাকালে কাচা রাস্তা সমুহ চলাচলের অনুপোযুগী হয়ে পরে। ৪।উপজেলার গুরুত্বপুর্ন সড়কের পাশে পানি নিস্কাশনের জন্য ড্রেন বা নালা নেই।	সীমিত পরিসরে বিদ্যমান	উপজেলার ৫০% সড়ক কাচা থাকবে।	১। রাস্তা সমুহে সড়ক বাতি স্থাপন করতে হবে। ২। গুরুত্বপূর্ণ কাচা রাস্তা সমুহ চলাচলের উপযোগী করে তুলতে হবে। ৪।উপজেলার গুরুত্বপুর্ন সড়কের পাশে পানি নিস্কাশনের জন্য ড্রেন বা নালা নির্মান করতে হবে।
	টেকসই উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।	নির্মানাধীন সড়ক ও অবকাঠামো সমুহ	সমগ্র উপজেলায়	১। নির্মান শ্রমিকরা প্রশিক্ষিত না। ২। টেকসই উন্নয়ন প্রযুক্তি সর্ম্পকে মালিক-শ্রমিক পর্যায়ে জ্ঞানের অভাব।	কো কার্যক্রম নেই	টেকসই অবকাঠামো নির্মান শুরু হবে।	১। নির্মান শ্রমিক/ইলেকক্ট্রিক/পানি লইন ফিটিং শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। ২। টেকসই উন্নয়ন সর্ম্পকে জন সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচী গ্রহন করতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়: রূপকল্প ও বাজেট বিবরণী

৪.১ ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের রূপকল্পঃ

পরিস্থিতি বিশেষষণের ভিত্তিতে ফুলবাড়ী উপজেলা পরিষদ তার রূপকল্প, খাতওয়ারী লক্ষ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফল এমনভাবে নির্ধারণ করবেন যেন উপজেলা পরবর্তী পাঁচ বছরের উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২২-২৩ প্রণয়নে পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২১-২০২৬ এর রূপকল্পকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

উন্নয়ন পরিরকল্পনার ক্ষেতে রূপকল্প একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রূপকল্প হচ্ছে উপজেলা এবং এর জনসাধারণের কাঙ্খিত পরিস্থিতি বা চিত্র। উপজেলার প্রেক্ষিতে রূপকল্প হচ্ছে উপজেলা এবং এর জনসাধারণের দ্বারা স্থিরকৃত কাঙ্খিত পরিস্থিতি বা চিত্র। এটা জনসাধারণের নিকট ব্যক্ত করা উপজেলার ভবিষ্যত চিত্র এবং উপজেলা কি করতে চায় এবং কোথায় যেতে চায়। সে কারণে এটা উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে এবং উপজেলার ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধাণের সহায়তা করে। এই প্রেক্ষাপটে, একটি গুরুত্বপূর্ণ পশ্ন হচ্ছে, "আপনি ভবিষ্যতে আপনার উপজেলাকে কিভাবে দেখতে চান"?

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২২-২৩ প্রণয়নে উপজেলা পরিষধ সর্বসম্মতিক্রমে নিম্মোক্ত রূপকল্প নির্ধারণ করেছে যেখানে ৭ টি বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করেছে, যা কিনা এই উপজেলার জনগণের জীবযাত্রার মান উন্নয়নে ভূমি রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

"ফুলবাড়ী উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ ও জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ, কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, মাদক সেবন ও বল্যবিবাহ রোধ, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরীর মাধমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, এবং ক্রীড়া ও সংস্কৃতির বিকাশ করে জনগণের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন"।

৪.২ উপজেলা পরিষদের বাজেট সার-সংক্ষেপ (২০২২-২০২৩ অর্থ বছর)

ফুলবাড়ী উপজেলা পরিষদের বাজেট

(২০২২-২০২৩ অর্থবছর)

ফরম-'ক" (বিধি-৩ দ্রষ্টব্য)

বাজেট সার-সংক্ষেপ

বিবরণ		পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ২০২১-২০২২	চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট ২০২২-২০২৩	পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০২৩-২০২৪
অংশ-১	**রাজস্ব হিসাব**			
	প্রাপ্তি			
	রাজস্ব	১,৩৬,৮৯,৭৫৩.০৮	২,০০,০০,০০০	২,১৫,০০,০০০
	অনুদান			
	মোট প্রাপ্তি	১,৩৬,৮৯,৭৫৩.০৮	২,০০,০০,০০০	২,২০,০০,০০০
	বাদ রাজস্ব ব্যয়	১,২৮,১৪,২৫৩.০৮	১,১০,০০০,০০০	১,২৫,০০,০০০
	রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ঘাটতি (ক)	৮,৭৫,৫০০	৯০,০০,০০০	৯৫,০০,০০০
অংশ-২	উন্নয়ন হিসাব উন্নয়ন অনুদান	১,৮০,৫৩,৩১৩	১,০০,০০,০০০	১,১০,০০,০০০
	অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা	-		
	মোট (খ)	১,৮০,৫৩,৩১৩	১,০০,০০,০০০	১,১০,০০,০০০
	মোট প্রাপ্ত সম্পদ **(ক+খ)**	১,৮৯,২৮,৮১৩	১,৯০,০০,০০০	২,০৫,০০,০০০
	বাদ উন্নয়ন ব্যয়	১,৮০,৫৫,৩১৩	১,৭০,০০,০০০	১,৭৫,০০,০০০
	সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	৮,৭৩,৫০০	২০,০০,০০০	৩০,০০,০০০
	যোগ প্রারম্ভিক জের **(১ জুলাই)**	০	১৯,০২,১৯২	৩৯,০২,১৯২
	সমাপ্তি জের	৮,৭৩,৫০০	৩৯,০২,১৯২	৬৯,০২,১৯২

ফরম খ

(বিধি-৩ এবং আইনের চতুর্থ তফসিল দ্রষ্টব্য)

রাজস্ব হিসাব প্রাপ্ত আয় অংশ-১ঃ-

আয়			
প্রাপ্তির বিবরণ	পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত	চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট	পরবর্তী বৎসরের বাজেট
১	২	৩	৪
রাজস্ব	১,৩৬,৮৯,৭৫৩.০৮	২,০০,০০,০০০	২,১৫,০০,০০০

অংশ ১-রাজস্ব হিসাব

ব্যয়			
ব্যয়ের খাত	পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ২০২১-২০২২	চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট ২০২২-২০২৩	পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০২৩-২০২৪
১	২	৩	৪
১। <u>সাধারণ সংস্থাপন/প্রাতিষ্ঠানিক</u>			
ক. সম্মানী/ভাতা	১৩,৮৩,০০০	১৪,৪১,৫০০	১৬,০০,০০০
খ. কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন-ভাতা			
(১) উপজেলা পরিষদ কর্মচারী	৩,৫৬,৪০০	৪,৫০,০০০	৭,০০,০০০
(২) দায়যুক্ত ব্যয় (সরকারী কর্মচারী সম্পর্কিত)	-		
(৩) ইউপি সচিব, হিসাব সহকারী কাম কম: অপাটেরদের বেতন	-	-	-
গ. অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়	১২,৯৩,৫৬৩		
ঘ. প্রাচীর ও গৃহ নির্মান/সংস্কার	৬,৫০,০০০	১০,০০,০০০	১০,০০,০০০
ঙ. উপজেলা পরিষদ বাসাবাড়ি সংস্কার/রক্ষণাবেক্ষণ	১০,০০,০০০	১০,০০,০০০	১০,০০,০০০
চ. আনুতোষিক তহবিলের স্থানান্তর	-		
ছ. যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী	১,২০,০০০	৫,০০,০০০	৭,০০,০০০
২। কর আদায়ের জন্য ব্যয়	-		
৩। অন্যান্য ব্যয়	৫,০০,০০০		
ক. টেলিফোন	৩,৫০০	৩০,০০০	৫০,০০০
খ. ইন্টারনেট	১৮,০০০	১৮,৫০০	৩০,০০০
গ. বিদ্যুৎ বিল	১,৩৯,৬২২	২,০০,০০০	৩,০০,০০০
ঘ. অফিস সরঞ্জাম ক্রয়	৩,০০,০০০	৫,০০,০০০	৬,০০,০০০
ঙ. আসবাবপত্র সংগ্রহ ও মেরামত	৩,৫০,০০০	৫,০০,০০০	৫,৫০,০০০
চ. পৌর কর		২,০০,০০০	৩,১০,০০০
ছ. গ্যাস বিল	-		

জ. পানির বিল	-		
ঝ. ভূমি উন্নয়ন কর	১৪,৬২০	১,০০,০০০	১,০০,০০০
ঞ. অভ্যন্তরীণ অডিট ব্যয়	-		
ট. মামলা খরচ	-		
ঠ. আপ্যায়ন ব্যয়	৩,৬০,০০০	৪,০০,০০০	৫,০০,০০০
ড. স্থায়ী কমিটির আপ্যায়ন ব্যয়	৫২,০০০	৬০,০০০/-	৬০,০০০/-
ড. রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্ভিসের জন্য ব্যয়	১১,০০,০০০		

অংশ-২ উন্নয়ন হিসাব
প্রাপ্তি

ব্যয়			
প্রাপ্তির বিবরণ	পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ২০২১-২০২২	চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট ২০২২-২০২৩	পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০২৩-২০২৪
১	২	৩	৪
১। অনুদান (উন্নয়ন) ক. সরকার খ. অন্যান্য উৎস (যদি থাকে, নির্দ্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে) ২। স্বেচ্ছা প্রণোদিত চাঁদা	১,৩৫,৩৫,০০০	১,১৫,৯০,০০০	১,৫০,০০,০০০
৩। রাজস্ব উদ্বৃত্ত	৬৭,৩১,৩১৩	৮০,০০,০০০	৯০,০০,০০০
মোট প্রাপ্তি (উন্নয়ন হিসাব)	২,০২,৬৬৩১৩	১,৯৫,৯০,০০০	২,৪০,০০,০০০

অংশ-২ উন্নয়ন হিসাব
ব্যয়

প্রাপ্তির বিবরণ	পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ২০২১-২০২২	চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট ২০২২-২০২৩	পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০২৩-২০২৪
১	২	৩	৪
১। কৃষি ও সেচ	১২,০৫,০০০	১৫৯৯০০০	২৪২৩০০০
২। শিল্প ও কুটির শিল্প	৭,৯১,০৫০	৭৯৯৫০০	১২১০০০০
৩। ভৌত অবকাঠামো	২৩,৭৩,১৫০	২৩৯৮৫০০	৩৬৩০০০০
৪। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো	২৩,৭৩,১৫০	২৩৯৮৫০০	৩৬৩০০০০
৫। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	২৩,৪২,৮৮৩	১৫৯৯০০০	২৪২০০০০
৬। বিবিধ (প্রয়োজনে অন্যান্য খাতের এইরূপ ব্যয় উল্লেখ করিতে হইবে)	১৬,৯১,০৫০	৭৯৯৫০০	১২১০০০০
৭। সেবা	১৫,৮২,১০০		
৮। শিক্ষা	২৩,৭৩,১৫০	১৫৯৯০০০	২৪২০০০০
৯। স্বাস্থ্য	৭১১০৫০	২৩৯৮৫০০	৩৩৩০০০০
১০। দারিদ্র হ্রাসকরণঃ সামাজিক নিরাপত্তা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা	৭১১০৫০	৭৯৯৫০০	১২১০০০০
	৭১১০৫০		
১১। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	৭১১০৫০	৭৯৯৫০০	১২১০০০০
১২। মহিলা, যুব ও শিশু উন্নয়ন	২৬,৯০,৫৮০	৭৯৯৫০০	১২১০০০০
১৩। দুর্যোগ ব্যবস্থা ও ত্রাণ		৭৯৯৫০০	১২১০০০০
১৪। সমাপ্তি জের			
মোট ব্যয় (উন্নয়ন হিসাব)	২.০২.৬৬,৩১৩	১,৬৭,৮৯,৫০৩	২,৫১,১৩,০০৪

ফরম-গ
(বিধি-৫ দ্রষ্টব্য)

উপজেলা পরিষদের নিয়মিত কর্মচারীদের বিবরণী

অর্থ বৎসর ২০২২-২০২৩

বিভাগ/শাখা	ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	বেতনক্রম	মহার্ঘ ভাতা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬
উপজেলা পরিষদ	০১	জীপ চালক	০১	-	-
	০২	মালী	০১	৫৫০/-	-
	০৩	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	০১	৫৫০/-	-

প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল	অন্যান্য ভাতাদি	মাসিক গড় অর্থের পরিমাণ	বাৎসরিক প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণ	মন্তব্য
৭	৮	৯	১০	১১
-				
-				

ফরম-ঘ
(বিধি-৫ দ্রষ্টব্য)

উপজেলার কোন বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরকার হইতে প্রাপ্ত অর্থের বিবরণী

অর্থ বৎসর ২০২২-২০২৩

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণী	সরকার হইতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমান	চলতি অর্থ বৎসরে ব্যয়িত অথবা সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ	সম্ভাব্য স্থিতি	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
-	-	-	-	-	-

পঞ্চম অধ্যায়

(বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য)

৫.১ পরিকল্পনা কি

কোন দেশের ভবিষ্যত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সম্ভাবনা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সিদ্ধান্ত গস্খহণ ও কার্যক্রম প্রণয়নের সনাতন প্রক্রিয়া হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা। এর মাধ্যমে দেশের রুপকল্প লাভ করা সম্ভব হয় যার মাধ্যমে সরকার দেশ ও জনসাধারণের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা হচ্ছে কোন দেশের সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য এশটি মধ্য-মেয়াদী পরিকল্পনা। এাঁ ব্যতীত সরকারের পক্ষে রুপকল্পের আলোকে কার্যকরভাবে দক্ষতার সাথে উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ এবং আর্থিক বরাদ্দ ও মানব সম্পদ নিয়োজিত করা সম্ভব নয়।

একই সাথে, জনগণকে অবশ্যই পরিকল্পনা প্রণয়ণে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং এই প্রক্রিয়ায় তারাও পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে উদ্বুদ্ধ হবে। এভাবে জনসাধারণ আউটপুট মনিটরিং এবং ফলাফল ও প্রভাব মূল্যায়নে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবেন।

বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে স্বাধীনতা পরবর্তি সময়ে পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা হয় এবং এশটি জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক এশটি দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা' (২০১০-১১ হতে ২০২০-২১) এবং মধ্য-মেয়াদী পরিকল্পনা 'সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা' প্রণীত হয়েছে। সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে:

ক) জিডিপি প্রবৃদ্ধি উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি ও দ্রুত দারিদ্র হ্রাস।

খ) উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি নাগরিকের সম্পৃক্ততা ও সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য নাগরিক ক্ষমতায়নের জন্য এশটি বৃহত্তর আঙ্গিকের কৌশল নির্ধারণ।

গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন সহনীয় এশটি টেশসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া নির্মাণ, প্রাকৃতিক সম্পদেও টেশসই ব্যবহার, অনিবার্য নগরায়নের সফল ব্যবস্থাপনা।

এছাড়াও, ২০১৫ সালে সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করায় বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছে এবং এশটি মধ্যম আয়ের দেশে রুপান্তরের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

৫.২ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ

বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকারের পরিকল্পনা বিদ্যমান রয়েছে। জাতীয় ও অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনা নিচে উল্লেখ করা হলো।

৫.২.১ জাতীয় পরিকল্পনাসমূহ

জাতীয় পরিকল্পনাসমূহের মধ্যে রয়েছে ১) পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ ২) সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০; এবং ৩) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্তৃপক্ষ হিসেবে পরিকল্পনা কমিশন এর দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের ধারণা, প্রত্যাশা ও রাজনৈতিক লক্ষ্যসমূহকে সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে প্রতিফলন ঘাঁনো এবং এগুলোকে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা। পরিকল্পনা কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ এবং অনুমোদন করা।

৫.২.২ খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে কোন এশটি নির্দিষ্ট খাতের জন্য বিস্তৃত পরিসরের পরিকল্পনা যেমন; কৃষি, মৎস্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ ইত্যাদি। কোন এশটি নির্দিষ্ট খাতের সঠিক ও টেশসই পদ্ধতিতে উন্নয়নের জন্য উপ-খাত ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

উপজেলা পর্যায়ে সাধারণত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এনবিডি-এর নিজস্ব খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা থাকে যা (১) এ উল্লিখিত জাতীয় পরিকল্পনা অনুসাওে প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। যেমন; যোগাযোগ ও পরিবহন খাতে বাংলাদেশ সড়ক মাস্টার প্লান (আরএমপি) ২০০৭, যেখানে নতুন সড়ক নির্মানের বিস্তারিত ভৌত কাঠামোগত পরিকল্পনা প্রদান করা হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতের জন্য, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১০ হচ্ছে খাত ভিত্তিক পরিকল্পনার এশটি উদাহরণ। জাতীয় পশু সম্পদ সম্প্রসারণ নীতিমালায় পশু সম্পদ খাতের বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রদান করেছে। উক্ত খাতওয়ারি পরিকল্পনাসমূহ বিভিন্ন পর্যায়ে প্রণীত হয়ে থাকে এবং এর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোন একক নির্দেশিকা সরবরাহ করা হয় না। এ ধরনের খাতওয়ারি উন্নয়ন পরিকল্পনা জাতীয় পরিকল্পনা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

৫.২.৩ উপজেলা পর্যায়ের পরিকল্পনাসমূহ

উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় চাহিদা, অগ্রাধিকার, সক্ষমতা ও সম্পদেও প্রাপ্যতা বিবেচনা করে উপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনায় ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলায় কর্মরত এনবিডিসমূহের চাহিদার অগ্রাধিকারের প্রতিফলন থাকা বাঞ্ছনীয়।

এসব প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ও একীভূত পরিকল্পনাই উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা হওয়া দরকার। উক্ত পরিকল্পনায় জাতীয় ও খাতওয়ারি পরিকল্পনাসমূহের প্রতিফলন থাকতে হবে এবং স্থানীয় বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে জাতীয় ও খাতওয়ারি লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখতে হবে।

❑ উপজেলা পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা

পঞ্চ-বার্ষিক প্ররিকল্পনা উপজেলা পরিষদের একটি মধ্যম মেয়াদের পরিকল্পনা। উক্ত পরিকল্পনাটি সমন্বিত প্রকৃতির (comprehensive) হওয়া উচিৎ এবং এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের যেমন; ইউনিয়ন, পৌরসভা, এনবিডি, এনজিও ও ব্যক্তিখাতের প্রস্তাবনাসমূহ অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিৎ। উক্ত পরিকল্পায় ভিশন, উদ্দেশ্যসমুহ,উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ, অগ্রাধিকার প্রকল্প/স্কিম এবং সময়াবদ্ধ বাস্তবায়নসূচী থাকতে হবে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে করে এঁা জাতীয় ও খাতওয়ারি পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং উহাতে অবদান রাখতে পারে।

❑ উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে উপজেলার বার্ষিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা। এতে প্রকল্প, প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যয়, তহবিলের উৎস, বাস্তবায়ন কৌশল, বাস্তবায়নকারি সংস্থা, পরীবিক্ষণ পদ্ধতি (monitoring mechanism) ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদিত পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার বাৎসরিক বিভাজন হওয়া বাঞ্চনীয়।

৫.২.৪ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্ম-প্রবাহ ও সময়সূচি

এলজিডি'র নির্দেশিকা[1] অনুসারে উপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত পরিকল্পনা অনুসারে সকল উন্নয়ন প্রকল্প (স্কিম) গ্রহন করতে হবে।

সাধারণভাবে উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় রেখে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে:

- ❑ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত মধ্যম-মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশল
- ❑ বিদ্যমান পরিষ্থিতি (জরুরী এবং/ বা গুরুত্বপূর্ণ)
- ❑ বিদ্যমান অগ্রাধিকার প্রকল্প ও স্কিম
- ❑ আর্থিক সম্পদেও প্রাপ্যতা এবং
- ❑ প্রকল্প বাস্তবায়নের কারিগরি সক্ষমতা

যেহেতু পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম তাই বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাকে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত হতে হবে।

প্রতি উপজেলার অর্থ বছর অর্থাৎ ১ জুলাই থেকে ৩০ জুন হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দিষ্ট সময়কাল। সে কারণে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া প্রতি বছর এপ্রিল মাসে উদ্যোগ গশ্বহণ কওে জুন মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে।

৫.২.৫ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রণয়ন প্রক্রিয়া নিচের চিত্র ১ এ উপস্থাপন করা হলো।

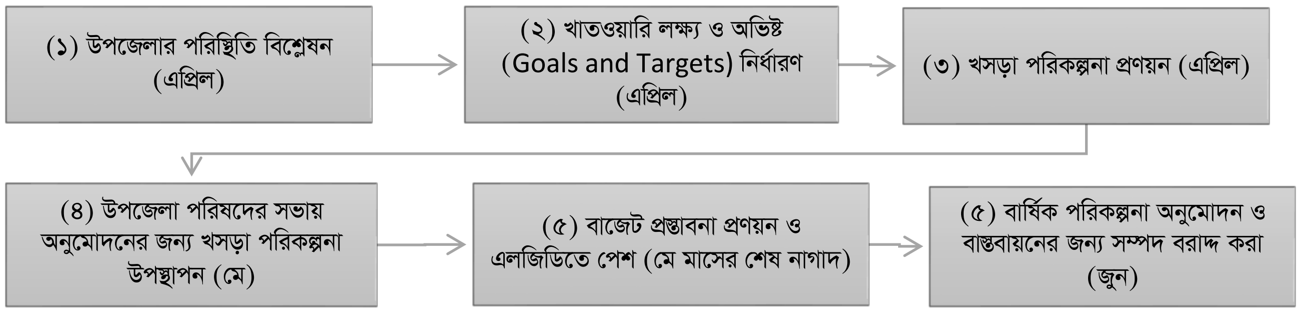

চিত্র ১: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ

উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছে। একইসাথে প্রত্যেক ধাপের জন্য প্রয়োজনীয় সময় সম্পর্কেও আলোচনা করেছে এবং বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ কররছে। উপজেলা পরিষদ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তার জন্য এশটি কারিগরি কমিটিও গঠন করে। বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়ার সুপারিশকৃত ফরম্যাট নিম্নে এ প্রদর্শন করা হলোঃ

৫.৩ পরিকল্পনার ফরম্যাট

বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর তালিকা	দায়িত্বশীল ব্যক্তি	স্থান	গময়সীমা	পদ্ধতি
সংশ্লিষ্ট মহলের সাথে পরামর্শ	বিভিন্ন সরকারি বিভাগের ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ	ইউপি, ইউডিসিসি ও ওয়ার্ড সভা	ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ নাগাদ	আলোচনা
তথ্য, পরিকল্পনার প্রস্তাবনা সংগ্রহ	উপজেলা কমিটি, টিজিপি	ইউপি, ইউডিসিসি ও সরকারি বিভাগের ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ	ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ নাগাদ	দলীলপত্র সংগ্রহ
সম্পদ বিবরণী হালনাগাদ করা	টিজিপি সদস্যবৃন্দ	উপজেলায়	মার্চ মাসের শেষ নাগাদ	ডাটা এন্ট্রি
খসড়া প্রস্তাবনাসমূহ সন্নিবেশন	টিজিপি সদস্যবৃন্দ	উপজেলায়	এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ	ডাটা এন্ট্রি
খসড়া প্রস্তাবনাসমূহ যাচাই-বাছাই	উপজেলা কমিটি, টিজিপি ও পিএসসি	উপজেলায়	এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ	আলোচনা/ বিশ্লেষন
খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তাবনা ছুড়ান্ত করা	উপজেলা কমিটি, টিজিপি ও পিএসসি	উপজেলায়	মে মাসের মাঝামাঝি	আলোচনা/ বিশ্লেষন
উপজেলা পরিষদে খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তাবনা পেশ করা	উপজেলা কমিটি	উপজেলায়	মে মাসের মাঝামাঝি	খসড়া পরিকল্পনা

ষষ্ঠ অধ্যায়: প্রকল্প সারসংক্ষেপ

৬.১ উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন প্রস্তাব ও পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর

স্থানীয় চাহিদা ও বাস্তব অবস্থার উপর ভিত্তি করে উপজেলা উন্নয়ন প্রকল্প যাচাই ও বাছাই কমিটি কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত প্রকল্প গুলি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) ও দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্প তালিকা ঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও অবস্থান	বরাদ্দ	বাস্তবায়ন পদ্ধতি
১	নাওডাংগা ইউপিতে বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন করণ।	১৮০০০০/-	প্রঃ কমিটি
২	নাওডাংগা ইউপিতে আদর্শ কৃষকদের মাঝে স্প্রে-মেশিন বিতরণ করণ।	৫০০০০/-	প্রঃ কমিটি
৩	শিমুলবাড়ী ইউপিতে পানি নিস্কাশনের জন্য বিভিন্ন রাস্তায় আরসিসি পাইপ স্থাপন করণ।	১৫০০০০/-	প্রঃ কমিটি
৪	শিমুলবাড়ী ইউপিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্লাব সমূহে খেলার সামগ্রী বিতরণ করণ।	৮০০০০/-	প্রঃ কমিটি
৫	ফুলবাড়ী ইউপিতে পানি নিস্কাশনের জন্য বিভিন্ন রাস্তায় আরসিসি পাইপ স্থাপন করণ।	১৫০০০০/-	প্রঃ কমিটি
৬	ফুলবাড়ী ইউপিতে পানি নিস্কাশনের জন্য বিভিন্ন রাস্তায় আরসিসি পাইপ স্থাপন করণ।	৮০০০০/-	প্রঃ কমিটি
৭	বড়ভিটা ইউপিতে পানি নিস্কাশনের জন্য বিভিন্ন রাস্তায় আরসিসি পাইপ স্থাপন করণ।	১৫০০০০/-	প্রঃ কমিটি
৮	বড়ভিটা ইউপিতে দরিদ্র পরিবারের মাঝে নলকুপ বিতরণ করণ।	৮০০০০/-	প্রঃ কমিটি
৯	ভাংগামোড় ইউপিতে পানি নিস্কাশনের জন্য বিভিন্ন রাস্তায় আরসিসি পাইপ স্থাপন করণ।	১৫০০০০/-	প্রঃ কমিটি
১০	ভাংগামোড় ইউপিতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলার সামগ্রী সরবরাহ করণ।	৮০০০০/-	প্রঃ কমিটি
১১	কাশিপুর ইউপিতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলার সামগ্রী বিতরণ করণ।	১৩০০০০/-	প্রঃ কমিটি
১২	কাশিপুর ইউপিতে পানি নিস্কাশনের জন্য বিভিন্ন রাস্তায় আরসিসি পাইপ স্থাপন করণ।	১০০০০০/-	প্রঃ কমিটি
১৩	উপজেলাধীন বিভিন্ন ইউপিতে পানি নিস্কাশনের জন্য বিভিন্ন রাস্তায় আরসিসি পাইপ স্থাপন করণ।	৯০০০০/-	প্রঃ কমিটি
১৪	উপজেলাধীন বিভিন্ন ইউপিতে নলকুপ স্থাপন করণ।	২০০০০০/-	প্রঃ কমিটি
১৫	উপজেলাধীন বিভিন্ন ইউপিতে নলকুপ স্থাপন করণ।	১৪০০০০/-	প্রঃ কমিটি
১৬	উপজেলাধীন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলার সামগ্রী সরবরাহ করণ।	১৫০০০০/-	প্রঃ কমিটি
১৭	কুলাঘাট ধরলা ব্রিজের বৈদ্যুতিক কাজ সহ মেরামত করণ।	২০০০০০/-	প্রঃ কমিটি
১৮	উপজেলাধীন বিভিন্ন ইউপিতে নলকুপ স্থাপন করণ।	২০০০০০/-	প্রঃ কমিটি
১৯	কলমদারটারী মসজিদ হতে আউয়াল প্রভাষকের বাড়িগামী রাস্তা সিসি করণ।	২০০০০০/-	প্রঃ কমিটি
২০	উপজেলাধীন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলার সামগ্রী বিতরণ করণ।	২০০০০০/-	প্রঃ কমিটি
২১	উপজেলাধীন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলার সামগ্রী বিতরণ করণ।	২০০০০০/-	প্রঃ কমিটি
২২	চন্দ্রখানা ভুতমারী মসজিদ হতে হারুনের বাড়িগামী রাস্তায় পুকুরের গাইড ওয়াল নির্মাণ করণ।	১০০০০০/-	দরপত্র
২৩	চন্দ্রখানা ৭নং ওয়ার্ডে জকার হাটে জাবেদের বাড়িগামী রাস্তায় পুকুরে প্যালাসাইডিং করণ।	১০০০০০/-	দরপত্র
২৪	নাগদাহ মৌজায় মুক্তিযোদ্ধার বাড়ীর পার্শ্বে ড্রেন নির্মাণ করণ।	১০০০০০/-	দরপত্র
২৫	ভাংগামোড় ইউপির ফুলবাড়ী - নেওয়াশি রাস্তার পার্শ্বে নকিবুলের বাড়ির রাস্তা সিসি করণ।	২০০০০০/-	দরপত্র
২৬	নগরাজপুর পাকা রাস্তা হতে উত্তর ব্যাপারী ঈদগাহ গামী রাস্তা সিসি করণ।	২৫০০০০/-	দরপত্র
২৭	বালারহাট হতে ফুলমতি পাকা রাস্তা ভায়া হাছেন চেয়ারম্যানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ।	৩০০০০০/-	দরপত্র
২৮	কাশিপুর ইউপির কাশিপুর মাদরাসা হতে মানিকের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ।	২৫০০০০/-	দরপত্র
২৯	বড়ভিটা ইউপি'র মোঃ খয়বর আলী সাবেক চেয়ারম্যানের তেপতি হতে মানিক খন্দকারের বাড়ির রাস্তা সিসি করণ।	২০০০০০/-	দরপত্র
৩০	পানি মাছকুটি মৌজার মজনু মিয়ার বাড়ি হতে কিবরিয়া মুক্তিযোদ্ধার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ।	২৫০০০০/-	দরপত্র
৩১	বড়ভিটা ইউপির ৪নং ওয়ার্ড আব্দুল হক মাওলানার বাড়ী হতে বেলালের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ।	২০০০০০/-	দরপত্র
৩২	বড়ভিটা ইউপির ৬নং ওয়ার্ড খোকা মাঝির বাড়ী গড় পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ।	১০০০০০/-	দরপত্র
৩৩	ফায়ার সার্ভিস অফিস হতে আইয়ুব মাওলনার এর বাড়ি গামী রাস্তা সিসি করণ।	২০০০০০/-	দরপত্র
৩৪	বড়লই মধ্যপাড়া বিদ্যালয়ের পার্শ্বে প্যালাসাইডিং নির্মাণ করণ।	১০০০০০/-	দরপত্র
৩৫	চন্দ্রখানা মনছার মেম্বারের বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন করণ।	৪০০০০০/-	দরপত্র

৩৬	কাশিপুর ইউপি'র ডাঃ লুৎফর রহমান এর বাড়ি গামী রাস্তা সিসি করণ।	৩৫০০০০/-	দরপত্র
৩৭	সাংবাদিক আব্দুল আজিজ মজনুর বাড়ির রাস্তা সিসি করণ।	১০০০০০/-	দরপত্র
৩৮	ফুলবাড়ী থানায় গ্যারেজ নির্মাণ করণ।	৩০০০০০/-	দরপত্র
৩৯	বড়ভিটা ইউপি'র কুটিবাড়ী ইসলামিয়া মাদ্রাসার ঘর সংস্কার করণ।	১০০০০০/-	দরপত্র
৪০	শিমুলবাড়ী জিপিএস স্কুল গামী রাস্তা সিসি করণ।	২৫০০০০/-	দরপত্র
৪১	উপজেলাধীন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিণ বিতরণ করণ।	১০০০০০/-	দরপত্র
৪২	ফুলবাড়ী উপজেলার বিভিন্ন প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইল চেয়ার বিতরণ করণ।	১০০০০০/-	দরপত্র
৪৩	চন্দ্রখানা সাইদুল প্রভাষকের বাড়ি হতে মুসল্লিপাড়া গামী রাস্তা সিসি করণ।	১৫০০০০/-	দরপত্র
৪৪	রাবাইটারী মোঃ রজব আলী শেখের বাড়ি হতে দক্ষিণে আব্দুস সাত্তার এর পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ।	১৫০০০০/-	দরপত্র
৪৫	খামারের বাজার মইনুল হক মাষ্টারের বাড়ি হতে কবির মামুদ খানকা শরীফ পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ।	১০০০০০/-	দরপত্র
৪৬	কাশিপুর ইউপির মৃত আনছার আলী মাষ্টারের বাড়ী হতে জায়গীরটারী জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ।	১০০০০০/-	দরপত্র
৪৭	ভাংগামোড় ইউপি'র ভোলা সরকার এর বাড়ীর সামনে ইউড্রেন নির্মাণ করণ।	৭৫০০০/-	দরপত্র
৪৮	রাবাইটারী স্কুলের গেট নির্মাণ করণ।	৭৫০০০/-	দরপত্র
৪৯	ঘোঘারকুটি স্কুলের কানেকশন রাস্তা সিসি করণ।	১৫০০০০/-	দরপত্র
৫০	উপজেলা অফিসার্স ক্লাব মেরামত/সংস্কার করণ।	৬৫০০০০/-	কোটেশন
৫১	কালিমন্দির হতে হাসপাতাল ভায়া মোঃ গোলাম রব্বানী সরকার উঃ পঃ চেয়ারম্যানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন কাজের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ ও ফুলবাড়ী উপজেলাধীন আদর্শ কৃষকদের আবাদের পানি সরবরাহের জন্য ২টি শ্যালো মেশিণ বিতরণ ও বীজ বিতরণ করণ।	৪৫০০০০/-	কোটেশন
৫২	কাশিপুর জোলাটারী মসজিদের পার্শ্বে পুকুরের প্যালাসাইডিং করণ।	১০০০০০/-	
৫৩	আনুসাংগিক ব্যয়	৪৯০০০/-	ডিপিএম
৫৪	আজিজার মাষ্টারের বাড়ির মসজিদে লেট্রিন নির্মাণ করণ।	১৫০০০০/-	দরপত্র
৫৫	মধ্য পানিমাছকুটি মসজিদ উন্নয়ন করণ।	২০০০০০/-	
৫৬	ফুলবাড়ী বালারহাট রাস্তার কদমতলা ইকবালের বাড়ির পার্শ্বে প্যালাসাইডিং করণ।	৫০০০০/-	দরপত্র
৫৭	অধুনালুপ্ত দাসিয়ার ছড়ায় মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করণ।	৪০০০০০/-	কোটেশন
৫৮	কাশিপুর ইউপির মরহুম শাহাদত অধ্যক্ষের বাড়ীর রাস্তা সিসি করণ।	১৫০০০০/-	দরপত্র
৫৯	পানি মাছকুটি বেলার সাংবাদিকের বাড়ির রাস্তা সিসি করণ।	১৪৬৫৫৬/-	দরপত্র
		১,০১,৫৫,৫৫৬/-	

৬.২ প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ (অর্থ বছর ২০২২-২৩)

প্রকল্পের বিবরণ						অবস্থান	বাস্তবায়নের সময়সূচি			বিনিয়োগ		পরিবীক্ষণ
পরিচিতি ট্যাগ	প্রকল্পের শিরোনাম	বিবরণ	অভিষ্ট/ পরিমাণ	প্রত্যাশিত উপকারভোগী (নারী/ পুরুষ/ শিশু/ প্রতিবন্ধি)	খাত	অবস্থান	আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	বাস্তবায়নকারি সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয়	তহবিলের উৎস	দায়িত্বশীল সংস্থা
১	নাওডাংগা ইউপিতে বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন করণ।	স্থানীয় জনসাধারনের নিরাপদ ও সুপেয় পানির প্রয়োজন মিটানো।	১৮ টি	নাওডাংগা ইউপির স্থানীয় জনসাধারন	জনস্বাস্থ্য	নাওডাংগা	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	সহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য)/ নাওডাগা ইউনিয়নে পরিষদ	১৮০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
২	নাওডাংগা ইউপিতে আদর্শ কৃষকদের মাঝে স্প্রে-মেশিন বিতরণ করণ।	কৃষির উন্য়ন হবে	১৫ টি	নাওডাগা ইউনিয়নের কৃষক	কৃষি ও সেচ অবকাঠামো	নাওডাগা ইউনিয়নে পরিষদ	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	নাওডাগা ইউনিয়নে পরিষদ/কৃষি বিভাগ	৫০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৩	শিমুলবাড়ী ইউপিতে পানি নিস্কাশনের জন্য বিভিন্ন রাস্তায় আরসিসি পাইপ স্থাপন করণ।	জলাবদ্ধতা দূরীভূত হবে	৩০ টি	শিমুলবাড়ী ইউনিয়নের জনগন	যোগাযোগ	শিমুলবাড়ী ইউনিয়ন	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	শিমুলবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ/ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ	১৫০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৪	শিমুলবাড়ী ইউপিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্লাব সমূহে খেলার সামগ্রী বিতরণ করণ।	শিক্ষার্থীদের মানুষিকতার পরিবর্তন হবে	৮ সেট	শিমুলবাড়ী ইউনিয়নের শিক্ষার্থী	মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	শিমুলবাড়ী ইউনিয়ন	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	শিমুলবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ/ মাধ্যমিক শিক্ষা	৮০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৫	ফুলবাড়ী ইউপিতে পানি নিস্কাশনের জন্য বিভিন্ন রাস্তায় আরসিসি পাইপ স্থাপন করণ।	জলাবদ্ধতা দূরীভূত হবে	৩০ টি	ফুলবাড়ী ইউনিয়নের জনগন	যোগাযোগ	ফুলবাড়ী ইউনিয়ন	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	শিমুলবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ/ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ	১৫০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৬	ফুলবাড়ী ইউপিতে পানি নিস্কাশনের জন্য বিভিন্ন রাস্তায় আরসিসি পাইপ স্থাপন করণ।	জলাবদ্ধতা দূরীভূত হবে	১৫ টি	ফুলবাড়ী ইউনিয়নের জনগন	যোগাযোগ	ফুলবাড়ী ইউনিয়ন	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	ফুলবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ/ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ	৮০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৭	বড়ভিটা ইউপিতে পানি নিস্কাশনের জন্য বিভিন্ন রাস্তায় আরসিসি পাইপ স্থাপন করণ।	জলাবদ্ধতা দূরীভূত হবে	৩০ টি	বড়ভিটা ইউনিয়নের জনগন	যোগাযোগ	বড়ভিটা ইউনিয়ন	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	বড়ভিটা ইউনিয়ন পরিষদ/ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ	১৫০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৮	বড়ভিটা ইউপিতে দরিদ্র পরিবারের মাঝে নলকুপ বিতরণ করণ।	স্থানীয় জনসাধারনের নিরাপদ ও সুপেয়	৮ টি	বড়ভিটা ইউপির স্থানীয় জনসাধারন	জনস্বাস্থ্য	বড়ভিটাা ইউনিয়ন	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	বড়ভিটা ইউনিয়ন পরিষদ/ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল	৮০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ

		পানির প্রয়োজন মিটানো।										
৯	ভাংগামোড় ইউপিতে পানি নিষ্কাশনের জন্য বিভিন্ন রাস্তায় আরসিসি পাইপ স্থাপন করণ।	জলাবদ্ধতা দূরীভূত হবে	৩০ টি	ভাংগামোড় ইউনিয়নের জনগন	যোগাযোগ	ভাংগামোড় ইউনিয়ন	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	ভাংগামোড় ইউনিয়ন পরিষদ/ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ	১৫০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
১০	ভাংগামোড় ইউপিতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলার সামগ্রী সরবরাহ করণ।	শিক্ষার্থীদের মানুষিকতার পরিবর্তন হবে	৮ সেট	ভাংগামোড় ইউনিয়নের শিক্ষার্থী	মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	ভাংগামোড় ইউনিয়ন	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	ভাংগামোড় ইউনিয়ন পরিষদ/ মাধ্যমিক শিক্ষা	৮০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
১১	কাশিপুর ইউপিতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলার সামগ্রী বিতরণ করণ।	শিক্ষার্থীদের মানুষিকতার পরিবর্তন হবে	১৩ টি	ইউনিয়নের সকল শিক্ষার্থী	মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	কাশিপুর ইউনিয়ন পরিষদ	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	কাশিপুর ইউনিয়ন পরিষদ/ মাধ্যমিক শিক্ষা	১৩০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
১২	কাশিপুর ইউপিতে পানি নিষ্কাশনের জন্য বিভিন্ন রাস্তায় আরসিসি পাইপ স্থাপন করণ।	জলাবদ্ধতা দূরীভূত হবে	১০ টি	কাশিপুর ইউনিয়নের জনগন	যোগাযোগ	কাশিপুর ইউনিয়ন পরিষদ	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	কাশিপুর ইউনিয়ন পরিষদ/ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ	১০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
১৩	উপজেলাধীন বিভিন্ন ইউপিতে পানি নিষ্কাশনের জন্য বিভিন্ন রাস্তায় আরসিসি পাইপ স্থাপন করণ।	জলাবদ্ধতা দূরীভূত হবে	০৯ টি	স্থানীয় জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ফুলবাড়ী উপজেলা	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ	৯০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
১৪	উপজেলাধীন বিভিন্ন ইউপিতে নলকুপ স্থাপন করণ।	স্থানীয় জনসাধারনের নিরাপদ ও সুপেয় পানির প্রয়োজন মিটানো।	২০ টি	স্থানীয় জনগন	জনস্বাস্থ্য	ফুলবাড়ী উপজেলা	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল ভিগাগ	২০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
১৫	উপজেলাধীন বিভিন্ন ইউপিতে নলকুপ স্থাপন করণ।	স্থানীয় জনসাধারনের নিরাপদ ও সুপেয় পানির প্রয়োজন মিটানো।	১৪ টি	স্থানীয় জনগন	জনস্বাস্থ্য	ফুলবাড়ী উপজেলা	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল ভিগাগ	১৪০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
১৬	উপজেলাধীন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলার সামগ্রী সরবরাহ করণ।	শিক্ষার্থীদের মানুষিকতার পরিবর্তন হবে	১৫ টি	ইউনিয়নের সকল শিক্ষার্থী	মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	ফুলবাড়ী উপজেলা	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	উপজেলা পরিষদ/ মাধ্যমিক শিক্ষা	১৫০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
১৭	কুলাঘাট ধরলা ব্রিজের বৈদ্যুতিক কাজ সহ মেরামত করণ।	নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে	১ টি	উপজেলা জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	কুলাঘাট ধরলা ব্রিজ এলাকা	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ	২০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ

১৮	উপজেলাধীন বিভিন্ন ইউপিতে নলকুপ স্থাপন করণ।	স্থানীয় জনসাধারনের নিরাপদ ও সুপেয় পানির প্রয়োজন মিটানো।	২০ টি	স্থানীয় জনগন	জনস্বাস্থ্য	ফুলবাড়ী উপজেলা	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল ভিাগ	২০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
১৯	কলমদারটারী মসজিদ হতে আউয়াল প্রভাষকের বাড়িগামী রাস্তা সিসি করণ।	যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে	২০০ মিটার	উপজেলা জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ফুলবাড়ী ইউনিয়ন	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ	২০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
২০	উপজেলাধীন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলার সামগ্রী বিতরণ করণ।	শিক্ষার্থীদের মানুষিকতার পরিবর্তন হবে	২০ টি	বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থী	মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	উপজেলা পরিষদ	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	উপজেলা পরিষদ/ মাধ্যমিক শিক্ষা	২০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
২১	উপজেলাধীন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলার সামগ্রী বিতরণ করণ।	শিক্ষার্থীদের মানুষিকতার পরিবর্তন হবে	২০ টি	বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থী	মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	উপজেলা পরিষদ	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	উপজেলা পরিষদ/ মাধ্যমিক শিক্ষা	২০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
২২	চন্দ্রখানা ভুতমারী মসজিদ হতে হারুনের বাড়িগামী রাস্তায় পুকুরের গাইড ওয়াল নির্মাণ করণ।	যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে	১০০ মিটার	উপজেলা জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ফুলবাড়ী ইউনিয়ন	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ	১০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
২৩	চন্দ্রখানা ৭নং ওয়ার্ডে জকার হাটে জাবেদের বাড়িগামী রাস্তায় পুকুরে প্যালাসাইডিং করণ।	যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে	১০০ মিটার	উপজেলা জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ফুলবাড়ী ইউনিয়ন	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ	১০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
২৪	নাগদাহ মৌজায় মুক্তিযোদ্ধার বাড়ীর পার্শ্বে ড্রেন নির্মাণ করণ।	জলাবদ্ধতা দুর হবে	৫০ মি.	২৫০০ জন	জনস্বাস্থ্য	কাশিপুর ইউনিয়ন	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ	১০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
২৫	ভাংগামোড় ইউপির ফুলবাড়ী - নেওয়াশি রাস্তার পার্শ্বে নকিবুলের বাড়ির রাস্তা সিসি করণ।	যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে	১০ মি.	২০০০ জন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ভাংগামোড় ইউনিয়ন	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	এলজিইডি	২০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
২৬	নগরাজপুর পাকা রাস্তা হতে উত্তর ব্যাপারী ঈদগাহ গামী রাস্তা সিসি করণ।	যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে	১৫ টি	২৫০০ জন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ভাংগামোড় ইউনিয়ন	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	এলজিইডি	২৫০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ

২৭	বালারহাট হতে ফুলমতি পাকা রাস্তা ভায়া হাছেন চেয়ারম্যানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ।	যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে	৪০০ মি.	৩০০০ জন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	নাওডাঙ্গা ইউনিয়ন	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	এলজিইডি	৩০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
২৮	কাশিপুর ইউপির কাশিপুর মাদরাসা হতে মানিকের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ।	যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে	৪০০ মি.	৩০০০ জন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	কাশিপুর ইউনিয়ন	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	এলজিইডি	২৫০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
২৯	বড়ভিটা ইউপি'র মোঃ খয়বর আলী সাবেক চেয়ারম্যানের তেপতি হতে মানিক খন্দকারের বাড়ির রাস্তা সিসি করণ।	যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে	২০০ মি.	৩০০০ জন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	বড়ভিটা ইউনিয়ন	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	এলজিইডি	২০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৩০	পানি মাছকুটি মৌজার মজনু মিয়ার বাড়ি হতে কিবরিয়া মুক্তিযোদ্ধার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ।	যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে	৩টি	৩৫০০ জন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ফুলবাড়ী ইউনিয়ন	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	মাধ্যমিক শিক্ষা	২৫০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৩১	বড়ভিটা ইউপির ৪নং ওয়ার্ড আব্দুল হক মাওলানার বাড়ী হতে বেলালের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ।	যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে	১টি	৩৫০০ জন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	বড়ভিটা ইউনিয়ন	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	মাধ্যমিক শিক্ষা	২০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৩২	বড়ভিটা ইউপির ৬নং ওয়ার্ড খোকা মাঝির বাড়ী গড় পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ।	যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে	১টি	৩৫০০ জন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	বড়ভিটা ইউনিয়ন	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	মাধ্যমিক শিক্ষা	১০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৩৩	ফায়ার সার্ভিস অফিস হতে আইয়ুব মাওলনার এর বাড়ি গামী রাস্তা সিসি করণ।	যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে	১ টি	৩৫০০ জন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ফুলবাড়ী ইউনিয়ন	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	মাধ্যমিক শিক্ষা	২০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৩৪	বড়লই মধ্যপাড়া বিদ্যালয়ের পার্শ্বে প্যালাসাইডিং নির্মাণ করণ।	যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে	২০০ মি.	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	বড়ভিটা ইউনিয়ন	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	এলজিইডি	১০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৩৫	চন্দ্রখানা মনছার মেম্বারের বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন করণ।	নৈতিকতা সৃষ্টির পথ প্রসস্থ হবে	২০০ মি.	স্থানীয় জনসাধারন	ভৌত অবকাঠামো	ভাংগামোড়	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	এলজিইডি	৪০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ

৩৬	কাশিপুর ইউপি'র ডাঃ লুৎফর রহমান এর বাড়ি গামী রাস্তা সিসি করণ।	টেকসই গ্রমীন সড়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে	২০০ মি.	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	কাশিপুর ইউনিয়ন	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	এলজিইডি	৩৫০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৩৭	সাংবাদিক আব্দুল আজিজ মজনুর বাড়ির রাস্তা সিসি করণ।	টেকসই গ্রমীন সড়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে	২০০ মি.	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	কাশিপুর ইউনিয়ন	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	এলজিইডি	১০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৩৮	ফুলবাড়ী থানায় গ্যারেজ নির্মাণ করণ।	জন সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে	২০০ মি.	স্থানীয় জনসাধারন	ভৌত অবকাঠামো	ফুলবাড়ী থানা চত্বর	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	এলজিইডি	৩০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৩৯	বড়ভিটা ইউপি'র কুটিবাড়ী ইসলামিয়া মাদ্রাসার ঘর সংস্কার করণ।	শিখন পরিবেশ মনোরম হবে	২০০ মি.	স্থানীয় জনসাধারন	মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	বড়ভিটা ইউনিয়ন	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	এলজিইডি	১০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৪০	শিমুলবাড়ী জিপিএস স্কুল গামী রাস্তা সিসি করণ।	টেকসই গ্রমীন সড়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে	২০০ মি.	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	শিমুলবাড়ী ইউনিয়ন	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	এলজিইডি	২৫০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৪১	উপজেলাধীন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিণ বিতরণ করণ।	কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে	২০০ মি.	স্থানীয় জনসাধারন	মহিলা ও শিশু	ফুলবাড়ী	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	এলজিইডি	১০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৪২	ফুলবাড়ী উপজেলার বিভিন্ন প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইল চেয়ার বিতরণ করণ।	সমাজসেবা মূলক কাজ	১টি	২০০ জন	সমাজসেবা	ফুলবাড়ী	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	মাধ্যমিক শিক্ষা	১০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৪৩	চন্দ্রখানা সাইদুল প্রভাষকের বাড়ি হতে মুসল্লিপাড়া গামী রাস্তা সিসি করণ।	টেকসই গ্রমীন সড়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে	২০০ মি.	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	বড়ভিটা ইউনিয়ন	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	এলজিইডি	১৫০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৪৪	রাবাইটারী মোঃ রজব আলী শেখের বাড়ি হতে দক্ষিণে আব্দুস সাত্তার এর পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ।	টেকসই গ্রমীন সড়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে	২০০ মি.	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ভাঙ্গামোড় ইউনিয়ন	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	এলজিইডি	১৫০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৪৫	খামারের বাজার মইনুল হক মাষ্টারের বাড়ি হতে কবির মামুদ খানকা শরীফ পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ।	টেকসই গ্রমীন সড়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে	২০০ মি.	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	শিমুলবাড়ী	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	এলজিইডি	১০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ

৪৬	কাশিপুর ইউপির মৃত আনছার আলী মাষ্টারের বাড়ী হতে জায়গীরটারী জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ।	টেকসই গ্রমীন সড়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে	২০০ মি.	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	কাশিপুর ইউনিয়ন	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	এলজিইডি	১০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৪৭	ভাংগামোড় ইউপি'র ভোলা সরকার এর বাড়ীর সামনে ইউড্রেন নির্মাণ করণ।	জলাবদ্ধতা নিরসন হবে	২০০ মি.	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ভাঙ্গামোড় ইউনিয়ন	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	এলজিইডি	৭৫০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৪৮	রাবাইটারী স্কুলের গেট নির্মাণ করণ।	শিখন পরিবেশ মনোরম হবে	১ টি	স্থানীয় জনসাধারন	এাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	ভাঙ্গামোড় ইউনিয়ন	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	এলজিইডি	৭৫০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৪৯	ঘোঘারকুটি স্কুলের কানেকশন রাস্তা সিসি করণ।	জননিরাপত্তা নিশ্চিত হবে	২০০ মি.	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	বড়ভিটা	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	এলজিইডি	১৫০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৫০	উপজেলা অফিসার্স ক্লাব মেরামত/সংস্কার করণ।	টেকসই ও ব্যবহার উপযোগী ইমারত সৃষ্টি হবে	২০০ মি.	উপজেলার কর্মকর্তাবৃন্দ	ভৌত অবকাঠামো	উপজেলা পরিষদ	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	এলজিইডি	৬৫০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৫১	কালিমন্দির হতে হাসপাতাল ভায়া মোঃ গোলাম রব্বানী সরকার উঃ পঃ চেয়ারম্যানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন কাজের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ ও ফুলবাড়ী উপজেলাধীন আদর্শ কৃষকদের আবাদের পানি সরবরাহের জন্য ২টি শ্যালো মেশিণ বিতরণ ও বীজ বিতরণ করণ।	টেকসই গ্রমীন সড়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে ও কৃষি উন্নয়ন ঘটবে	২০০ মি.	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো, কৃষি ও সেচ	ফুলবাড়ী ইউনিয়ন	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	এলজিইডি	১৫০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৫২	কাশিপুর জোলাটারী মসজিদের পার্শ্বে পুকুরের প্যালাসাইডিং করণ।	টেকসই গ্রমীন সড়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে ও কৃষি উন্নয়ন ঘটবে	১০০ মি.	স্থানীয় জনসাধারন	ভৌত অবকাঠামো	কাশিপুর ইউনিয়ন	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	এলজিইডি	১০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৫৩	আনুসাংগিক ব্যয়	-	-	-	-	-	-	-	এলজিইডি	৪৯০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৫৪	আজিজার মাষ্টারের বাড়ির মসজিদে লেট্রিন নির্মাণ করণ।	জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত হবে	১টি	স্থানীয় জনসাধারন	জনস্বাস্থ্য	ফুলবাড়ী ইউনিয়ন	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	এলজিইডি	১৫০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ

৫৫	মধ্য পানিমাছকুটি মসজিদ উন্নয়ন করণ।	ধর্মিও প্রতিষ্ঠান উন্নত হবে	১টি	স্থানীয় জনসাধারন	ভৌত অবকাঠামো	ফুলবাড়ী ইউনিয়ন	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	এলজিইডি	২০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৫৬	ফুলবাড়ী বালারহাট রাস্তার কদমতলা ইকবালের বাড়ির পার্শ্বে প্যালাসাইডিং করণ।	টেকসই গ্রমীন সড়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে	৫০ মি.	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	নাওডাঙ্গা ইউনিয়ন	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	এলজিইডি	৫০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৫৭	অধুনালুপ্ত দাসিয়ার ছড়ায় মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করণ।	ইতিহাস সংরক্ষিত হবে	১টি	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	দাশিয়ার ছড়া	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	এলজিইডি	৪০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৫৮	কাশিপুর ইউপির মরহুম শাহাদত অধ্যক্ষের বাড়ীর রাস্তা সিসি করণ।	টেকসই গ্রমীন সড়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে	১৫০ মি.	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	কাশিপুর ইউনিয়ন	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	এলজিইডি	১৫০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৫৯	পানি মাছকুটি বেলার সাংবাদিকের বাড়ির রাস্তা সিসি করণ।	টেকসই গ্রমীন সড়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে	১৫০ ম.	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ফুলবাড়ী ইউনিয়ন	১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মে ২০২৩	এলজিইডি	১৪৬৫৫৬/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৬০	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেমিপাকা শ্রেনীকক্ষ নির্মান	উন্নত শিক্ষণ পরিবেশ প্রস্তুত হবে	৪টি প্রতিষ্ঠানে ৮টি শ্রেনী কক্ষ নির্মান	শিক্ষার্থী	মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	ফুলবাড়ী উপজেলা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১ মার্চ ২০২৩ (বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে)	৩১ মে ২০২৩	এলজিইডি	৪৫,০০,০০০ /-	ইউজিডিপি প্রকল্প	উপজেলা পরিষদ

সপ্তম অধ্যায়: মূল্যায়ন ও তথ্যচিত্র

৭.১। প্রকল্প/ স্কিম মূল্যায়ন পদ্ধতি

ফুলবাড়ী উপজেলা পরিষদের আওতায় গৃহীত প্রকল্প/স্কিম বাস্তবায়ন অবস্থা মূল্যায়নের জন্য উন্নয়নমূলক কাজের সঠিক তদারকির জন্য মাঠ পর্যায়ে গিয়ে সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। নিয়মিতভাবে স্কিমের কার্যক্রম সম্পর্কে জানা এবং সেগুলো এস্টিমেটের সাথে মিলিয়ে দেখা হয়। মূলতঃ এ প্রক্রিয়ায় প্রথমে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করে সকল স্কিমের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিরূপণ করা হবে। অতঃপর ফিডব্যাক এর মাধ্যমে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় সকল স্কিম/প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সার্বক্ষণিক তদারকি, চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রয়োজনীয় যোগান সরবরাহ, নিয়মিত ফলোআপা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবীক্ষণ কাজ করা হয়। পরিবীক্ষণে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সার্বিক কার্যক্রমে কোনরূপ রদবদল করতে হলে তাৎক্ষণিকভাবে তা মাঠ পর্যায়ের সকল সংশ্লিষ্ট অফিসকে জরুরি ভিত্তিতে অবহিত করা হয়ে থাকে এবং সেগুলো উপজেলা পরিষদ সভায় পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে।

মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। মূল্যায়নে দুটি দিকের প্রতি অবশ্যই দৃষ্টি দেয়া হবে (১) সুপরিকল্পিত পদ্ধতি (২) পূর্ব নির্ধারিত টার্গেট কতটুকু অর্জিত হয়েছে। নিম্নে উল্লেখিত মডেল ব্যবহার করে ফুলবাড়ী উপজেলার বার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহীত প্রকল্প/ স্কিম মূল্যায়ন কার্যসম্পন্ন করা হবে-

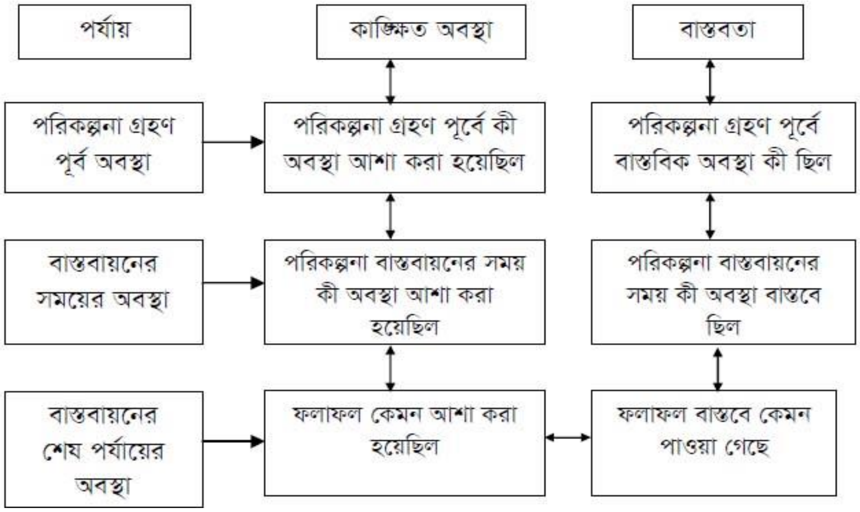

৭.২। সুশাসন নিশ্চিত করার পদ্ধতি

সুশাসন হলো উন্নয়নের চাবিকাঠি। সুশাসন হচ্ছে অংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছ, দায়িত্বশীল ও ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা যা আইনের শাসনকে নিশ্চিত করে। সুশাসনের এর লক্ষ্য হলো উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করা। সুশাসনের প্রধান বৈশিষ্টগুলো হলো- (১) জবাবদিহিতা (২) জনঅংশগ্রহণ (৩) আইনের শাসন (৪) একতা (৫) মানবাধিকারের প্রতি সম্মান (৬) স্বচ্ছতা (৭) তথ্য অধিকার (৮) প্রশাসনিক দক্ষতা ও নিরপেক্ষতা। উপজেলা প্রশাসনকে জনসেবায় নিয়োজিত করা, কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ও আইনের শাসন নিশ্চিত করার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যাবে।

ফুলবাড়ী উপজেলা পরিষদ সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বদ্ধ পরিকর। ইতোমধ্যে সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনির আওতায় যে সকল কর্মসূচিগুলো চলমান রয়েছে সেগুলো সুবিধাভোগী বাছাইক্ষেত্রে উন্মুক্ত জনসমাবেশের মাধ্যমে বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে। তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর আলোকে ফুলবাড়ী উপজেলার তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ হয়েছে। সুশাসনের প্রধান বৈশিষ্টগুলোকে যতদুর সম্ভব কার্যকর করে ফুলবাড়ী উপজেলা পরিষদসুশাসন নিশ্চিত করছে। সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্র নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করবে-

- জনগণের অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্কিম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;
- প্রতি বছর উপজেলা পরিষদের উন্মুক্ত বাজেট সভা আয়োজন ও জনগণের নিকট উপস্থাপন;
- উন্মুক্ত জনসমাবেশের মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির সুবিধাভোগী যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা;
- আর্থিক ব্যবস্থাপনা (উন্নয়ন তহবিল, রাজস্ব আহরণ) জবাবদিহিমূলক করা;
- জনগণের অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
- উন্নয়ন তহবিল ব্যবহারে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর সফল বাস্তবায়ন।

৭.৩। ফুলবাড়ী উপজেলা পরিষদের কর্মকর্তাদের নাম, পদবি, মোবাইল নম্বর এবং ইমেইল আইডিসহ ছবি

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	মোবাইল নম্বর
০১	জনাব মোঃ গোলাম রব্বানী সরকার	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ ফুলবাড়ী	০১৭১৩৭১৮৩৭৯
০২	জনাব সুমন দাস	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৭০৯-৯৭৪৫০৩
০৩	ডাঃ সুমন কান্তি সাহা	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ অফিসার	০১৭১৮৬৮৮৬৭৭
০৪	মোঃ আরিফুর রহমান কনক	উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার	০১৭১৮৪৫৫১৭৮
০৫	জনাব নিলুফা ইয়াছমিন	উপজেলা কৃষি অফিসার	০১৭৪৫-৭৬৩০৮০
০৬	জনাব মোঃ রায়হান উদ্দিন সরদার	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অঃ দাঃ)	০১৭১৬৪১০৫০৬
০৭	জনাব ফজলুর রহমান	অফিসার ইনচার্জ, ফুলবাড়ী থানা	০১৩২০-১৩৩৪৩৮
০৮	জনাব মোঃ আকবর কবির	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	০১৭১৬-০০৭৭৩১
০৯	জনাব মোঃ আব্দুল হাই	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	০১৭৯৩-০৪২০৯৫
১০	জনাব সবুজ কুমার গুপ্ত	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৭১৭-৪০১৮০৮
১১	জনাব আসিব ইকবাল রাজিব	উপজেলা প্রকৌশলী	০১৭২২-০৬১১৭৫
১২	জনাব মোঃ মমিনুর রহমান	উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা	০১৭১৭-১৪২১১৭
১৩	জনাব মোঃ রায়হানুল ইসলাম	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	০১৭৪০-৩১৩৪৯৯
১৪	জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন	উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা	০১৭৩৮-০২৭০০৬
১৫	জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন সরকার	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (অতিঃ দাঃ)	০১৭১৮-৩২৪৮২৭
১৬	জনাব মোঃ আব্দুর রহমান	উপজেলা সহকারী যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	০১৭১৭-৪১৩৭৬২
১৭	মোঃ লুৎফর রহমান	উপজেলা তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা	০১৭১৮-২১৬১২৭
১৮	জনাব মোঃ আহসান হাবীব	উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১৭৮৫-৪১২৯৩২
১৯	জনাব মোঃ কাউসার আলী	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	০১৭১৬-৪১৫৯৯০
২০	জনাব মোঃ আব্দুস সালাম	একাডেমিক সুপারভাইজার	০১৭১৯-২৪৮৪৫১
২১	জনাব ইয়াসির আরাফাত	সাব-রেজিস্ট্রার	০১৭১৪-৪৭৪৮৮৫
২২	জনাব বিকাশ কুমার ডাকুয়া	ব্যবস্থাপক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, ফুলবাড়ী।	০১৯৩৮৮৭৯০৭৪
২৩	জনাব মোছাঃ সোহেলী পারভীন	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	০১৭২৪-৯১৩৯৩০
২৪	জনাব মোছাঃ উম্মে কুলসুম	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	০১৭৪৩০৬৯৭৪৭
২৫	জনাব ডাঃ মোঃ মনজুর রহমান	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	০১৭১২২২৫১১৩
২৬	জনাব মোঃ নবীর হোসেন	ফরেস্টার, বনবিভাগ	০১৭১১-৪১৫১১১
২৭	জনাব মোঃ হাসান আলী	উপসহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল	০১৭১০-৪২৫১০৪
২৮	জনাব আজমল আবসার	সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি অধিদপ্তর	০১৭১০-৭৬৮৯২৭
২৯	জনাব মোছাঃ জান্নাতী আকতার	উপজেলা তথ্য আপা কর্মকর্তা	০১৭৬৪-৭৫৮৩৩৪
৩০	জনাব মোঃ রাশেদুল হক মন্ডল	সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	০১৭১৯-১০৪৯৭১
৩১	জনাব মোঃ রিয়াজুল ইসলাম	সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	০১৭১৭-৫৯০৯৪৫
৩২	জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান	সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	০১৭১৬-৩২৮৮১৬
৩৩	জনাব মোঃ হৃদয় কৃষ্ণ বর্ম্মন	সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	০১৭১০-০৫১৬৮৫

৭.৪। ফুলবাড়ী উপজেলার জনপ্রতিনিধিগণের নাম ও পদবিসহ মোবাইল নম্বর

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	মোবাইল নম্বর
১	মোঃ গোলাম রব্বানী সরকার	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম	০১৭১৩৭১৮৩৭৯
২	মোঃ আব্দুল লতিফ	ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম	০১৭৪৬৪৪৫৫২৬
৩	মোছাঃ জান্নাতী বেগম	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম	০১৭২২৪১৬৮৮৭
৫	মোঃ হারুন-অর রশিদ	চেয়ারম্যান, ফুলবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম	০১৭৪৭৮৩৭৭৩৩
৬	মোঃ আতাউর রহমান (মিন্টু)	চেয়ারম্যান, বড়ভিটা ইউনিয়ন পরিষদ, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম	০১৭১৯২০৬৬৩১
৭	মোঃ মনিরুজ্জামান (মানিক)	চেয়ারম্যান, কাশিপুর ইউনিয়ন পরিষদ, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।	০১৭৩৪১৬৩৮০৮
৮	মোঃ শরীফুল আলম মিয়া	চেয়ারম্যান, শিমুলবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।	০১৭২৫১৯৩৩৬৬
৯	মোহাম্মদ আলী শেখ	চেয়ারম্যান, ভাঙ্গামোড় পরিষদ, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।	০১৭২৭৯৬৯৮২৫
১০	মোঃ হাছেন আলী	চেয়ারম্যান, নাওডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম	০১৭২০০৪৭৩৪৮

৭.৫। উপজেলা পরিষদের ১৭টি কমিটির সদস্যদের তালিকা

উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ এর ২৯ ধারা অনুসারে ফুলবাড়ী উপজেলা পরিষদ এর ১৯ মে ২০১৯ খ্রি. অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক উপজেলা পরিষদের জন্য ১৭ টি স্থায়ী কমিটির ১৭ টি কমিটি পুনগঠন করা হয়েছে, যা বর্তমান পর্যন্ত চলমান রয়েছে। সাব কমিটি প্রতি ০২ মাস অন্তর কমপক্ষে ০১ বার নোটিশসহ সভা করা, মিটিং নোট সংরক্ষণ করা, মাসিক সমন্বয় সভায় সিদ্ধান্ত / সমস্যাসমূহ উঠানো ইত্যাদি। ফুলবাড়ী উপজেলা পরিষদের আওতাধীন সাব কমিটি পুনর্গঠন করা হইল যাহা নিম্নে দেওয়া হইল:

ক্রমিক নং	সাব কমিটি	সদস্য	পদবি
১.	আইন-শৃংখলা	মোছাঃ জান্নাতী বেগম, মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী চেয়ারম্যান, নাওডাঙ্গা ইউপি, ফুলবাড়ী চেয়ারম্যান, ফুলবাড়ী ইউপি, ফুলবাড়ী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ফুলবাড়ী	সভাপতি সদস্য সদস্য সদস্য সদস্য- সচিব
২.	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন	মোঃ আব্দুল লতিফ,ভাইস-চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী চেয়ারম্যান, শিমুলবাড়ী ইউপি, ফুলবাড়ী চেয়ারম্যান, বড়ভিটা ইউপি, ফুলবাড়ী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী উপজেলা প্রকৌশলী, ফুলবাড়ী	সভাপতি সদস্য সদস্য সদস্য সদস্য- সচিব
৩.	কৃষি ও সেচ	মোঃ আব্দুল লতিফ,ভাইস-চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী চেয়ারম্যান, ভাঙ্গামোড় ইউপি, ফুলবাড়ী চেয়ারম্যান, কাশিপুর ইউপি, ফুলবাড়ী উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	সভাপতি সদস্য সদস্য সদস্য সদস্য- সচিব
৪.	মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	মোঃ আব্দুল লতিফ,ভাইস-চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী চেয়ারম্যান, নাওডাঙ্গা ইউপি, ফুলবাড়ী চয়ারম্যান, ফুলবাড়ী ইউপি, ফুলবাড়ী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ফুলবাড়ী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	সভাপতি সদস্য সদস্য সদস্য সদস্য- সচিব
৫.	প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা	মোছাঃ জান্নাতী বেগম, মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী চেয়ারম্যান, শিমুলবাড়ী ইউপি, ফুলবাড়ী বড়ভিটা ইউপি, ফুলবাড়ী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	সভাপতি সদস্য সদস্য সদস্য

		উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	সদস্য- সচিব
৬.	স্বাস্থ্য ও প:কল্যাণ	মোছাঃ জান্নাতী বেগম, মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী চেয়ারম্যান, শিমুলবাড়ী ইউপি, ফুলবাড়ী চেয়ারম্যান, বড়ভিটা ইউপি, ফুলবাড়ী উপজেলা পঃ পঃ কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	সভাপতি সদস্য সদস্য সদস্য সদস্য- সচিব
৭.	যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন	মোঃ আব্দুল লতিফ,ভাইস-চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী চেয়ারম্যান, ভাঙ্গামোড় ইউপি, ফুলবাড়ী চেয়ারম্যান, কাশিপুর ইউপি, ফুলবাড়ী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	সভাপতি সদস্য সদস্য সদস্য সদস্য- সচিব
৮.	মহিলা ও শিশু উন্নয়ন	মোছাঃ জান্নাতী বেগম, মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী মোঃ খয়বর আলী চেয়ারম্যান, বড়ভিটা ইউপি মোঃ হারুন অর রসিদ, চেয়ারম্যান, ফুলবাড়ী ইউপি উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	সভাপতি সদস্য সদস্য সদস্য সদস্য- সচিব
৯.	সমাজ কল্যাণ	মোছাঃ জান্নাতী বেগম, মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী চেয়ারম্যান, শিমুলবাড়ী ইউপি, ফুলবাড়ী চেয়ারম্যান, ফুলবাড়ী ইউপি, ফুলবাড়ী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	সভাপতি সদস্য সদস্য সদস্য সদস্য- সচিব
১০.	মুক্তিযোদ্ধা	মোছাঃ জান্নাতী বেগম, মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী চেয়ারম্যান, শিমুলবাড়ী ইউপি, ফুলবাড়ী চেয়ারম্যান, বড়ভিটা ইউপি, ফুলবাড়ী কমান্ডার উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, ফুলবাড়ী উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	সভাপতি সদস্য সদস্য সদস্য সদস্য- সচিব
১১.	মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ	মোঃ আব্দুল লতিফ,ভাইস-চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী চেয়ারম্যান, কাশিপুর ইউপি, ফুলবাড়ী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	সভাপতি সদস্য সদস্য সদস্য সদস্য- সচিব
১২.	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	মোঃ আব্দুল লতিফ,ভাইস-চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী চেয়ারম্যান, ভাঙ্গামোড় ইউপি, ফুলবাড়ী উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	সভাপতি সদস্য সদস্য সদস্য সদস্য- সচিব
১৩.	সংস্কৃতি	মোছাঃ জান্নাতী বেগম, মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী চেয়ারম্যান, শিমুলবাড়ী ইউপি, ফুলবাড়ী চেয়ারম্যান, ফুলবাড়ী ইউপি, ফুলবাড়ী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ফুলবাড়ী সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	সভাপতি সদস্য সদস্য সদস্য সদস্য সদস্য- সচিব
১৪.	পরিবেশ ও বন	মোঃ আব্দুল লতিফ,ভাইস-চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী চেয়ারম্যান, নাওডাঙ্গা ইউপি, ফুলবাড়ী	সভাপতি সদস্য

		বড়ভিটা ইউপি, ফুলবাড়ী উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী উপজেলা বনবিভাগ কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	সদস্য সদস্য সদস্য- সচিব
১৫.	বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ	মোঃ আব্দুল লতিফ,ভাইস-চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী চেয়ারম্যান, কাশিপুর ইউপি, ফুলবাড়ী চেয়ারম্যান, ভাঙ্গামোড় ইউপি, ফুলবাড়ী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	সভাপতি সদস্য সদস্য সদস্য সদস্য- সচিব
১৬.	অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ	মোঃ আব্দুল লতিফ,ভাইস-চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী চেয়ারম্যান, ফুলবাড়ী ইউপি, ফুলবাড়ী চেয়ারম্যান, শিমুলবাড়ী ইউপি, ফুলবাড়ী উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী উপজেলা প্রকৌশলী, ফুলবাড়ী	সভাপতি সদস্য সদস্য সদস্য সদস্য- সচিব
১৭.	জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ	মোছাঃ জান্নাতী বেগম, মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী চেয়ারম্যান, শিমুলবাড়ী ইউপি চেয়ারম্যান, নাওডাঙ্গা ইউপি উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা ফুলবাড়ী প-সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী ফুলবাড়ী	সভাপতি সদস্য সদস্য সদস্য সদস্য- সচিব

অষ্ঠম অধ্যায়: সংযুক্তি (বিভিন্ন সভার কার্যবিবরণী (২০২১-২০২২)

৮.১ উপজেলা পরিষদের মাসিক সভার কার্যবিবরণী

উপজেলা পরিষদ

ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

এপ্রিল, ২০২৩ মাসের উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ঃ	বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: গোলাম রব্বানী সরকার চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম ।
স্থান	ঃ	উপজেলা পরিষদ সভা কক্ষ ।
তারিখ	ঃ	**১৩ এপ্রিল, ২০২৩।**
সময়	ঃ	বেলা ১১.৩০ টা।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'-তে দেখানো হলো ।

সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ গোলাম রব্বানী সরকার, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সভা পরিচালনার জন্য অনুরোধ জানান ।

আলোচ্য বিষয়-১

উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব সুমন দাস সভায় উপস্থিত উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণসহ সকল সদস্যকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর বিগত সভার কার্যবিবরনী সভায় পাঠ করে শুনানো হয়। এতে কোন সংশোধনী না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-২ (বিভাগীয় কার্যাবলী) আলোচনা :

বিভাগের নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
উপজেলা পরিষদ	(ক) উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইউনিয়ন ভূমি অফিস, ফুলবাড়ী কুড়িগ্রামের ২৯/৩/২০২৩ তারিখের ১৫ নং স্মারকে দাখিলকৃত উপজেলা পরিষদের ভূমি উন্নয়ন কর বাবদ ১৪২৯ সনের ১১.৪২ একর জমির ১১,৪২০/-(এগারো হাজার চারশত বিশ) টাকা এবং উপজেলা পরিষদের আওতাধীন হ্যালিপ্যাডের ৩.২০ একর জমির ১৪২৯ সনের ভূমি উন্নয়ন কর বাবদ ৩,২০০/- (তিন হাজার দুইশত) টাকা সর্বমোট (১১,৪২০+৩,২০০)=১৪,৬২০/- (চৌদ্দ হাজার ছয়শত বিশ) টাকার ভূমি উন্নয়ন করের বিল দাখিল করেছেন। তিনি উপজেলা পরিষদ ব্যবহার নির্দেশিকা ২০০৯ এর ৩(ঢ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী উপজেলা পরিষদ এবং হ্যালিপ্যাডের ১৪২৯ সনের ভূমি উন্নয়ন কর বাবদ ১৪,৬২০/- (চৌদ্দ হাজার ছয়শত কুড়ি) টাকার বিল উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল হতে পরিশোধ করা যাবে মর্মে সভায় মতামত ব্যক্ত করেন। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সভায় আলোচনান্তে উপজেলা পরিষদ এবং হ্যালিপ্যাডের ১৪২৯ সনের ভূমি উন্নয়ন কর বাবদ ১৪,৬২০/- (চৌদ্দ হাজার ছয়শত কুড়ি) টাকার বিল উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল হতে পরিশোধ করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম। ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।
	(খ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফুলবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের ৩১/০১/২০২৩ তারিখের ২২ নং স্মারকে প্রাপ্ত পত্র খানা সভায় পাঠ করে শুনান। উক্ত পত্রে উপজেলা পরিষদের ভবন ও বাস ভবনসমূহের ২০১২-১৩ অর্থ বছর হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের ইউনিয়ন ট্যাক্স/কর বাবদ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকার বিল দাখিল করা হয়েছে। তিনি উপজেলা পরিষদ ব্যবহার নির্দেশিকা ২০০৯ এর ৩(ঢ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ইউনিয়ন ট্যাক্স/কর বাবদ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকার বিল উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল হতে পরিশোধ করা যাবে মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সভায় আলোচান্তে ইউনিয়ন ট্যাক্স/কর বাবদ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকার বিল উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল হতে পরিশোধের জন্য সর্বসম্মাতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম। ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

(চলমান পাতা/২)

Meeting/241

(২)

<table>
<tr><td>উপজেলা প্রকৌশল বিভাগ</td><td>উপজেলা প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম সভায় জানান যে, তাঁর বিভাগীয় কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে।</td><td>বিভাগীয় কার্যক্রমসহ অন্যান্য কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করতে হবে।</td><td>১। উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।</td></tr>
<tr><td>কৃষি বিভাগ</td><td>উপজেলা কৃষি অফিসার, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম সভায় জানান যে, তাঁর বিভাগীয় কার্যক্রমসহ অন্যান্য কার্যক্রম সুষ্ঠু ও স্বাভাবিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। তিনি তিনি জানান, (ক) রবি মৌসুমে ফুলবাড়ী উপজেলায় চাষকৃত ১০,১৮৫ হে: জমির ধান পাকা শুরু হয়েছে। কৃষকগণ ধান কর্তন করছেন। একর প্রতি গড় ফলন ৫.০০ মে: টন হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে।
(খ) খরিপ-১ মৌসুমে লক্ষমাত্রা অনুযায়ী ৫৭০ হে: জমিতে পাট চাষ হয়েছে।
(গ) আউশ ধান রোপন চলছে।
(ঘ) ডিলার পর্যায়ে রাসায়নিক সার মজুদ ও বিতরণ স্বাভাবিক রয়েছে।
(ঙ) উপজেলা কৃষি অফিসের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণকে বিভিন্ন ফসল চাষাবাদে কৃষকগণকে পরামর্শ প্রদান করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।</td><td>কৃষি বিভাগীয় কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। কৃষি বিভাগের অন্যান্য কার্যক্রমসমূহ সুন্দর ও সফল ভাবে বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td>উপজেলা কৃষি অফিসার, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।</td></tr>
<tr><td>প্রাণি সম্পদ বিভাগ</td><td>উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী সভায় জানান যে, তাঁর বিভাগীয় কার্যক্রম সুষ্ঠু ও স্বাভাবিকভাবে চলছে। তিনি তাঁর দপ্তর কর্তৃক পরিচালিত মার্চ, ২০২৩ মাসের কার্যক্রম সভায় উপস্থাপন করেন, যা নিম্নরূপ:
<table>
<tr><td>ক্র: নং</td><td>কার্যক্রমের নাম</td><td>চলতি মাসে অর্জন</td></tr>
<tr><td>১</td><td>গবাদি পশুর চিকিৎসা প্রদান (সংখ্যা)</td><td>২১৮৫টি</td></tr>
<tr><td>২</td><td>হাঁস-মুরগির চিকিৎসা প্রদান (সংখ্যা)</td><td>১১৩৯৪টি</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>গবাদি পশুর টিকা প্রদান (সংখ্যা)</td><td>১১৪৬০ টি</td></tr>
<tr><td>৪</td><td>হাঁস-মুরগির টিকা প্রদান (সংখ্যা)</td><td>৪৫,৪০০টি</td></tr>
<tr><td>৫</td><td>গবাদি পশুর কৃত্রিম প্রজনন</td><td>২৮০টি</td></tr>
<tr><td>৬</td><td>শংকর জাতের বাচ্চা উৎপাদন</td><td>৯৯ টি</td></tr>
<tr><td>৮</td><td>উঠান বৈঠক আয়োজন</td><td>০৫টি</td></tr>
<tr><td>৯</td><td>পোষা প্রাণির চিকিৎসা প্রদান</td><td>০১টি</td></tr>
<tr><td>১০</td><td>খামারী প্রশিক্ষণ প্রদান</td><td>২০ জন</td></tr>
<tr><td>১১</td><td>উন্নত জাতের ঘাষ চাষ কার্যক্রম</td><td>১.৭ একর</td></tr>
</table></td><td>বিভাগীয় কার্যক্রমসহ গবাদি পশু, হাঁস-মুরগীর রোগ প্রতিরোধ টিকা প্রদান এবং যথাসময়ে চিকিৎসা প্রদান, কৃত্রিম প্রজনন ও সংকরজাতের বাচ্চা উৎপাদন কার্যক্রমসহ অন্যান্য কার্যক্রম সুন্দর ও সফল ভাবে বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</td><td>উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।</td></tr>
<tr><td>স্বাস্থ্য বিভাগ</td><td>উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম সভায় জানান যে, তাঁর বিভাগীয় কার্যক্রমসহ হাসপাতালের কার্যক্রম স্বাভাবিক।</td><td>সভায় আলোচনান্তে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাকে ফুলবাড়ী হাসপাতালে চিকিৎসার মান আরো বৃদ্ধি করতে অনুরোধ জানানো হয়।</td><td>উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।</td></tr>
<tr><td>বাংলাদেশ পুলিশ ফুলবাড়ী থানা</td><td>অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত), ফুলবাড়ী থানা সভায় জানান যে, বিভাগীয় কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে। তিনি জানান, ফুলবাড়ী উপজেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো। মাদকের বিরুদ্ধে পুলিশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে। তিনি রাত্রীকালীন পাহারার কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন দপ্তরের নৈশ প্রহরীদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রধানকে অনুরোধ জানান। আনসারদের বিভিন্ন পয়েন্টে দায়িত্ব প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান।</td><td>মাদক পাচার ও সেবনের বিরুদ্ধে পুলিশি অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td>১)অফিসারইনচার্জ ফুলবাড়ী থানা।
২। ইউপি চেয়ারম্যান/ সচিব</td></tr>
</table>

(চলমান পাতা/৩)

Meeting/242

(৩)

প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ	উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম সভায় জানান যে, তার বিভাগীয় কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে। তিনি আরো জানান প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক নিম্নোক্ত কার্যক্রম চলমান: ১। নতুন যোগদানকৃত শিক্ষকগণের ইনডাকশন প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে; ২। রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্ত নতুন নিয়োগকৃত শিক্ষকগণের যাবতীয় বেতন ভাতাদি ও উৎসব ভাতা প্রদান করা হয়েছে; ৩। উন্নয়ন খাতভুক্ত শিক্ষকগণের বেতন ভাতাদি প্রদানের বিষয়ে তথ্য স্থানীয় হিসাব রক্ষণ অফিসে প্রেরণ করা হয়েছে; ৪। যে সকল বিদ্যালয়ের এসএমসি গঠন হয়নি, সে সকল বিদ্যালয়ের এসএমসি গঠন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	বিভাগীয় কার্যক্রমসহ অন্যান্য কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং বিদ্যালয়সমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে।	উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।
যুব উন্নয়ন বিভাগ	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম সভাকে অবহিত করেন যে, তাঁর বিভাগীয় কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে। তাঁর বিভাগের আওতায় বিভিন্ন খাতের ঋণ প্রদান ও আদায় কার্যক্রম যথানিয়মে বাস্তবায়িত হচ্ছে: ১। মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ ২য় প্রকল্পের আওতায় ৩৬১ জনকে ১,০৭,৭৫,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ঋণ আদায় যথানিয়মে বাস্তবায়িত হচ্ছে । ২। মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত ৮০৩৮ জনকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৩। ঋণ আদায়ের হার আত্মকর্ম-৮৪%, উত্তরবঙ্গ ২য় পর্বের প্রকল্প ৭৬% পরিবারভিত্তিক ঋণ কর্মসূচি ৯৩%। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। তিনি আরো জানান, তাঁর কার্যালয়ের ইলেক্ট্রিক ওয়ারিং মারাত্মক ঝুকিপূর্ণ। অফিসের সামনে বৈদ্যুতিক লাইট নেই এবং অফিসঘর জরুরী ভিত্তিতে মেরামত/সংস্কার করা প্রয়োজন।	১)দাপ্তরিক কাজকর্মসহ ঋণ প্রদান ও আদায় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে হবে।	১। উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম। ।
মৎস্য অফিস	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম সভাকে অবহিত করেন যে, তাঁর বিভাগীয় কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে এবং ফুলবাড়ী উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে ০৩টি বিল নার্সারী ও ১টি প্রদর্শনী খামার স্থাপন (গুলশা, পাবদা) করা হয়েছে।	বিভাগীয় কার্যক্রমসহ মৎস্য চাষ উন্নয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী।
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম সভায় জানান যে, তাঁর বিভাগীয় কার্যক্রমসহ মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে। তিনি জানান, তাঁর দপ্তরের আওতাধীন নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম চলমান রয়েছে: ১। ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ৬ষ্ঠ-১১শ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির তথ্য অনলাইনে আপলোড কার্যক্রম চলমান; ২। ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির তথ্য প্রদান কার্যক্রম চলমান; ৩। ৬ষ্ঠ ৭ম শ্রেণির শিক্ষক সহায়িকা (টিচার্স গাইড) প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ সম্পন্ন হয়েছে; ৪। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল প্রতিষ্ঠান প্রধানের নতুন কারিকুলাম বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন। ৫। ২০২৩ শিক্ষাবর্ষের আইএমএস তথ্য অনলাইনে আপলোড কার্যক্রম চলমান; ৬। বাংলা নববর্ষ ১৪৩০ উদযাপন উপলক্ষ্যে রচনা প্রতিযোগিতা কার্যক্রম সম্পন্ন। ৭। শিক্ষার্থীদের সাধারণ ও মেধাবৃত্তি সংক্রান্ত তথ্য আপলোড কার্যক্রম হালনাগাদ; ৭। প্রতিষ্ঠান প্রধান ও অন্যান্য শিক্ষকগণের এ্যানড্রয়েড সেটে e-mail ও facebook ব্যবহার চালু রাখা হয়েছে।	বিভাগীয় কার্যক্রমসহ অন্যান্য গৃহীত কার্যক্রম এবং চলমান কার্যক্রমসমূহ যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তাগণকে নিয়মিত বিদ্যালয়সমূহ পরিদর্শনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, ফুলবাড়ী।

(চলমান পতা/৪)

Meeting/243

(৪)

উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী সভায় জানান যে, তাঁর বিভাগীয় কার্যক্রম স্বাভাবিক।	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে।	উপজেলা পরিকল্পনা কর্মকর্তা ফুলবাড়ী
প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগ	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম সভায় জানান যে, তাঁর বিভাগীয় কার্যক্রম স্বাভাবিক। কোন সমস্যা নেই।	বিভাগীয় কার্যক্রমসহ বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্পসমূহের কাজ দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী কুড়িগ্রাম।
মহিলা বিষয়ক অফিস	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম সভায় জানান যে, তাঁর বিভাগীয় কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে চলছে। তাঁর বিভাগ কর্তৃক নিম্নোক্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে : (১) ২০২৩-২০২৪ চক্রের উপকারভোগীদের মার্চ, ২০২৩ মাসের চাউল (খাদ্যশষ্য) বিতরণ করা হয়েছে। (২) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগী নির্বাচনের লক্ষ্যে অনলাইন আবেদন চলমান রয়েছে; (৩) উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ের রাজস্ব খাতে মহিলা প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে; (৪) উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ে আইজিএ প্রশিক্ষণ প্রকল্প খাতে উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ (দু'টি ট্রেডে) ১৮তম ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষ হয়েছে। পরবর্তীতে অধিদপ্তরের নির্দেশনায় প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। (৫) ফুলবাড়ী উপজেলায় ৬টি ইউনিয়নে কিশোর-কিশোরী ক্লাব রয়েছে। মার্চ/২৩ মাসের নাস্তা বিতরণ করা হয়েছে এবং উক্ত ০৬টি ক্লাবে ৩০ জন করে মোট ১৮০ জন সদস্য রয়েছে।	বিভাগীয় কার্যক্রমসহ ভিজিডি, মাতৃত্বকাল এবং আয়বর্ধক প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রামকে অনুরোধ জানানো হয়।	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।
সমাজসেবা বিভাগ	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম সভায় জানান যে, তাঁর বিভাগীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে।	বিভাগীয় কার্যক্রমসহ বিভিন্ন ভাতা প্রদান ও ঋণদান কার্যক্রম সুষ্ঠু ও নিয়মমাফিক ভাবে পরিচালনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে	১। উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী।
খাদ্য বিভাগ	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ফুলবাড়ী সভায় জানান যে, তাঁর বিভাগীয় কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে।	বিভাগীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে হবে।	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।
সামিজক বনায়ন নার্সারী কেন্দ্র	ফরেস্টার, সামাজিক বনায়ন নার্সারী কেন্দ্র, ফুলবাড়ী সভায় জানান যে, তাঁর বিভাগীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে চলমান রয়েছে।	বিভাগীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনাসহ বৃক্ষরোপনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতে হবে।	ফরেস্টার, সামাজিক বনায়ন নার্সারী কেন্দ্র, ফুলবাড়ী।
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	উপসহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ফুলবাড়ী সভাকে অবহিত করেন যে, তাঁর বিভাগীয় কার্যক্রম স্বাভাবিক ভাবে চলছে।	বিভাগীয় কার্যাবলীসহ গৃহীত প্রকল্পের কাজকর্ম দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।	উপসহকারী প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার সভায় জানান যে, তাঁর বিভাগীয় কার্যক্রম স্বাভাবিক ভাবে চলছে। তাঁর বিভাগীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।	কৃষক, পেশাজীবি, অতিদরিদ্র গ্রামিণ জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ঋণ কার্যক্রমসহ দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার ফুলবাড়ী।

(চলমান পাতা/৫)

Meeting/244

(৫)

বিবিধ	১। সভায় জনাব মো: আব্দুল লতিফ, ভাইস চেয়ারম্যান বলেন যে, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মহোদয় ও ভাইস চেয়ারম্যানদ্বয়ের জানুয়ারি/২৩ হতে মার্চ/২০২৩ সময়ের ৩(তিন) মাসের ভ্রমণ ভাতা বিল অপরিশোধিত আছে। সরকারি বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ গ্রহন করার জন্য ভ্রমণ করা হয়ে থাকে। তিনি বকেয়া ভ্রমণভাতা বিলসমূহ জরুরি ভিত্তিতে পরিশোধ করা প্রয়োজন মর্মে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	বিষয়টি সভায় বিশদভাবে আলোচনা করা হয়। চেয়ারম্যান মহোদয়ের ও ভাইস চেয়ারম্যানদ্বয়ের জানুয়ারি/২৩ হতে মার্চ/২০২৩ সময়ের মাসের ভ্রমন ভাতা বিল অনুমোদন ও পাশ করা হয়।	১। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।
	২। উপজেলা চেয়ারম্যানের কার্যালয়, চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ ও আনসার সেড উপজেলা পরিষদ ব্যবহৃত এপ্রিল/২০২৩ মাসের মোট বিদ্যুৎ বিল বাবদ ৭,৯০৩/-(সাত হাজার নয়শত তিন)টাকার বিল অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়।	উপজেলা চেয়ারম্যানের কার্যালয়, চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ ও আনসার সেড উপজেলা পরিষদ ব্যবহৃত এপ্রিল/২০২৩ মাসের মোট বিদ্যুৎ বিল বাবদ ৭,৯০৩/-(সাত হাজার নয়শততিন) টাকার বিল সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়।	১। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।
	৩। উপজেলা চেয়ারম্যানের কার্যালয় ব্যবহৃত মে/২০২২ হতে জানুয়ারি/২০২৩ মাসের মোট টেলিফোন বিল বাবদ ১,৫৮৪/-(এক হাজার পাঁচশত চুরাশি) টাকার বিল অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়।	উপজেলা চেয়ারম্যানের কার্যালয় ব্যবহৃত মে/২০২২ হতে জানুয়ারি/২০২৩ মাসের মোট টেলিফোন বিল বাবদ ১,৫৮৪/-(এক হাজার পাঁচশত চুরাশি) টাকার বিল সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়।	১। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।
	৪। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মহোদয়ের অফিসে ব্যবহারের জন্য সিএ কাম-স্টেনো এর জানুয়ারি/২৩ হতে মার্চ/২০২৩ সময়ের ৩(তিন) মাসের মাসের মেস খরচ বাবদ মোট ১৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকা ব্যয় হয়েছে। উক্ত টাকা রাজস্ব তহবিল হতে পরিশোধ করা প্রয়োজন।	উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিল হতে মেস খরচ বাবদ ১৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকা পরিশোধের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হয়।	১। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

অত:পর সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ গোলাম রব্বানী সরকার)
সভাপতি
উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি
ও
চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ
ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

Meeting/243

WE ARE
STRONGER
TOGETHER